দাড়ি ও নবিদের সুন্নাহ

[দর্শন-বিশ্লেষণ]

শাইখ মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি কুদ্দিসা সিররুহু

(জন্ম: ১৯৪০, মৃত্যু: ১৯মে ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে)

সাবেক শাইখুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক, দারুল উলুম দেওবন্দ

ভাষান্তর

উবায়দুল্লাহ আসআদ কাসেমি

উৎসর্গ

যার সংস্পর্শে পেয়েছিলাম হাদিসের সৌরভ, জীবনের পরতে পরতে পাই আজও যার সুবাস। যিনি আমাদের জন্য বটবৃক্ষ। সুন্নাহর প্রতি যত্নশীল। প্রশস্ত ইলমের ধারকবাহক। ধীমান। ইলমের অনন্য রত্ন। পুণ্যের মিলনস্থল। তিনি হলেন হজরতুল উসতাজ মাওলানা মুহাম্মাদ বিন ইদ্রিস লক্ষিপুরি জিদা মাজদুহুস সামি। আল্লাহ তাআলা তার হায়াতে বরকত দান করুন। (আমিন)

.....উবায়দুল্লাহ আসআদ কাসেমি

সূচীপত্র

অনুবাদকের কৈফিয়ত ৬
নতুন সংস্করণের ভূমিকা ৭
প্রথম সংস্করণের পটভূমি ৮
পরকথা.. ১১
দাড়ি রাখা ওয়াজিব.. ১১
দাড়ি এক মুষ্টি পরিমাণ রাখা ওয়াজিব ১১
দাড়ি কী পরিমাণ রাখা ওয়াজিব?.. ১১
একটি সংশয় ১২
সমাধান ১২
আরো একটি সংশয় ১৪
দাড়ি মুণ্ডানো হারাম ১৫
ফিকহে হানাফির বিবৃতি ১৫
ফিকহে শাফেয়ির বিবৃতি.. ১৬
ফিকহে মালেকির বিবৃতি.. ১৬
ফিকহে হাম্বলির বিবৃতি.. ১৬
ফিকহে জাহিরির বিবৃতি.. ১৬
শরয়ি ওজর.. ১৬
দাড়ি মুণ্ডনকারী ব্যক্তি ফাসিক ১৭
দাড়ি নবিদের সুন্নাহ ও ফিতরাতের চাহিদা.. ১৭
(এক) মোচ ছোট করা.. ১৮
কতিপয় মাসায়েল ১৯
(দুই) নখ কাটা.. ১৯
(৩) বাহুমূলের পশম উৎপাটন করা ২০
(চার) তলপেট মুণ্ডানো.. ২১

উল্লিখিত বস্তুসমূহের জন্য সময় নির্ধারণ..২২
(পাঁচ) মিসওয়াক করা ২৩
মিসওয়াকের বিশেষ সময় ২৩
মিসওয়াক দ্বারা নামাজ হয় দামী..২৩
রোজাদার সূর্য হেলার পরে মিসওয়াক করতে পারবে..২৪
(ছয়) নাক পরিষ্কার করা..২৬
(সাত) আঙ্গুলের গিঁট ধৌত করা ২৬
(আট) انتقاص الماء এর তিনটি অর্থ..২৭
(নয়) কুলি করা..২৭
(দশ) দাড়ি রাখা..২৭
একটি সংশয়ের সমাধান..৩১
দাড়ি ও পশমের খিজাবের বিশদ বিবরণ ৩২
নবিদের আরো কিছু সুন্নাহ..৩৬
(১১) খতনা করানো..৩৬
খতনার অর্থ ৩৬
খতনার হুকুম..৩৬
(১১) মাথায় সিঁথি বের করা..৩৯
পশমের বিধানসমূহ..৩৯
(এক) যেমন পরিবেশ তেমন ছলনা! ৪২
(দুই) ভালো কাজ কর এবং যা ইচ্ছা পরিধান কর ৪২
(তিন) বাগানের দেওয়াল শোভিত করার মুখাপেক্ষী নয়!.. ৪৩
(চার) বড় দাড়িওয়ালা হয় ধোঁকাবাজ! ৪৩
(পাঁচ) দাড়ি রাখলে অমুসলিমদের সাদৃশ্য আবশ্যক হয়! ৪৪
(ছয়) মূল ধর্মে আপনাকে ওয়েলকাম!..৪৪
(সাত) সত্যের মানদণ্ড ৪৪
(আট) মুশরিকদের বিরোধিতার দর্শন..৪৪

(নয়) মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের বাইরে চল না! ৪৫
(দশ) মহব্বতের ভিতরে আরেক দুশ্চিন্তা! ৪৬
(এগার) আরো একটি ফুলঝুরি! ৪৬
চাকুরির জন্য দাড়ি মুণ্ডানো ৪৬
শেষকথা ৪৯
আত্মশুদ্ধি ৫০
দাড়ি রাখার কারণ ও দর্শন ৫১
মোচ কর্তন করা ও দাড়ি লম্বা করার দর্শনসমূহ ৫১
ইল্লাতের বিবরণ ৫২
দাড়ি ইসলামের প্রতীক ৫৩
মিরাঠ থেকে প্রেরিত চিঠি ৫৩
মাওলানা হুসাইন আহমাদ আহমাদ মাদানি কুদ্দিসা সিররুহুর উত্তর ৫৪
ইউনিফার্মের রাজনৈতিক পারগতা ৫৪
প্রতীক ত্যাগের পরিণতি ৫৪
জাতিগত ও ধর্মীয় উন্নতির রহস্য ৫৫
দাড়ি মুসলমানদের ইউনিফার্ম ৫৬
দাড়ি মুণ্ডিয়ে আল্লাহ ও তার রাসুলকে কষ্ট দিবেন না ৫৭
খসখসে দাড়ি রাখার বিধান ৫৮
দাড়ি খসখসকারীকে ইমাম বানানো ৫৯
সুন্নাহর খেলাপ দাড়িওয়ালা হাফেজের ইমামতি ৫৯
দাড়ি কর্তন করা থেকে তওবা করলেও এক মুষ্টি ৬০
হওয়া পর্যন্ত ইমামতি মাকরুহ ৬০
শুধু রমজানে দাড়ি রাখা হাফেজের ইমামতির হুকুম ৬০
হজের সময় দাড়ি রাখা এবং পরে কেটে ফেলা! ৬০
স্বাধীন চলাফেরা দীনের পথে অন্তরায় ৬১

অনুবাদকের কৈফিয়ত

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فى النار. قال تعالى: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞ قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ۞ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ﴿ۭ۳۶﴾.

হজরতুল উসতাজ মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি কুদ্দিসা সিররুহুর ইলমি স্তর ও সুস্থ মেজাজের পরিচয় নতুন করে দেওয়ার কোন প্রয়োজন মনে করি না। বক্ষ্যমাণ বই '*দাড়হি আওর আমবিয়া কি সুন্নাতেঁ*' সর্বপ্রথম ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল, প্রকাশের পরই সকল শ্রেনীর মানুষের কাছে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তখন থেকে অদ্যাবধি বইয়ের দশের অধিক সংস্করণ বিক্রি হয়েছে।

বইটির গুরুত্ব এ থেকেও অনুমান করা যায় যে, তার উসতাজ শাইখুল হাদিস হজরত মাওলানা মুহাম্মাদ জাকারিয়া সাহেব রাহিমাহুল্লাহ তার '*দাড়হি কা উজুব*' বইয়ে এই বইয়ের সূত্র উল্লেখ করেছেন। তিনি বইয়ের ২১ নং পৃষ্ঠায় '*উম্মাহর মতৈক্যে দাড়ি মুণ্ডানো হারাম*' কথাটি বক্ষ্যমাণ বইয়ের রেফারেন্সে উল্লেখ করেছেন। এটি হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহুর সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে তথ্যবহূল বই।

বইয়ে নখ কর্তন করা, বাহুমূল উৎপাটন করা, তলপেট মুণ্ডানো, মিসওয়াক করা, নাক পরিষ্কার করা, শরীরের গিঁঠ ধৌত করা, ইসতিনজা করা, কুলি করা, খতনা করানো, চুলে সিঁথি বের করা, দাড়ি এবং মোচ কর্তনের স্পষ্ট বিধিবিধান; মাসায়েল, দালায়েল এবং ফাজায়েলের সমষ্টি নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এ ছাড়া বইয়ে দাড়ির ওপর আরোপিত বিভিন্ন অভিযোগেরও খণ্ডন করা হয়েছে।

বইয়ে উল্লিখিত হাদিসসমূহের উৎসমূল নির্দেশ করেছি, কিছু জায়গায় টীকাও সংযুক্ত করেছি। কোনো ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক বিষয়, পাঠকবৃন্দ আমাদেরকে অবহিত করলে সামনের সংস্করণে সংশোধন করে নেব, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা বইটি কবুল করে নিন। লেখক, অনুবাদক এবং প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে উভয় জগতে আলোকিত করুন। (আমিন)

উবায়দুল্লাহ আসআদ কাসেমি
৩০ আগস্ট ২০১৯।

নতুন সংস্করণের ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

সর্বপ্রথম এই বই '*দাড়হি আওর ফিতরাত কি বাতেঁ*' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল। চার বছর বিরতির পর ১৩৯৪ হিজরিতে পুনরায় প্রকাশিত হয়, তখন অতীতের নাম পরিবর্তন করে '*দাড়হি আওর আমবিয়া কি সুন্নাতেঁ*' রাখা হয়। দ্বিতীয় প্রকাশে পুনঃনিরীক্ষণ করা হয়েছে, ফলে বইয়ে অসাধারণ বৃদ্ধি হয়েছে। কয়েকটি আবশ্যক মাসআলাও সংযুক্ত করা হয়েছে, অনেক স্থানে উদ্ধৃতিও বৃদ্ধি করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ দুটি সুন্নাতের মাসআলা তথা খতনা ও সিথিঁ কাটা এবং চুলের মাসআলাসমূহও বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া দাড়ির মাসআলার ওপর আনীত বিভিন্ন অভিযোগের খণ্ডন বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এরপর বারবার কিতাবের মুদ্রণ হতে থাকে। আল্লাহর অনুগ্রহে দশটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে এবং হাতে হাতে ফুরিয়েও গেছে। এমনকি এর প্লেটসমূহ প্রবিষ্ট ও ভাঁজ হয়ে গেছে, ফলে নতুন করে লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন তা কম্পিউটারের সুন্দর লিখনীর সাথে প্রকাশ হচ্ছে, এ উপলক্ষে ফের দৃষ্টি বুলাতে হয়েছে। ফলে আরো সংযোজন বিধায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। হজরত মাদানি রাহিমাহুল্লাহকৃত '*দাড়ির দর্শন*' এবং '*ফাতাওয়া রহিমিয়া*' ও '*আপ কে মাসাইল আওর উনকা হল*' থেকে বিভিন্ন ফতোয়া অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পরিশেষে দুআপ্রার্থী, আল্লাহ জুল জালালি ওয়াল ইকরাম যেন অধমের এই সাধনাকে গ্রহণীয়তার উপঢৌকন দ্বারা ভূষিত করেন এবং এর দ্বারা উম্মাহকে উপকৃত করেন। (আমিন)

সাঈদ আহমাদ পালনপুরি (আফাল্লাহু আনহু)
খাদেম, দারুল উলুম দেওবন্দ
২৬ মুহররম ১৪১৯ হিজরি।

প্রথম সংস্করণের পটভূমি

الحمد لله و كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (খুতবা প্রদানকালে) বলেন: আল্লাহর কিতাব শ্রেষ্ঠতম কিতাব এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ-প্রদর্শন শ্রেষ্ঠ পথ-প্রদর্শন। নবসৃষ্ট বস্তুসমূহ সর্বনিকৃষ্ট। আর প্রত্যেক নব উদ্ভাবিত বস্তু ভ্রষ্টতা।(১)

উল্লিখিত বাণী একেবারে সুস্পষ্ট, এতে কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। আল্লহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (তার ওপর আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক) পথ-প্রদর্শন-ই সর্বৎকৃষ্ট ও সবচেয়ে সুন্দর পথ-প্রদর্শন এবং মানুষের উদ্ভাবিত জীবনব্যবস্থা মন্দ ও বিনাশকারী জীবনব্যবস্থা। আর যদি বান্দার আবিস্কৃত বস্তুকে দীন মনে করা হয় তাহলে তা বিদআত। আর নিঃসন্দেহে প্রত্যেক বিদআত বড় ভ্রষ্টতা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ থেকে রক্ষা করুন।

দীনি ভাইদের কাছে আবেদন এই যে, তারা যেন নিজেদের জীবনব্যবস্থার প্রতিটি অংশের ওপর পুনর্দৃষ্টি দেন। যদি তা শয়তানি ও দাজ্জালি দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনব্যবস্থার দিকে প্রত্যাবর্তন করবেন। সকালের দিকভ্রান্ত বিকেলে প্রত্যাবর্তন করলে তাকে দিকভ্রান্ত বলে না!

****

অবয়বের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে পশমের অনেক কৃতিত্ব রয়েছে, যার মাধ্যমে পুরুষ ও নারীসুলভ সৌন্দর্যের পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একে দ্বিগুণ করার চেষ্টা করা হয়। বর্তমানের সংস্কৃতিতে 'পশম' ভিন্ন বিষয়বস্তুর রূপ ধারণ করেছে, এর জন্য মেশিন ও শপিং (২) রয়েছে। পুরুষ শ্রেণীর চেহারার সবচেয়ে প্রদর্শিত প্রতীক হচ্ছে দাড়ি। অবয়বের উৎকর্ষ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে এর অনেক অবদান রয়েছে। দাড়ির ব্যাপারে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন। কারো দৃষ্টিতে দাড়ির অস্তিত্ব পুরুষত্ব সৌন্দর্য ও উৎকর্ষের রুহ এবং কারো দৃষ্টিতে এর অস্তিত্বহীনতা অর্থাৎ শশ্রুহীনতা-ই হচ্ছে অবয়বের উৎকর্ষ ও উপযুক্ততা।

সভ্যতার দৃষ্টিকোণে সাধারণভাবে খ্রীস্টান, অগ্নিপূজারী এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে অনেক মুশরিক-উপদল দাড়ি মুণ্ডানোকে আবশ্যক মনে করে। এদিকে শিখ, ইহুদি এবং যোগীরা দাড়িকে বিলকুল লম্বাকরণের পক্ষপাতী। উভয়পক্ষের যুক্তি ও হেকমত যাই হোক না কেন মুখ্যকথা হল, ইসলাম উভয় পক্ষের সীমালজ্ঘন ও শিথিলতা থেকে পৃথক হয়ে মধ্যপন্থা গ্রহণ করেছে।

ইসলাম প্রথমোক্ত জাতির বিপরীতে গিয়ে দাড়ি রাখার নির্দেশ দিয়েছে, যাতে করে দাড়ি কর্তনের ব্যাপারে তাদের সাথে সাদৃশ্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বিপরীতে গিয়ে দাড়ির সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে, যাতে দাড়ি লম্বাকরণে তাদের সাথে সাদৃশ্য বিতাড়ন হয়ে যায়।

প্রথম আকৃতি সম্পর্কে হজরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদিসে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী বর্ণিত হয়েছে যে, তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা কর; গোঁফ ছোট কর এবং দাড়ি বৃদ্ধি কর। অন্যে হাদিসে এসেছে: মোচ কর্তন কর এবং দাড়ি ঝুলিয়ে দাও।(৩)

উল্লিখিত বর্ণনাসমূহ দ্বারা সামগ্রিকভাবে কাফেরদের বিরোধিতা করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য প্রমাণিত হয় এবং দলিলের দৃষ্টিকোণে পরোক্ষভাবে দাড়ি রাখা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। অতঃপর এই হাদিস থেকে সারসংক্ষেপে দাড়ি মুণ্ডানো হারামও হওয়া নির্গত হয়। কেননা প্রসিদ্ধ নীতিমালা হল: (الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده): কোন কাজের নির্দেশ প্রদান করা: এর বিপরীতটা করা থেকে নিষেধাজ্ঞার দাবি রাখে। সুতরাং যখন এই হাদিসের আলোকের দাড়ি রাখা আবশ্যক সাব্যস্ত হল, তো এই হাদিসের-ই

(১) সহিহ মুসলিম: ৮৬৭, মুসনাদে আহমাদ: ১৪৯৮৪, সুনানে নাসাই: ১৫৭৮।– অনুবাদক।

(২) শপিং: দোকান।

(৩) সহিহ বুখারি: ৫৮৯২, সহিহ মুসলিম: ২৫৯, সুনানে নাসাই: ১২, সুনানে আবু দাউদ: ৪১৯৯, সুনানে তিরমিজি: ২৭৬৩।– অনুবাদক।

দৃষ্টিকোণে দাড়ি না রাখা (মুণ্ডন করে হোক কিংবা খসখস করে) হারাম ও অবৈধ প্রমাণিত হয়। অন্যথায় যদি দাড়ি মুণ্ডানো হারাম না হয়ে বৈধ হয় তাহলে না মুণ্ডানো ও দাড়ি ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ অকার্যকর হয়ে যাবে। এসব হাদিস সামনে রেখে ঐ সব মানুষের চিন্তা করা উচিত, যারা নিজেদের দাড়ি কর্তন করেন শুধু শখ কিংবা মনোবাসনার প্রবঞ্চনায় নয়, বরং প্রকাশ্যে কাফেরদের সাদৃশ্য ও সাযুজ্য গ্রহণের লক্ষ্যে। যেন ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যের (কাফেরদের বিরোধিতা করা) বিপরীত করা তাদের আবশ্যিক লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এবং তাদেরকেও এ থেকে রক্ষা করুন।(১)

মুসলিম উম্মাহ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র জাতি, যারা সমস্ত জাতি ও ধর্ম থেকে বিলকুল সুস্থ স্বভাবের ধারকবাহক। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বিশ্বের সমস্ত সমপ্রদায়ের বিরুদ্ধে সাক্ষীদাতা ও ন্যায়পরায়ণ বানিয়ে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ পাকের ইরশাদ:

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۗ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

তরজমা: আমি তোমাদেরকে এমন উম্মত বানিয়েছি, যারা চূড়ান্ত পর্যায়ের মধ্যপন্থী, যাতে করে তোমরা সাক্ষী হও মানবমণ্ডলীর বিরুদ্ধে এবং যাতে করে রাসুল সাক্ষী হন তোমাদের পক্ষে। তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণার্থে যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে।(২) কিন্তু আফসোস! এই জাতি নিজেদের দীনি ও ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ দীর্ঘদিন যাবত হারিয়ে বসেছে, বর্তমানে নিজেদের সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যও ধ্বংস করে দিচ্ছে। কুসংস্কার ও রীতিনীতিতে হিন্দুদের অনুকরণ, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ইংরেজদের অনুসরণ: মুসলমানদের রন্ধ্র-শিরায় বহমান হয়ে আছে।

আজ যেখানে পৃথিবীর প্রত্যেক জাতি নিজেদের জীবন, নিজেদের জাতিগত ও ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের স্থিতি ও সংরক্ষণের জন্য তৎপর দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, সেখানে মুসলমানরা নিজেদের জাতিগত ও ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য-স্বাতন্ত্র্য পশ্চিমা সংস্কৃতির রঙে রঙিন করে নিজেরা তাদের মাঝে বিলিন হতে চলছে। হায় আফসোস! অতীতে যে সমপ্রদায় বিশ্ব সমপ্রদায়ের আকর্ষণকারী ও সংশোধনকারী ছিল, আজ তারা দ্রুত অন্যদের মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। আর একে উন্নতির মানদণ্ডও মনে করছে। অথচ বুদ্ধিমানদের দৃষ্টিতে তা চূড়ান্ত পর্যায়ের অধঃপতন ও অবক্ষয়, যা ধর্মের জন্য জীবন সংহারি বিষ থেকেও কম নয়। কবি বলেন:

ترسم نرسی بکعبہ اے اعرابی- کیں رہ کہ تو میروی بہ ترکستان است

ওহে গ্রাম্য, আমার মনে হয় তুমি কাবায় পৌঁছতে পারবে না, কেননা তুমি যে পথ দিয়ে চলছ তা তুর্কিস্থানের পথ!

দাড়ি ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকের অন্তর্ভুক্ত, বরং মনুষ্য ও স্বভাবগত নীতিকথার মধ্য থেকে পুরুষত্বের বিশেষ নিদর্শন। কিন্তু আফসোসজনক কথা এই যে, মুসলমানরা-ই সবচেয়ে বেশি তা কর্তন করে। আর এভাবে তারা জাতিগত ও ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য ব্যতিরেকে স্বভাব ও মানবতার জন্যও উপহাসের পাত্র হচ্ছে।(৩)

****

জনৈক শিক্ষিত ব্যক্তি তার তৃষ্ণা নিবৃত্তির লক্ষ্যে দীর্ঘ একটি চিঠি প্রেরণ করেন হজরত মাওলানা আহমাদুল্লাহ সাহেব (শাইখুল হাদিস, জামেয়া হুসাইনিয়া রান্দির) এর কাছে (৪) হজরত তখন এই অকর্মকে এর উত্তর লিখতে নির্দেশ দেন। অতঃপর নিজের সামর্থনুযায়ী উত্তর লিখে পাঠাই।

দীর্ঘদিন পর খেয়ালে আসে যে, এ সব কথা শুধু নির্দিষ্ট শ্রেণীর জন্য উপকারী নয়, বরং সর্বসাধারণের জন্যও উপকারী। তো এই প্রবন্ধ (কিতাব আকারে) প্রকাশ করা হবে না কেন? **অতঃপর** উপযুক্ত বিন্যস্ত করা হল। বিন্যস্ত করতে যথেষ্ট পরিমাণ সংযোজন

(১) আততাশাব্বুহু ফিল ইসলাম, হাকিমুল ইসলাম কারি তাইয়েব সাহেব রাহিমাহুল্লাহ। (লেখক) সহিহ মুসলিম: ২৬০। (অনুবাদক)

(২) সুরা বাকারা: ১৪৩, সুরা আলে ইমরান: ১১০।

(৩) ইমদাদুল ফাতাওয়া, ৪/৩৩১।

(৪) তিনি ২৬ সফর ১৪০৪ হিজরিতে পরপারে পাড়ি জমান। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি পূর্ণাঙ্গ অনুগ্রহ করুন।– লেখক রাহিমাহুল্লাহ।

করা হয়েছে। ফিতরাতের হাদিসের অধীনে বর্ণিত প্রায় সমস্ত মাসআলা নতুন করে সংযোজিত। আশা করি তা উপকারী প্রমাণিত হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন বিলুপ্ত করা হয়েছে। কেননা বিষয়বস্তু বুঝার জন্য এর কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। এ ছাড়া নতুন এডিশন প্রস্তুত করতে সামনে অন্যান্য কিতাবও ছিল। যেমন, হজরত মাওলানা আশেক ইলাহি সাহেব মিরাঠি রাহিমাহুল্লাহুকৃত '*দাড়িহি কি কাদর ও কিমাত*' এবং হজরতুল উসতাজ হাকিমুল ইসলাম মাওলানা মুহাম্মাদ তাইয়েব সাহেব রাহিমাহুল্লাহুকৃত '*আততাশাব্বুহু ফিল ইসলাম*'।

আল্লাহ পাক এ সব বুজুর্গদেরকে তাদের মহান খেদমতের উত্তম থেকে উত্তম বিনীময় দান করুন এবং অধমের এই তুচ্ছ চেষ্টাকেও কবুল করে ধন্য করুন। (আমিন)

সাঈদ আহমাদ পালনপুরি
দারুল উলুম আশরাফিয়া রান্দির, জেলা: সুরত, গুজরাট।
২৩ আগস্ট ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

পরকথা

পুরুষের জন্য দাড়ি রাখা অপরিহার্য। এক বিঘতও রাখা আবশ্যক। শরয়ি ওজর ব্যতিরেকে মুণ্ডানো হারাম এবং এমনটা সম্পাদনকারী ফাসিক। এক বিঘত থেকে খাটো করা মাকরুহে তাহরিমি। এর ওপর গোঁ ধরা ও অবিচল থাকা পাপ। এটা মতৈক্য মাসআলা। আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন।

দাড়ি রাখা ওয়াজিব

পুরুষের জন্য দাড়ি রাখা ওয়াজিব। হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: গোঁফ ভালো করে খাটো কর এবং দাড়ি দীর্ঘ কর।(১) অন্য বর্ণনায় এসেছে: মুশরিকদের বিরোধিতা করতে গিয়ে তোমরা গোঁফ ছোট কর এবং দাড়ি পরিপূর্ণ থাকতে দাও।(২) হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মোচ ছাঁটিয়ে দাও, দাড়ি ঝুলিয়ে দাও এবং অগ্নিপূজকদের বিরোধিতা কর।(৩)

আল্লামা মাহমুদ বিন খাত্তাব সুবকি মালেকি রাহিমাহুল্লাহ এই হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেন: আদেশসূচক ক্রিয়া ওয়াজিবের জন্য এসে থাকে, দলিল ছাড়া ওয়াজিব থেকে বিমুখ করা যায় না। উসুলে ফিকহের স্থিরীকৃত নীতিনুযায়ী।(৪) আল্লামা আহমাদ নাফরাভি মালেকি রাহিমাহুল্লাহ লিখেন: ইমাম আবু যায়েদের উক্তি: (وأمر النبي صلى الله عليه وسلم) দ্বারা ওয়াজিবের দিকে মন উদয় হয়।(৫) ইবনে হাজম জাহেরি রাহিমাহুল্লাহ লিখেন: মোচ ছোট করা এবং দাড়ি লম্বা করা ফরজ।(৬) মিশকাতুল মাসাবিহের ব্যাখ্যাকারী হজরত শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: দাড়ি এক মুষ্টি রাখা ওয়াজিব।(৭)

দাড়ি এক মুষ্টি পরিমাণ রাখা ওয়াজিব

দাড়ি এক মুষ্টি রাখা আবশ্যক, যার প্রামাণিকতা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতে রয়েছে। মুহাদ্দিসে দেহলভির কথা ইতিমধ্যে অতীত হয়েছে যে, দাড়ি এক মুষ্টি রাখা ওয়াজিব। *মালাবুদ্দা মিনহু* থেকে কাজি সানাউল্লাহ পানিপতি রাহিমাহুল্লাহুর বক্তব্য সামনে *ফিকহে হানাফিয়ার* বিবৃতিতে আসছে যে, দাড়ি মুণ্ডিয়ে এক মুষ্টির চেয়ে কম করা হারাম। *আদ্দুররুল মুখতারে* রয়েছে: যখন দাড়ি সুন্নাত পরিমাণ এক মুষ্টি হবে...(শেষ পর্যন্ত)। ইমাম মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ *কিতাবুল আসারে* বলেন: দাড়ির ক্ষেত্রে সুন্নাত হল, এক মুষ্টি রাখা। এভাবে যে, দাড়ি মুষ্টির ভিতরে নিবে এবং অতিরিক্ত অংশ কেটে দিবে।

এসব বক্তব্যের মতলব এই যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত দ্বারা দাড়ি এক মুষ্টি রাখা ওয়াজিব এ কথা প্রমাণিত এবং এরচেয়ে বেশি রাখা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নয়। এসব বক্তব্য দ্বারা অনেকেই ধোঁকাগ্রস্ত হয়েছেন, তাই একে খুব ভালো করে বুঝে নিন যে, এ সব বক্তব্যে এক মুষ্টি থেকে বেশি রাখা সুন্নাত হওয়ার খণ্ডন করা উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য এই নয় যে, দাড়ি এক মুষ্টি পর্যন্ত রাখা সুন্নাত। *ফাতাওয়া রহিমিয়ায়* একটি প্রশ্নত্তোর রয়েছে, যদ্দারা এই মাসআলা খুবই স্পষ্ট হয়, আর তা নিম্নরূপ:

দাড়ি কী পরিমাণ রাখা ওয়াজিব?

---

(১) সহিহ বুখারি: ৫৮৯৩, সহিহ মুসলিম: ২৫৯, সুনানে আবু দাউদ: ৪১৯৯, সুনানে তিরমিজি: ২৭৬৩, সুনানে নাসাই: ১৫, সুনানে ইবনে মাজা: ২৯৩, মুয়াত্তা মালেক: ২৭২৫, মুসনাদে আহমাদ: ৪৬৫৪।– অনুবাদক

(২) সহিহ বুখারি: ৫৮৯২, সহিহ মুসলিম: ২৫৯।– অনুবাদক

(৩) সহিহ মুসলিম: ২৬০, মুসনাদে আহমাদ: ৮৭৭৮।– অনুবাদক

(৪) আলমানহালুল আজবুল মাউরুদ, ১/১৮৬।

(৫) শরহু রিসালাতিল ইমাম আবি দাউদ, পৃ. ১২।

(৬) আলমুহাল্লা লিবনি হাজম, ২/৩২০।

(৭) আশআতুল লুমআত, ১/২৮৮।

জিজ্ঞাসা: দাড়ি এক মুষ্টি থেকে বেশি রাখা নিষিদ্ধ না অনুমোদিত?

উত্তর: দাড়ি এক মুষ্টি রাখা আবশ্যক এবং এক মুষ্টি থেকে অনেক বেশি লম্বা করা সুন্নাহর খেলাপ। দাড়ি বৃদ্ধি করা সর্ম্পকে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ থেকে ইমাম মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: দাড়ি ছেড়ে দেওয়া উচিত। ঘনীভূত ও লম্বা হওয়া পর্যন্ত। দাড়ি হ্রস্বীকরণ সুন্নাত। আর হ্রস্বীকরণ হচ্ছে, কবজা করে অতিরিক্ত অংশ কর্তন করে দিবে। বাস্তবতা হচ্ছে, দাড়ি রাখা সুন্নাত, আর দাড়ির আধিক্যতা সৌন্দর্যের পূর্ণতা ও মুমিনের সৌকর্ষ। কিন্তু অতিরিক্ত লম্বা করাও সুন্নাহর খেলাপ।([১]) বাস্তবতা সম্পর্কে আল্লাহ পাক ভালো জানেন।([২])

এছাড়া হাদিস ও জীবন-বৃত্তান্তের কিতাবসমূহে বিবৃত হয়েছে যে, সাহাবা, তাবেয়িন এবং নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাড়ি ছিল এক মুষ্টি। দাড়ির ব্যাপারে হাদিসে যে ছয়টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার বিবরণ সামনে আসছে, তাও এ কথা প্রমাণ করে যে, দাড়ি নামেমাত্র রাখা ওয়াজিব নয়, বরং এর নির্দিষ্ট একটা পরিমাণ আছে, অর্থাৎ এক মুষ্টি পরিমাণ রাখা আবশ্যক।

একটি সংশয়

কিছু লোকের ধারণা এই যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়ির কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করেননি, তিনি শুধু রাখতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। আপনি যদি দাড়ি রাখার ক্ষেত্রে পাপিষ্টদের রীতি পরিহার করে এই পরিমাণ রাখেন যে, সাধারণ পরিভাষায় যার ওপর দাড়ির প্রয়োগ হয়ে থাকে (যা দেখে কেউ এই দ্বিধায় না পড়ে যে, হয়তো আপনি কয়েক দিন যাবৎ দাড়ি মুণ্ডাননি) তাহলে শরিয়ত-প্রণেতার অভিপ্রায় পূরণ হয়ে যাবে। ফকিহদের গবেষণাকৃত শর্তসমূহের মোতাবিক হোক অথবা না হোক।([৩])

সমাধান

দাড়ির ব্যাপারে হাদিসে যে ছয়টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে আগে সেগুলোর অর্থ বুঝে নিন, তারপর চিন্তা করুন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে কোনো পরিমাপ নির্ধারণ করেছেন নাকি শুধু রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন?

১. أَعْفُوْا– এটা বাবে ইফআল (افعال) থেকে আদেশসূচক ক্রিয়া। শব্দটি সিহাহের সমস্ত কিতাবে এসেছে। অভিধানবিদরা এর অর্থ লিখেছেন: (أعفَى اللّحيةَ: وَفَّرَهَا حتّى كَثُرَتْ وَطَالَتْ) সে দাড়ি বৃদ্ধি করেছে, পরে দাড়ি বেশি ও লম্বা হয়েছে।([৪])

২. أَوْفُوْا- এটাও বাবে ইফআল (افعال) থেকে আদেশসূচক ক্রিয়া, যার অর্থ: নিপুণ করা, সম্পন্ন করা, পূরণ করা। أَوْفَى النَّذْرَ: সে মানত পূরণ করেছে, أوفى الكيل: সে ওজন পরিপূর্ণ দিয়েছে এবং أَوْفَى فلانًا حَقَّه: সে পূর্ণ প্রাপ্য দিয়েছে। এই শব্দ এসেছে সহিহ মুসলিমের হাদিসে। হজরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন:

خَالِفُوْا الْمُشْرِكِيْنَ أَحْفُوْا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوْا اللُّحى.

তরজমা: তোমরা মুশরিকদের রীতির বিরোধিতা কর, অর্থাৎ মোচ ভালো করে কর্তন কর এবং দাড়ি পরিপূর্ণভাবে বৃদ্ধি কর।([৫])

৩. أرخوا- এটাও বাবে ইফআল (افعال) থেকে আদেশসূচক ক্রিয়া। إِرْخَاءٌ অর্থ: কোনো বস্তু প্রশস্ত ও দীর্ঘায়িত করা, ঢিলেঢালা ছেড়ে দেওয়া, ঝুলিয়ে দেওয়া। أَرْخَى زَمَامَ النَّاقَةَ: সে উষ্ট্রীর দড়ি ঢিলে করে ছেড়ে দিয়েছে। أَرْخَى السِّتْرَ: পর্দা ঝুলিয়েছে এবং أَ رِّخْ له الحَبْلَ: তাকে কর্তৃত্বের অনুমতি

---

১. আলইখতিয়ার শরহুল মুখতার, ৪/১৬৭।

(২) ফাতাওয়া রহিমিয়া, ৩/২১৫।

(৩) রাসায়েল ওয়া মাসায়েল, পৃ. ১৪০, মওদুদি সাহেব।

(৪) তাজুল আরুস মিন জাওয়াহিরিল কামুস। (লেখক) মুহম্মাদ বিন মুহাম্মাদ মুরতাজা জাবিদি। মৃত্যু: ১২০৫ হিজরি। (অনুবাদক)

(৫) সহিহ মুসলিম: ২৫৯।– অনুবাদক

দাও, ইত্যাদি বাক্য এই অর্থের ব্যাখ্যা করে থাকে। এই শব্দ এসেছে *সহিহ মুসলিমের* বর্ণনায়। হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী নকল করেন:

جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللِّحَى، خَالِفُوا الْمَجُوسَ.

তরজমা: মোচ কর্তন কর এবং দাড়ি চওড়া ও লম্বা কর, আর অগ্নিপূজারীদের রীতির বিরোধিতা কর।(১)

৪. أَرْجُوْا- এটাও বাবে ইফআল (افعال) থেকে আদেশসূচক ক্রিয়া। إِرْجَاءٌ অর্থ: বিলম্বিত করা, একেবারে গ্রহণ না করা, অর্থাৎ স্থগিত করা, ছেড়ে দেওয়া। أَرْجَى الصَّيْدَ: لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا: শিকারকৃত প্রাণির কোনো অংশ গ্রহণ করেনি, পুরাটাই ছেড়ে দিয়েছে। أَرْجَى الْأَمْرَ: বিষয়টি ছেড়ে দিয়েছে, বিলম্বিত করেছে। এই শব্দও হাদিস শরিফে এসেছে। (২)

৫. وفِّروا- এটা বাবে তাফয়িল (تفعيل) থেকে আদেশসূচক ক্রিয়া, বাবে ইফআল থেকেও এসেছে। দুটোর অর্থ: প্রাচুর্য করা, পূর্ণ করা। এই শব্দ এসেছে *মুসনাদে আহমাদ*, *আলমুজামুল কাবির*, *সহিহ বুখারি*, *সুনানে আবু দাউদ* এবং *সহিহ মুসলিম* এর বর্ণনাসমূহে। (৩) এ ছাড়া أوفروا শব্দ এসেছে *সহিহ বুখারি* ও *সহিহ মুসলিমের* রেওয়ায়েতে।

৬. دَعُوْا এটা বাবে فتح থেকে আদেশসূচক ক্রিয়া। অর্থ: ছেড়ে দাও, وَدَعَ الشَّيْئَ: تَرَكَه: ছেড়ে দিয়েছে। শব্দটি এসেছে *আলমুজামুল কাবিরে*।

এখন স্বয়ং উভয় জগতের বাদশা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের আমলের প্রতি লক্ষ্য করুন! *সহিহ মুসলিমে* হজরত জাবির বিন সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস এসেছে যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাড়ি ঘনীভূত ছিল।(৪) কতটুকু দীর্ঘ ছিল? তা হজরত আবদুল্লাহ বিন সাখবারা আবু মামার রাহিমাহুল্লাহুর হাদিস থেকে অনুধাবন করা যায়।(৫) তিনি হজরত খাব্বাব বিন আরাত্ত রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করেন: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুহর ও আসরের নামাজে কিরাআত পাঠ করতেন কিনা? তিনি উত্তর বলেন: করতেন। প্রশ্নকারী ফের জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কিভাবে বুঝতেন? বললেন: আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাড়ি মোবারক আন্দোলিত হতে

---

(১) সহিহ মুসলিম: ২৬০।– অনুবাদক

(২) দেখুন: আল্লামা তাহির পাটনি রাহিমাহুল্লাহুর *মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার; ভুক্তি (ا ج ر)* (লেখক) জামালুদ্দিন মুহাম্মাদ তাহের সিদ্দিকি পাটনি রাহিমাহুল্লাহ তার *মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার ওয়া লাতায়িফিল আখবার (৩/৬৩০)* এ বলেন:

وروى :أرجوا -بجيم بمعنى الأول وأصله: أرجؤ- بهمزة فخففت بمعنى أخروها، ومعنى الكل تركها على حالها، ويكره حلقها وقصها وتحريفها، وأما الأخذ من طولها وعرضها بقدر التحسين فحسن، ويكره الشهرة في تعظيمها كقصها، واختلفوا في حده فمنهم من لم يحدد شيئًا، ومنهم من حدد بما زاد على القبض، وكره الزيادة في اللحية بزيادة في شعر العذار من الصدغين والنقص منها بأخذ بعض العذار في حلق الرأس ونتف جانبي العنفقة، وكره التسريح تصنعًا للناس وتركه شعثة إظهارًا للزهادة. بي: واختلف في أخذ النابت على الحلق لا النابت على اللحي الأسفل .ط: قصر اللحية من صنع الأعجام وهو اليوم شعار كثير من المشركين كالإفرنج والهنود ومن لا خلاق له في الدين من الفرق الموسومة بالقلندرية طهر الله حوزة الدين عنهم. تو: "أعفوا" اللحي، إن كان الإعفاء التكثير يستدل به على استحباب مداواة الذقن بما ينبت الشعر ويطوله، وإن كان الترك فعلى عكسه إذ المعالجة خلاف تركه على ما هو عليه، ويؤيده أنه لم ينقل من السلف المعالجة وأنه يأباه السياق، وكره العلماء نتف جانبي العنفقة وغير ذلك. نه: ومنه ح :لا "أعفي" من قتل بعد أخذ الدية، هذا دعاء عليه أي لا كثر ماله ولا استغنى .ط: أي لا أدع القاتل بعد أخذ الدية فيعفى أو يرضى منه بالدية لعظم جرمه، والمراد التغليظ لمباشرة الأمر الفظيع فلم ير أن يعفى عنه أو يرضى منه بالدية زجرًا لهن وروى: لا يعفى- من العفو. ج: أي لا أقبله ولا أعفو عنه بلا قتله. نه: ومنه: إذا دخل صفر و"عفا" الوبر، أي كثر وبر الإبل. (مترجم)

(৩) সহিহ বুখারি: ৫৮৯২।– অনুবাদক

(৪) সহিহ মুসলিম: ২৩৪৪।– অনুবাদক

(৫) আবদুল্লাহ বিন সাখবারা আলআজদি/আলআসদি কুফার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন। তিনি একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী।– অনুবাদক

দেখে উপলব্ধি করতাম যে, তিনি কিরাআত পাঠ করছেন।(১) এ কথা বিলকুল স্পষ্ট যে, কিরাআত পাঠে সেই দাড়িই আন্দোলিত হয়, যা যথেষ্ট পরিমাণ দীর্ঘ হয়। সাধারণ দাড়ি হলে নড়ার প্রশ্নই আসে না।

হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তার দাড়ি ছিল ঘন। হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে কথিত আছে যে, তার দাড়ি যদিও ঘন ছিল না, তবুও লম্বা ছিল। হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর দাড়ি চওড়া ছিল, যা উভয় বাহুর মধ্যবর্তী স্থান ভরে দিত। (২) এ ছাড়া দাড়ি খিলাল করার কথা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত আছে। আর সাধারণ দাড়িতে তো খিলাল হতে পারেই না।(৩)

মওদুদি সাহেব এক জায়গায় লিখেছেন: সালাফের কাছে দাড়ির ব্যাপারটা গুরুত্বহীন ছিল। রিজালশাস্ত্র ও জীবনচরিতের কিতাবসমূহে মাত্র দু'তিনজন সাহাবির দাড়ির পরিমাণ উল্লেখ হয়েছে।(৪) এটাও এক ধরনের বিভ্রান্তি। প্রথমতঃ জীবনচরিত, ইতিহাস ও রিজাল শাস্ত্রের লেখকরা সমস্ত সাহাবির দৌহিকগঠন বর্ণনা করার পাবন্দি করেননি, শুধুমাত্র বড় বড় সাহাবিদের দৌহিকগঠন বয়ান করেছেন, এজন্য তাদেরই দাড়ির বিবরণ এসেছে। দ্বিতীয়তঃ এই মাসআলা তখন এতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, কারণ সকলেই নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর ওপর আমলকারী ছিলেন। তাই এ বিষয়ে কথা বলার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু যখন ইসলামি শিক্ষার ওপর আমলের ব্যাপারে শিথিলতা শুরু হয়, নামেমাত্র অনুসন্ধানীরা দাড়ির গুরুত্ব ন্যূন করে দেয় এবং মানুষও দাড়ি মুণ্ডানোকে পাপ মনে করা ছেড়ে দেয় তখন এই মাসআলার ব্যাপারে কথা বলা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়।

সর্বাবস্থায় আপনি নিজে নিজে চিন্তা করুন যে, উল্লিখিত শব্দসমূহে দাড়ির পরিমাণের দিকে ইশারা আছে কিনা? নাকি এই মাসআলা ফকিহদের গবেষণাকৃত? ফকিহরা তো শুধু এটুকু করেছেন যে, বিভিন্ন হাদিসের আলোকে এক মুষ্টির সীমার পাবন্দি করেছেন। যদি এরও নাম ফকিহদের গবেষণাকৃত শর্তসমূহ হয় তাহলে তো:

جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

আপনার আচরণ তো বড় ক্যারেশমাটিক, যা ইচ্ছা করতে পারেন!

আরো একটি সংশয়

কিছু মানুষের সন্দেহ হতে পারে যে, অধিকাংশ কিতাবে দাড়ি তো রাখা সুন্নাত হওয়ার কথা লেখা আছে। অতএব, ওয়াজিব হওয়ার দাবি সহিহ হয় কীভাবে?

সমাধান: দাড়ি রাখাকে সুন্নাত বলা শুধু এ হিসাবে যে, এর প্রামাণিকতা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস ও সুন্নাত দ্বারা হয়েছে, কুরআনে কারিম দ্বারা নয়। (৫) যেমন, ঈদের নামাজকে সুন্নাত বলা হয়। কেউ কেউ বিতরের নামাজকেও সুন্নাত নামে অভিহিত করেছেন।(৬) শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভি রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন: দাড়ি রাখাকে সুন্নাত এজন্য বলা হয় যে, সুন্নাতের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, দীনের রাস্তা (ওয়াজিব হোক কিংবা সুন্নাত হোক অথবা হোক মুসতাহাব) অথবা এ কারণে যে, এর প্রামাণিকতা হাদিস দ্বারা হয়েছে। সুতরাং ঈদের নামাজকেও একই কারণে সুন্নাত বলা হয়েছে।(৭) আপনি দেখেছেন যে,

(১) সুনানে আবু দাউদ, বাজলুল মাজহুদ, ২/৪৪। (লেখক) সহিহ বুখারি: ৭৪৬, সুনানে আবু দাউদ: ৮০১, সুনানে ইবনে মাজা: ৮২৬, মুসনাদে আহমাদ: ২১০৫৬। (অনুবাদক)

(২) শামসুদ্দুহা, পৃ.১১।

(৩) দেখুন: সুনানে আবু দাউদ: ১৪৫, সুনানে তিরমিজি: ২৯, সুনানে ইবনে মাজা: ৪৩১।– অনুবাদক

(৪) রাসায়েল ওয়া মাসায়েল, ১/১৪৫।

(৫) অবশ্যই কুরআনে কারিমে দাড়ির কথা রয়েছে। সুরা তাহা (আয়াত: ৯৪) এ আছে : (قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَ لَا بِرَأْسِيْ): হারুন বললেন: হে আমার মায়ের সন্তান! আমার দাড়িতে পাকড়াও কর না এবং মাথার চুলেও নয়।– এ কথা প্রকাশ যে, ঐ দাড়ি ও চুলই ধরা সম্ভব, যা নিতান্তপক্ষে এক মুষ্টি হবে। এরচেয়ে কম হলে পাকড়াও করা কিভাবে সম্ভব?– লেখক কুদ্দিসা সিররুহু।

(৬) অন্যান্য তিন ইমাম।– অনুবাদক

(৭) আশআতুল লুমআত, ১/২৮৮।

ঈদের নামাজকে সুন্নাত বলা হয়, অথচ তা ওয়াজিব। কেননা সুন্নাত 'তরিকায়ে মুহাম্মাদি' অর্থে এবং ওয়াজিবের মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

এটা একটি আশ্চর্যকথা যে, ঈদের নামাজের গুরুত্ব ফরজ থেকেও বেশি। যে ব্যক্তি পুরো বছর নামাজ পড়েনি, সেও ঈদের নামাজ ছাড়ে না। আর দাড়ির কৈফিয়ত এই যে, নফলের সমপরিমাণও এর গুরুত্ব নেই, বরং এরচেও কম। অথচ দুটোই সুন্নাত এবং দুটোই ওয়াজিব।(১) দাড়ি সুন্নাত হওয়ার এও একটি মতলব যে, তা এক মুষ্টি পর্যন্ত রাখা সুন্নাত এবং এরচেয়ে বেশি বৃদ্ধি করা সুন্নাহর পরিপন্থি। ইমাম মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহুর *কিতাবুল আসারের* পাঠাংশ অতীত হয়েছে যে, "দাড়ি এক মুষ্টি পর্যন্ত রাখা সুন্নাত। এভাবে যে, দাড়ি মুষ্টির ভিতরে নিবে এবং অতিরিক্ত অংশ কেটে দিবে।" আর আপনারা অন্য মতলব গ্রহণ করে বুঝে নিলেন যে, এক মুষ্টি রাখা সুন্নাত এবং এরচেয়ে কম করা: কর্তন করে হোক কিংবা মুণ্ডিয়ে, সুন্নাহর পরিপন্থি। অথচ তা ওয়াজিবকে উপেক্ষা করা। আর এটা সন্দেহাতীতভাবে হারাম।(২)

দাড়ি মুণ্ডানো হারাম

দাড়ি মুণ্ডানো হারাম হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত উম্মত একমত, উম্মতের কেউই বৈধতার প্রবক্তা নয়। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিবৃতি নিম্নরূপ:

১- আল্লামা মাহমুদ খাত্তাব রাহিমাহুল্লাহ লিখেন: এ কারণে সমস্ত গবেষক যেমন, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ি এবং ইমাম আহমাদ প্রমুখ রাহিমাহুমুল্লাহুর মতে দাড়ি মুণ্ডানো হারাম।(৩)

২- গবেষণার আসনে আসীন সমস্ত ফুকাহায়ে কেরাম দাড়ি মুণ্ডানোকে হারাম হওয়ার বিবৃতি প্রদান করেছেন, হাদিসের চাহিদানুযায়ী। অতএব, সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক বিশেষত বিদ্যানদের ওপর আবশ্যক হল, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবান থেকে বর্ণিত আহকামের সীমালঙ্ঘন না করা।(৪)

৩- অনেক আধুনিক শিক্ষিতরা ঔদ্ধত্য গ্রহণ করেছে, তারা নিজেদের দাড়ি মুণ্ডিয়েছে এবং মোচ বৃদ্ধি করেছে। তাদের কেউ তো কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করেছে। সুতরাং তারা মোচের কিনারা মুণ্ডিয়েছে এবং নাকের নিচের অংশ লম্বা করেছে। ফলে তাদের দেখাদিখি করে অনেক মূর্খরা ধ্বংসের পথ বেঁচে নিয়েছে। (৫)

৪- হজরত থানভি রাহিমাহুল্লাহ লিখেন: *আদ্দুররুল মুখতারের* বক্তব্য: (لَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ) দাড়ি মুণ্ডানো হারাম হওয়ার ওপর মতৈক্যের স্পষ্ট দলিল।(৬)

এসব মতৈক্য উদ্ধৃতির পর নিম্নে চার মাজহাবের ফকিহদের বিবৃতি পৃথকভাবে উল্লেখ করা হল।

ফিকহে হানাফির বিবৃতি

১- হিন্দুস্তান ও তুরস্কের কিছু হতভাগা মুসলমানরা যে কাজ করে (দাড়ি মুণ্ডানো) তা হারাম হওয়া এই হাদিস থেকে বোধগম্য হয়।(৭)

২- এমনিভাবে পুরুষের জন্য নিজের দাড়ি মুণ্ডানো হারাম।(৮)

৩- দাড়ি এক মুষ্টি থেকে কম করা হারাম এবং এর ওপর উম্মাহর মতৈক্য রয়েছে।(৯)

৪- অনারবিদের ন্যায় ও অধিকাংশ কাফেরদের প্রতিকের ন্যায় দাড়ি কর্তন করা নিষিদ্ধ।(১)

---

(১) দাড়ি কি কদর ওয়া কিমাত, পৃ. ২৬।

(২) প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

(৩) আলমানহাল, ১/১৮৬।

(৪) প্রাগুক্ত।

(৫) প্রাগুক্ত, ১/১৮৯।

(৬) বাওয়াদিরুন নাওয়াদির, পৃ. ৪৪৩।

(৭) বাজলুল মাজহুদ, ১/৩৩।

(৮) আদ্দুররুল মুখতার, ৫/৩৫৯।

(৯) ফয়জুল বারি, ৪/৩৮০।

৫- পুরো দাড়ি মুণ্ডানো হিন্দুস্তানের হিন্দু ও অগ্নিপূজকদের রীতি।(2)
৬- দাড়ি মুণ্ডিয়ে এক মুষ্টি থেকে কম করা হারাম।(৩)
৭- দাড়ি মুণ্ডানো অথবা এত খাটো করা যে, এক মুষ্টির চেয়ে কম বাকি থাকে তা হারাম। (৪)

ফিকহে শাফেয়ির বিবৃতি

আল্লামা আহমাদ বিন কাসিম আব্বাদি শাফেয়ি রাহ. *তুহফাতুল মুহতাজ শরহুল মিনহাজ* এর টীকায় লিখেছেন: **(ফয়েদা)** রাফেয়ি এবং নববি রাহিমাহুমাল্লাহদ্বয় দাড়ি মুণ্ডানোকে মাকরুহ বলেছেন, যার ওপর ইবনে রাফেআ *আলকিফায়া* কিতাবে অভিযোগ করেছেন যে, *কিতাবুল উম্মে* স্বয়ং ইমাম শাফেয়ি রাহিমাহুল্লাহ তা হারাম হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন। অতএব, একে মাকরুহ বলা বিশুদ্ধ নয়। হালিমি *শুআবুল ইমানে* এবং তার উসতাজ কাফফাল শাশি *মাহাসিনুশ শারিআ* কিতাবে তাই লিখেছেন। আর আজরায়ি লিখেছেন: বিশুদ্ধ কথা হল, ওজর ব্যতীত পূর্ণ দাড়ি মুণ্ডানো হারাম।(৫)

ফিকহে মালেকির বিবৃতি

১- ফিকহে মালেকির খ্যাত আলেম শাইখ আহমাদ নাফরাভি মালেকি রাহ. ইমাম আবু যায়েদের *রিসালার* ব্যাখ্যায় লিখেছেন: আমাদের যুগের সেনাবাহিনীকর্তৃক দাড়ি মুণ্ডানো ও মোচ কর্তনের যে রীতি রয়েছে, তা সমস্ত আইম্মায়ে দীনের দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে হারাম। কেননা তা সুন্নাতে মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেলাপ এবং অনারবি ও অগ্নিপূজকদের সাযুজ্য।
২- শাইখ আহমাদ ফাসি মালেকি, যিনি 'জাওরাক' নামে প্রসিদ্ধ। তিনিও উল্লিখিত রিসালার ব্যাখ্যায় লিখেন: দাড়ি মুণ্ডানো নিষিদ্ধ। এ থেকে সাদা দাড়ি উপড়ে ফেলা ও মুণ্ডানোও নিষিদ্ধ। দাড়ি গিঁঠ দেওয়া ও বেণী বানানোও নিষিদ্ধ।

ফিকহে হাম্বলির বিবৃতি

আলইকনা ফিকহে হানবালির মুফতা বিহি একটি কিতাব, এর লেখক লিখেছেন:
১- দাড়ি ছেড়ে দেওয়া জরুরি এবং একে মুণ্ডানো হারাম। (৬)
২- কিছু না কেটে দাড়ি লম্বা করা অপরিহার্য এবং একে মুণ্ডানো হারাম। শাইখ তাকি উদ্দিন এ কথাই বয়ান করেছেন।(৭)
৩- হাম্বলি মাজহাবের নির্ভরযোগ্য উক্তি হল, দাড়ি মুণ্ডানো হারাম। (৮)
৪- দাড়ি বাড়ানো আবশ্যক এবং একে মুণ্ডানো হারাম। (৯)

ফিকহে জাহিরির বিবৃতি

১- দাড়ি মুণ্ডানো ছিল অগ্নিপূজকদের রীতি, এজন্য শরিয়তপ্রণেতা এ থেকে বারণ করেছেন এবং একে ছেড়ে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন।(১০)
২- ইবনে হাজমের বক্তব্য অতীত হয়েছে। ফকিহদের এত বিবৃতির পরও "দাড়ি মুণ্ডানো হারাম হওয়াতে" ভিন্নমত হতে পারে? এটা পাপ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ বাকি থাকে?

শরয়ি ওজর

(১) হাশিয়াতুস সিনদি আলা সুনানিন নাসাই, ১/৭।
(২) আদ্দুররুল মুখতার, কানজুদ দাকায়েক, মারাকিল ফালাহ।
(৩) মালাবুদ্দা মিনহু, পৃ. ১৩।
(৪) ফাতাওয়া রহিমিয়া, ১/৭৫।
(৫) তুহফাতুল মুহতাজ, আকিকা অধ্যায়।
(৬) আলইকনা; তেল মাখা ও চুল আচড়ানো অধ্যায়, আবুন নাজা শরফুদ্দিন মুসা হিজাভি মাকদিসি (মৃত্যু ৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দ)।
(৭) কাশশাফুল কানায়ি বিশারহিল ইকনা, আল্লামা মনসুর বিন ইদরিস হাম্বলি।
(৮) গিজাউল আলবাব লিশারহি মানজুমাতিল আদাব, আল্লামা মুহাম্মাদ সাফারিনি।
(৯) মুখতাসারুল মুকনি।
(১০) নাইলুল আউতার, ১/১০৭, কাজি শাওকানি।

অবশ্য শরয়ি ওজরের কারণে দাড়ি মুণ্ডানো বৈধ আছে। যেমন, আহত হলে এবং দাড়ি মুণ্ডানো ব্যতীত ওষুধ সেবন করা অসম্ভব হয়ে পড়লে অথবা ঐ স্থানে অপারেশন করতে হলে কিংবা উঁকুন এত পরিমাণ হয়েছে যে, কোনো ধরনের চিকিৎসা দ্বারা তা খতম হচ্ছে না অথবা এ ধরনের অন্য কোনো ওজর হলে: মুণ্ডানো বৈধ আছে। (لأن الضرورات تبيح المحظورات): কেননা জরুরত নিষিদ্ধ কাজকেও বৈধ করে দেয়।(১) এ ধরনের ওজরের কারণে নারীও মাথার চুল মুণ্ডাতে পারবে।(২)

দাড়ি মুণ্ডনকারী ব্যক্তি ফাসিক

প্রথমে فسق এবং فاسق এর অর্থ লেখা হচ্ছে। আল্লামা ফাইরুজাবাদি লিখেন:

১- فسق এর অর্থ: আল্লাহর হুকুম ছেড়ে দেওয়া, অবাধ্যতা করা, সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়া, অসৎ কাজ সম্পাদন করা। ফাসিককে এজন্যই ফাসিক বলা হয় যে, সে কল্যাণ থেকে বেরিয়ে গেছে।(৩)

২- فسق ক্রিয়ামূল এবং ইসমে ফেইল, যার অর্থ: আল্লাহর আনুগত্য না করা। এই শব্দ মুসলিম-অমুসলিম সবাইকে অন্তর্ভুক্ত রাখে।

৩- فسق অর্থ: কবিরা গুনা করে আল্লাহর আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া। সগিরাহ গুনার ওপর পুনরাবৃত্তিও কবিরার হুকুমে, অর্থাৎ বেশি পরিমাণ সগিরা গুনা করা: এক প্রকারের হোক কিংবা বিভিন্ন প্রকারের।(৪)

৪- ফাসিক ঐ ব্যক্তি যে জানে ও বিশ্বাস করে, কিন্তু আমল করে না।(৫)

৫- ফাসিক ঐ ব্যক্তি, যে সগিরা গুনার ওপর পুনরাবৃত্তি করে এবং কবিরা গুনা সম্পাদন করে।(৬)

৬- শরিয়তের পরিভাষায় فسق অর্থ: শরিয়তের সীমা থেকে বেরিয়ে যাওয়া, পাপ করা কিংবা কুফরি করা। সাধারণত আমলগত পাপকে ফিসক বলে এবং দীনের জরুরি বিষয়সমূহ অস্বীকার করাকে কুফরি বলে। অতএব, ফাসিকের অর্থ দাঁড়ায়: "আল্লাহর আনুগত্য থেকে নির্গত ব্যক্তি" *আলকামুসে* রয়েছে:فَسَقَتِ الرَّطْبَةُ عَنْ قِشْرِهَا : আর্দ্র খেজুর আপন খোসা থেকে বাইরে বেরিয়ে গেছে। এ থেকেই ফাসিক এসেছে, কেননা ফাসিকও ভালো থেকে বেরিয়ে যায়।(৭)

এসব বিবৃতিতে চিন্তা করলে বোধগম্য হয় যে, কবিরা গুনা সাধন করা কিংবা অধিকহারে সগিরা করতে থাকা পাপ ও সম্পাদনকারী পাপিষ্ট। দাড়ি মুণ্ডানো তো হারাম, তাই তা কবিরা গুনা। আর এক মুষ্টি থেকে কম করা আনুক্রমিক সুন্নাহর খেলাপ হওয়ায় মাকরুহে তাহরিমি, যার পুনরাবৃত্তি ঘটানোও পাপ।

দাড়ি নবিদের সুন্নাহ ও ফিতরাতের চাহিদা

দাড়ি রাখা নবিদের সুন্নাত এবং ফিতরাতের দাবিও বটে। আবদুর রউফ মিশরি রাহিমাহুল্লাহ فطرت এর অর্থ লিখেছেন: ফিতরাত অর্থ: ঐ বিশেষ গুণাবলী যার কারণে কোন সমপ্রদায় অথবা ব্যক্তির ভালো-মন্দ ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়। যেমন, শৌর্য, ভীরুতা, সততা, কপটাচরণ, বদান্যতা ও কার্পণ্য ইত্যাদি।(৮)

এ হল ফিতরাতের আভিধানিক অর্থ। শরয়ি অর্থের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি আমরা এভাবে করতে পারি যে, ফিতরাত মানুষের ঐ সব বিশেষ গুণাবলী ও স্বাতন্ত্র্য নিদর্শনের নাম, যা মনুষ্য প্রকৃতি ও জন্মগত স্বভাবের হুবহু মোতাবেক হয়। আর এর দ্বারা তৈরি হয় ব্যক্তি অথবা জাতির কৃতি ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ পাক নবিদের মাধ্যমে মুসলিম উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, এ সব গুণাবলী দ্বারা নিজেদের ব্যক্তিত্ব গঠন করে পৃথিবীর

---

(১) আলআশবা ওয়ান নাজাইর।

(২) ফাতাওয়া রহিমিয়া, ২/২৪১।

(৩) আলকামুসুল মুহিত,আল্লামা ইয়াকুব ফাইরুজাবাদি।

(৪) দুসতুরুল উলামা, ৩/২৮, কাজি আবদুন নবি বিন আবদুর রাসুল আহমাদ নগরি বুরহানপুরি।

(৫) আততারিফাত, মুহক্কিক সায়্যিদ শরিফ জুরজানি।

(৬) দালিলুল ফালিহিন শরহু রিয়াজিস সালিহিন, ১/২১১, ইবনে আল্লান সিদ্দিকি শাফেয়ি।

(৭) লুগাতুল কুরআন, বাক্য: ফাসিক, সায়্যিদ আবদুদ দায়িম জালালি।

(৮) মুজামুল কুরআন।

অন্যান্য জাতি থেকে শ্রেষ্ঠ হতে। ইসলামে এমন ব্যক্তিত্ব তৈরিকারী বস্তু অগণিত, তন্মধ্যে দাড়িও অন্তর্ভুক্ত। আমরা এখানে এরই সম্পর্কে একটি হাদিস উল্লেখ করে এর ধারাসমূহের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ পেশ করছি।

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: দশটি বস্তু ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত: (১) মোচ ছোট করা (২) দাড়ি ছেড়ে দেওয়া (৩) মিসওয়াক করা (৪) নাকে পানি টেনে পরিস্কার করা (৫) নখ কাটা (৬) শরীরের গিঁট ধৌত করা (৭) বাহুমূলের পশম উৎপাটন করা (৮) তলপেট মুণ্ডানো (৯) পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করা। বর্ণনাকারী দশম বস্তু ভুলে গেছেন। তিনি বলেন: যথাসম্ভব তা হবে কুলি করা। (১)

(এক) মোচ ছোট করা

মোচের ব্যাপারে হাদিসে পাঁচটি শব্দ এসেছে:

১. جُزُّوا الشَّوارب মোচ কেটো।
২. قَصُّ الشارب মোচ ছেঁটো।
৩. اَحْفُوْا الشَّوَارِبَ মোচ নিঃশেষ কর।
৪. أَنْهِكُوْا الشَّوَارِبَ মোচ ভালো করে নিঃশেষ করে দাও।
৫. أَخْذُ الشَّارِبِ মোচ কবজা করা।

মুণ্ডানোর কথা কোনো হাদিসে নেই (২) এজন্য ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহুর দৃষ্টিতে মুণ্ডানো বিদআত। কুফার অনেক উলামাদের মত এই যে, মোচ মুণ্ডানো ও বিলকুল মিটিয়ে দেওয়া নিষিদ্ধ। এটা ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহুরও দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি তো মুণ্ডনকারীকে শাস্তি দেওয়ারও প্রবক্তা। ইমাম মালেক রাহ. থেকে ইবনুল কাসিম রাহ. রেওয়ায়েত করেন যে, মোচ নিঃশেষ করে দেওয়া অঙ্গ বিকৃতির নামান্তর।(৩) হানাফিদের মতেও মুণ্ডানো বিদআত হওয়ার একটি উক্তি আছে। *মুজতাবা* কিতাবে আছে যে, মোচ মুণ্ডানো বিদআত।(৪) আবার হানাফিদের মতে মুণ্ডানো সুন্নাত হওয়ারও কথা আছে। *মুলতাকাল আবহুর* কিতাবের রচয়িতা একে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু *আদ্দুররুল মুখতারে* আলাঈ রাহিমাহুল্লাহ একে “বলা হয়েছে” দ্বারা উল্লেখ করে দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। *মুজতাবা* কিতাবে ইমাম তাহাভির উদ্ধিতে মুণ্ডানো সুন্নাত হওয়ার কথা ইমাম আবু হানিফা, ইমাম ইবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মাদ রাহিমাহুমুল্লাহুর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে।(৫)

মতানৈক্যপূর্ণ বক্তব্যসমূহের কারণ এই যে, মোচের ব্যাপারে যে পাঁচটি শব্দ বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্য থেকে إِنْهَاك ও إِحْفَاء এর নির্দেশনা আতিশয্যের ওপর হয়ে থাকে। আর মুণ্ডনেই পরিপূর্ণ আতিশয্য নিহিত। তাইতো কিছু উলামায়ে কেরাম মুণ্ডানোকে সুন্নাত বলেছেন, কিন্তু বাস্তবতা এমন নয়। কেননা যদি মুণ্ডানোই উদ্দিষ্ট হত তাহলে এর জন্য আরবি ভাষায় حلق শব্দ ছিল। এতদসত্ত্বেও তা ব্যবহার না করে তদস্থলে অন্য শব্দ ব্যবহার করা: মুণ্ডানো অপছন্দনীয় হওয়ার দিকেই ইঙ্গত বহন করে। এজন্য আহনাফের দৃষ্টিতে মুণ্ডানো সুন্নাত হওয়ার কথা অগ্রাধিকারহীন। অবশ্য প্রাধান্যযোগ্য ও উত্তম আকৃতির ব্যাপারে হানাফিদের তিনটি মত আছে:

১- মোচ এত পরিমাণ ছাঁটবে যে, উপরের ওষ্ঠের কিনারা প্রকাশিত হয়ে যাবে। *মুজতাবা* থেকে ইবনে আবেদিন রাহ. নকল করেন যে, মোচ এভাবে কর্তন করবে যে, উপরের ওষ্ঠের কিনারার বরাবর হয়ে যাবে।(৬) এত পরিমাণ নিঃশেষ করা সুন্নাত যে, উপরের ওষ্ঠের রক্তিমতা বের হয়ে আসবে। আর

(১) সহিহ মুসলিম: ২৬১, সুননে নাসাই: ৫০৪০, সুনানে আবু দাউদ: ৫৩, সুনানে তিরমিজি: ২৭৫৭, সুনানে ইবনে মাজাহ: ২৯৩, মুসনাদে আহমাদ: ২৫০৬০, সুনানে কুবরা, বাইহাকি।– অনুবাদক

(২) সুনানে নাসাইয়ের একটি নুসখায় حلق শব্দ এসেছে, কিন্তু তা সংরক্ষিত হওয়া সন্দেহাতীত নয়।

(৩) নাইলুল আওতার, মোচ কবজাকরণ অধ্যায়।

(৪) আদ্দুররুল মুখতার, ৫/৩৫৮, আলাঈ।

(৫) আলমানহালুল আজবুল মাউরুদ।

(৬) প্রাগুক্ত।

মূল থেকে একেবারে নিঃশেষ করবে না। হাদিসের নির্দেশ (إحفاء الشوارب): দ্বারা উল্লিখিত অর্থই অভীষ্ট। (১)

২- দ্বিতীয় উক্তি এই যে, ভুরুর মতো বানিয়ে দিবে। হেদায়া কিতাবের রচয়িতা *আততাজনিস ওয়াল মাজিদ* কিতাবে লিখেন: এটাই উত্তম যে, মোচ এভাবে কর্তন করবে যে, তা ভুরুর ন্যায় হয়ে যাবে।(২) *ফাতাওয়া আলমগিরিয়ায়*ও এই পদ্ধতির কথা লিখেছেন।

৩- পুরো মোচ কর্তন করে বিলকুল নিঃশেষ করে দেওয়া। মাওলানা খলিল আহমাদ সাহারানপুরি রাহিমাহুল্লাহ লিখেন: উল্লিখিত পাঁচ শব্দই নির্দেশ করে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য, মোচ দূর করতে জোরদান করা। ইমাম তাহাভি বলেন: আমি ইমাম শাফেয়ির ছাত্র মুজানিকে মোচ নিঃশেষ করতে দেখেছি। নিজের ঘরানার আলেমদেরকেও এমনটা করতে দেখেছি।

সুতরাং এ ব্যাপারে সিদ্ধমূলক কথা এই যে, মুণ্ডানো বিদআত। অবশ্য কর্তন করা সুন্নাত, আর তাও আবার জোরদানের সাথে। এভাবে যে, সমস্ত পশম নিঃশেষ হয়ে যাবে। হজরত থানভি রাহিমাহুল্লাহ লিখেন: কিছু উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে কর্তন করা পছন্দনীয়। হজরত শাহ আনোয়ার কাশমিরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: মুণ্ডানো থেকে নিঃশেষ করা উত্তম। তাই উপরের ওষ্ঠের সমস্ত পশম কাঁচি দ্বারা উত্তমভাবে কর্তন করাই পছন্দনীয় ও বাছাইকৃত। আমার উসতাজ হজরত মাওলানা জাকারিয়া সাহেব রাহিমাহুল্লাহ বলেন: সালাফের একদল উলামায়ে কেরাম মুণ্ডানো সুন্নাত হওয়ার মত গ্রহণ করেছেন, কিন্তু অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের তাহকিক হচ্ছে, কর্তন করাই সুন্নাত। আর কর্তনে এতটা জোরদান করবে যে, তা মুণ্ডানোর কাছাকাছি চলে যায়।(৩) তাহাভি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ছাঁটা উত্তম এবং নিঃশেষ করা অধিক উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। এটা ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মাদ রাহিমাহুমুল্লাহুর মাজহাব।(৪)

কতিপয় মাসায়েল

১- মাসআলা: ডান দিক থেকে মোচ কর্তন করা মুসতাহাব।(৫)

২- মাসআলা: মোচ নিজেও কর্তন করতে পারবে, অন্যকে দিয়েও করাতে পারে। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কর্তন করানোও বর্ণিত আছে। তারিক বিন হাবিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: একবার জনৈক শিঙা লাগানো ব্যক্তি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোচ কর্তন করছিল। সে তার একটি সাদা দাড়ি দেখে তা কর্তন করার ইচ্ছা করলে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত ধরে বললেন: যে ব্যক্তি ইসলামের অবস্থায় কোনো শুভ্র কেশ দেখে সে শুভ্রতা কেয়ামতের দিন তার জন্য আলো হবে। খাল্লাল রাহিমাহুল্লাহ *আলজামে* গ্রন্থে একে নকল করেছেন।(৬) হাফেজ বদরুদ্দিন আইনি রাহিমাহুল্লাহ *উমদাতুল কারি শরহু সহিহিল বুখারি* এ লিখেন: মোচ কর্তনে মানুষের স্বাধীনতা রয়েছে, নিজে কর্তন করুক কিংবা অন্যকে দিয়ে। কেননা উভয় অবস্থায়ই লক্ষ্য অর্জন হয়ে যায়। অবশ্য বাহুমূল ও তলপেট অন্যকে দিয়ে কর্তন করাবে না।(৭)

৩- মাসআলা: নাকের পশম কাঁচি দ্বারা কাটবে, উপড়াবে না। হজরত আবদুল্লাহ বিন বশির রাহিমাহুল্লাহ থেকে একটি মারফু হাদিস বর্ণিত আছে যে, তোমরা নাকের পশম উৎপাটন কর না, কেননা তা গ্রাস সৃষ্টি করে। অবশ্য একে কর্তন করে নাও। *শরহুস সুন্নাহ* কিতাবে একে নকল করেছেন।(৮)

(দুই) নখ কাটা

---

(১) বাজলুল মাজহুদ, ১/৩৩, ইবনে হাজারের সূত্রে।

(২) থানভি রাহিমাহুল্লাহ তার সূত্রে *আততারায়িফ ওয়াজ জারায়িফে* নকল করেছেন।

(৩) খাসায়িলুন নাবাবি শরহু শামায়িলিত তিরমিজি, ২/৩৩৪।

(৪) শরহু মাআনিল আসার, ২/৩৩৪।

(৫) উমদাতুল কারি, বদরুদ্দিন আইনি।

(৬) আলমুগনি, ১/৯১।

(৭) উমদাতুল কারি, বদরুদ্দিন আইনি।

(৮) মিরকাতুল মাফাতিহ, ৪/৪৫৬।

নখ কাটার নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি বর্ণিত নেই। যেভাবে মন চায় এবং যে দিক থেকে মন চায় সূচনা করতে পারবেন। আবার যেটিতে ইচ্ছা শেষ করতে পারবেন। অবশ্য ডান হাত থেকে শুরু করা সুন্নাত। ইবনে হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহুর সূত্রে মুহাদ্দিস সাহারানপুরি রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন: যেভাবে ইচ্ছা শুরু করা মুসতাহাব। নখ কাটার নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতির ব্যাপারে এবং দিন নির্ধারণের ব্যাপারে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কিছুই বর্ণিত হয়নি। অবশ্য ৪০দিনের বেশি উপেক্ষা করা যাবে না। ([১])

মাসআলা: কাটা নখ দাফন করা উত্তম। *আসসিরাজুল ওয়াহহাজ* কিতাবে রয়েছে: শরীরের পশম, নখ এবং শরীর থেকে বিচ্ছেদ হওয়া প্রত্যেক অংশই দাফন করা উচিত।([২]) আর দাফন না করতে পারলে পৃথক কোনো জায়গায় ফেলে দিবে। ব্যবহৃত স্থানে ফেললে ক্ষতি হতে পারে। *ফাতাওয়া রহিমিয়ায়* আছে: কর্তিত পশম ও নখ ফেলে দেওয়া বৈধ আছে।([৩]) *কানিয়্যা* কিতাবে আছে: নখ কেটে অথবা পশম ছেঁটে একে সমাহিত করা উচিত। ফেলে দেওয়াতেও সমস্যা নেই। তবে খোয়াড় বা গোসলখানায় ফেলা মাকরুহ।([৪])

(৩) বাহুমূলের পশম উৎপাটন করা

মুজতাবা কিতাবে কিছু উলামায়ে কেরামের এই মত নকল করা হয়েছে যে, বাহুমূলের পশম উৎপাটন করা কিংবা মুণ্ডানো দুটোই উত্তম।([৫]) কিন্তু হাদিসে বগলের পশমের ব্যাপারে نطف শব্দ এসেছে যার অর্থ: লোম উৎপাটন করা, উপড়ানো। সুতরাং উৎপাটন করাই উত্তম, আর এতে তিনটি উপকার নিহিত:

১- দেরীতে পশম গজাবে, তাই দ্রুত পরিষ্কারের প্রয়োজন পড়বে না।
২- বগলে কম দুর্গন্ধ সৃষ্টি হবে।
৩- দ্বিতীয়বার পশম গজালে বিদ্ধ হবে না।

অবশ্য অভ্যাস না থাকার দরুন উৎপাটনের সাহস ও ব্যথা বরদাশত করার ক্ষমতা না থাকলে মুণ্ডানোও বৈধ আছে। *রদ্দুল মুহতারে* আছে: মুণ্ডানো জায়েজ আছে, কিন্তু উৎপাটন করা উত্তম।([৬]) যদি উপড়ানোর সক্ষমতা রাখে তাহলে তা উত্তম।([৭]) নবভি রাহিমাহুল্লাহ এই ঘটনাও লিখেছেন যে, একবার ইমাম শাফেয়ি রাহিমাহুল্লাহুর খেদমতে ইউনুস বিন আবদুল আলা সাদাফি হাজির হন। তিনি তখন হাজ্জাম দ্বারা বাহুমূলের লোম মুণ্ডাচ্ছিলেন। ইউনুসকে দেখে তিনি বললেন: উৎপাটন করাই সুন্নাত এ কথা আমি জানি, তবে কষ্ট সহ্য করার সাহস আমার নেই।([৮]) ইমাম আনোয়ার শাহ কাশমিরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: বাহ্যিক হাদিস উৎপাটন উত্তম হওয়ার দিকে নির্দেশ করে, এমনি ফিকহি রেওয়ায়েতসমূহও। এতদসত্ত্বেও মুণ্ডানো জায়েজ আছে, বিশেষত কষ্টের সময়।([৯])

মাসআলা: ডান বাহুমূল থেকে সূচনা করা মুসতাহাব।

মাসআলা: চুনা ও লোমনাশক সাবান দ্বারাও বগলের পশম পরিষ্কার করা বৈধ আছে।([১০]) ইমাম আনোয়ার শাহ কাশমিরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: চুনা ব্যবহার করাও জায়েজ আছে।([১১]) আর যদি মুণ্ডানো ও চুনার মাধ্যমে দূর করে তবুও জায়েজ আছে। তবে উৎপাটন করাই উত্তম, হাদিস মোতাবিক হওয়ার কারণে।([১২])

(১) বাজলুল মাজহুদ, ১/৩৩।
(২) আততারায়িফ ওয়াজ জারায়িফ, থানভি।
(৩) ফাতাওয়া রহিমিয়া, ১/১২২।
(৪) মিরকাতুল মাফাতিহ, ৪/৪৫৬।
(৫) রাদ্দুল মুহতার।
(৬) রাদ্দুল মুহতার।
(৭) আলমিনহাজ, নবভি।
(৮) নাইলুল আওতার, শাওকানি।
(৯) আমালি আনোয়ার শাহ কাশমিরি।
(১০) নাইলুল আওতার।
১১. আমালি আনোয়ার শাহ কাশমিরি।
(১২) আলমুগনি, ১/৮৭।

মাসআলা: অপ্রয়োজনে অন্যের দ্বারা বাহুমূল মুণ্ডানোর ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে। কেউ একে মাকরুহ বলেছেন, কেউ এরচেয়ে তুচ্ছ মনে করেন। আল্লামা আইনি রাহিমাহুল্লাহুর মত 'মোচ' এর আলোচনায় অতীত হয়েছে যে, তলপেটের ন্যায় বাহুমূলও নিজে নিজে মুণ্ডন করা উচিত। নবভি রাহিমাহুল্লাহুর মতও এটাই। *মাজমাউ বিহারিল আনওয়ারে* আছে: কেউ বলেছেন: তা (অর্থাৎ বাহুমূল উৎপাটন করা কিংবা মুণ্ডানো) নখ কর্তন করানো থেকে মাকরুহের অধিক নিকটবর্তী। কেননা তা চক্ষুর অন্তরালে হওয়ার কারণে ভদ্রতার সংরক্ষণে। আর ইমাম নবভি রাহিমাহুল্লাহ বাহুমূল ও তলপেটের মাঝে সমতা বিধান করেছেন, অন্যকে দিয়ে করানোর ক্ষেত্রে। কেননা এতে রয়েছে অভদ্রতার প্রদর্শন, তবে মোচের ব্যাপার এ থেকে ভিন্ন।(১)

অবশ্য প্রয়োজবোধে অন্যকে দিয়ে মুণ্ডানো মাকরুহ হওয়া ব্যতিরেকে জায়েজ আছে। ইমাম শাফেয়ি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বাহুমূল মুণ্ডানোর বিষয়টি সবেমাত্র এই কিতাবে পাঠ করেছেন।

(চার) তলপেট মুণ্ডানো

১. কিছু উলামাদের ধারণা এই যে, عانہ (তলপেট): পুরুষ-নারীর সামনের লজ্জাস্থানের আশপাশে গজানো পশমের নাম। ইবনে সুরাইজ থেকে বর্ণিত আছে যে, عانہ: নারী-পুরুষের নিতম্বের পশমের নাম। কিন্তু অনুসন্ধানী উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত এই যে, দুটোই আনা। ইমাম নবভি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: উল্লিখিত দুটো উক্তি একত্র করলে বোধগম্য হয় যে, সামনে ও নিতম্বে গজানো পশম মুণ্ডানো মুসতাহাব।(২) সাইয়েদ মুরতাজা জাবিদি রাহিমাহুল্লাহ তার *ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিনেও* এটাই লিখেছেন।(৩) সুতরাং এটাই বিশুদ্ধ।

শাওকানি রাহিমাহুল্লাহুর অভিযোগ তেমন একটা শক্তিশালী নয়। তিনি বলেছেন: অভিধানের দৃষ্টিকোণে তলপেটে পশম গজানোর স্থানকে عانہ বলা হয়। *আলমুনজিদে* আছে: তলপেটে পশম গজানোর স্থানকে عانہ বলা হয়। আবুল হাইসাম বলেন: عانہ হচ্ছে, নারীর লজ্জাস্থানের উপর এবং পুরুষের লজ্জাস্থানের উপর গজানো পশম । অতএব, عانہ শব্দ দ্বারা পশ্চাড়াগের পশম উদ্দেশ্য নেওয়া যায় কেমনে? বাকি রইল استحداد শব্দ। তো এর ব্যাখ্যা অন্য হাদিসে حلق العانة (তলপেট মুণ্ডানো) দ্বারা এসেছে, তাই استحداد দ্বারাও ব্যাপক অর্থ অভীষ্ট নেওয়া বিশুদ্ধ নয়। এ ছাড়া সাহাবায়ে কেরাম এবং নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিতম্বের পশম মুণ্ডানোর কথা প্রমাণিত নয়।

এই অভিযোগ এজন্য শক্তিশালী নয় যে, عانہ শব্দের শাব্দিক অর্থ দ্বারাই যুক্তিপ্রদর্শন সম্ভব, কেননা আভিধানিক অর্থে তলপেটে পশম গজানোর স্থানকে عانہ বলা হয়। কিন্তু রূপক অর্থে পশম উদ্দেশ্য। কেননা পশমই মুণ্ডানো হয়। তলপেট থেকে যে পশমের সূচনা হয় তা পিছনের মলদ্বারের কাছাকাছি গিয়ে শেষ হয়। উরতের পশম এ থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে, যদিও একেবারে ভিন্ন হয় না, তবুও মোটামুটি পার্থক্য সবাই বুঝতে পারে। সুতরাং তলপেট থেকে গজানো পশম যে স্থান পর্যন্ত পৌঁছে থাকে একে عانہ বলা হবে। আর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে যখন عانہ মুণ্ডানো প্রমাণিত হয়ে গেল তাহলে এসব পশম এরই আওতাধীন হয়ে গেল। পৃথক পৃথক প্রত্যেক অংশের প্রামাণিকতার প্রয়োজনীয়তা নেই।

হজরত থানভি রাহিমাহুল্লাহ *রিয়াদুস সালেহিনের* ব্যাখ্যাকারী থেকে এটাই নকল করেছেন এবং নিতম্বের পশম মুণ্ডানোর দর্শন বয়ান করেছেন যে, তা মুণ্ডানো এই আশঙ্কায় যাতে অজান্তে এর সাথে কোনো নাপাকি লেগে না থাকে, যা ঢিলা দ্বারা দূরীকরণ সম্ভব হয় না।(৪)

২. হাদিসে عانہ এর জন্য حلق (মুণ্ডানো) অথবা استحداد (ক্ষুর ব্যবহার করা) শব্দ এসেছে, এজন্য ক্ষুর অথবা ব্লেড ইত্যাদি লৌহজাতীয় বস্তু দ্বারা মুণ্ডানো উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। কেননা লোহা ব্যবহার করা

(১) মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার, ৪/৬৫৪।

(২) আলমিনহাজ।

(৩) ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন, ৫৪১৫।

(৪) আততারায়িফ ওয়াজ জারায়িফ, থানভি।

যৌনশক্তি বৃদ্ধির কারণ। *কুল্লিয়াতে নাফিসি* কিতাবে রয়েছে যে, তলপেট মুণ্ডানো যৌনশক্তিকে উত্তেজিত করে তুলে। কেননা তা প্রবৃত্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং রক্ত ও কুহকে প্রজনন অঙ্গে টেনে আনে। (১) *মুগনিতে* রয়েছে: হাদিসের মোতাবেক হওয়ায় মুণ্ডানো উত্তম। আর এজন্য উত্তম যে, হজরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন: চুনা ব্যবহার করা মনুষ্য আবিষ্কৃত সুখের অন্তর্ভুক্ত।(২)

৩. কিন্তু ছাঁটা, চুনা ও সাবান ইত্যাদি দ্বারা পরিষ্কার করাও বৈধ আছে। *হিন্দিয়া* থেকে ইবনে আবেদিন শামি রাহিমাহুল্লাহ নকল করেছেন: চুনা দ্বারা পরিষ্কার করা জায়েজ আছে। ইবনে কুদামা রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন: তলপেটের পশম যে কোনো বস্তু দ্বারা পরিষ্কার করার এখতিয়ার আছে, কেননা দূরীকরণ মূখ্য। কেউ ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করল: তলপেটের পশম কাঁচি দ্বারা কর্তন করা কেমন? অথচ এ দ্বারা পরিপূর্ণভাবে পশম দূর হয় না। ইমাম আহমাদ বললেন: আমার মনে হয় যথেষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। ফের জিজ্ঞাসা করা হল: তলপেট উৎপাটন করা কেমন? উত্তরে তিনি বললেন: আচ্ছা, এর সক্ষমতা কারো হতে পারে? হ্যাঁ, যদি চুনা ব্যবহার করার অবকাশ আছে।(৩) আল্লামা শাওকানি রাহিমাহুল্লাহ উৎপাটন করাকেও বৈধ বলেছেন। কিন্তু উৎপাটনের নির্দেশনা নারীদের জন্য, যদিও শাওকানি রাহিমাহুল্লাহ তা স্পষ্টভাবে বলেননি।
৪. নারীদের জন্য উৎপাটন করা সুন্নাত। ইবনে নুজাইম রাহিমাহুল্লাহকৃত *আলআশবাহ ওয়ান নাজায়ের* থেকে ইবনে আবেদিন শামি রাহিমাহুল্লাহ নকল করেছেন: নারীর তলপেট উৎপাটন করা সুন্নাত, কেননা এর মাধ্যমে স্থানটি নরম হয়। আর নারীর মধ্যে এটাই অভীষ্ট। হ্যাঁ, যদি ব্যথা ইত্যাদির সম্ভাবনা হয় তাহলে চুনা, সাবান ইত্যাদি দ্বারা পরিষ্কার করা উত্তম। কেননা এগুলোর মাধ্যমেও ঐ জায়গা কোমল হয়। আর শেষ পদ্ধতি হচ্ছে, ক্ষুর ইত্যাদি দ্বারা মুণ্ডানো, এটাও বৈধ আছে।
৫. তলপেটের পশম মুণ্ডানোর ক্ষেত্রে নাভির নিচ থেকে সূচনা করা উচিত। *আলমগিরিয়াতে* আছে: শুরু করবে নাভির নিচ থেকে।(৪)
৬. অধিকাংশ মানুষের মাসরাবা (মধ্য বক্ষ থেকে নাভি পর্যন্ত পশম) ও আনার (তলপেটের পশম) মাঝে পার্থক্য হয়। আবার কিছু মানুষের বক্ষ ও তলপেটে অধিক পরিমাণ পশম হয়ে থাকে ফলে তারা বিভ্রান্ত হতে পারেন। সুতরাং এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কথা এই যে, عانہ হয় নাভির নিচেই, উপরে নয়। অতএব, সংশয় হলে নাভির নিচ থেকে পশম মুণ্ডাবে।

উল্লিখিত বস্তুসমূহের জন্য সময় নির্ধারণ

উল্লিখিত বস্তুসমূহের (মোচ কর্তন করা, নখ কাটা, বাহুমূল পরিষ্কার করা এবং তলপেট মুণ্ডানো) ব্যাপারে মুসতাহাব এই যে, সপ্তাহে একবার পরিষ্কার করা। জুমুআর দিন করা উত্তম। পনেরো-বিশ দিনে একবার পরিষ্কার করাও বৈধ আছে। অবশ্য চল্লিশ দিনের উর্ধ্বে পরিষ্কার না করা মাকরুহে তাহরিমি, যদ্দারা সে পাপী হবে। হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মোচ কর্তন করা, নখ কাটা, বাহুমূল পরিষ্কার করা এবং তলপেট মুণ্ডানোর জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, আমরা যেন চল্লিশ দিনের বেশি উপেক্ষা না করি।(৫) অর্থাৎ সর্বোচ্চ চল্লিশ দিনের অবকাশ আছে, এরপর পরিষ্কার না করার অবকাশ নেই, বরং তা মাকরুহে তাহরিমি। ইবনে আবেদিন শামি রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন: ৪০দিনের অধিক ছেড়ে দেওয়া মাকরুহে তাহরিমি। *মুজতাবা* কিতাবে রয়েছে: ৪০দিনের পরে আর কোনো ওজর গ্রহণীয় নয়, সে এখন ধমকির উপযুক্ত। এ ছাড়া তার নামাজও হবে মাকরুহ। *আমালি শাইখ আনোয়ার*

(১) কুল্লিয়াতে নাফিসি, পৃ. ৪১৯, সাদিদি, পৃ. ৯৫, আকসারায়ি, পৃ. ৯০।
(২) আলমুগনি, ১/৮৭।
(৩) আলমুগনি, ১/৮৬।
(৪) রাদ্দুল মুহতার, ৫/৩৬৮, আলমগিরিয়ায় এমনই আছে।
(৫) সহিহ মুসলিম: ২৫৮, মুসনাদে আহমাদ: ১১৮৮৭, সুনানে নাসাই: ১৪, সুনানে তিরমিজি: ২৭৫৮, সুনানে আবু দাউদ: ৪২০০, সুনানে ইবনে মাজা: ২৯৫।– অনুবাদক

শাহ কাশমিরি এ রয়েছে: যদি এগুলো ৪০দিন পযন্ত পরিষ্কার না করে তাহলে তার নামাজ হবে মাকরুহ। *কানিয়্যা* কিতাবে এমনটা বলা হয়েছে। (১)

হাদিস: নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক জুমুআর দিনে নখ এবং মোচ কর্তন করতেন। আর বিশতম দিনে তলপেট এবং চল্লিশতম দিনে বাহুমূলের পশম পরিষ্কার করতেন।(২)

(পাঁচ) মিসওয়াক করা

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব বস্তুর ওপর বিশেষভাবে জোরদান ও গুরুত্ব প্রদান করতেন তন্মধ্য থেকে একটি হল মিসওয়াক করা। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদিসে এও বলেছেন: যদি আমি মনে না করতাম যে, আমার উম্মতের অনেক কষ্ট হবে তাহলে অবশ্যই প্রত্যেক নামাজের সময় তাদের ওপর মিসওয়াক করাকে আবশ্যক করে দিতাম।(৩)

মিসওয়াকের ডাক্তারি যেসব উপকারিতা রয়েছে এবং এর ফলে যে অনেক রোগ থেকে হেফাজত হয় এ ব্যাপারে বর্তমান যুগের প্রত্যেক বিবেকবান মানুষই কিছু না কিছু অবহিত আছেন। কিন্তু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে এর প্রধান গুরুত্ব এই যে, এটা আল্লাহকে অনেক বেশি সন্তুষ্টকারী একটি আমল।(৪)

মিসওয়াকের বিশেষ সময়

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেহ ঘুম থেকে উঠার পর বিশেষত রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠার সময় নিয়মিত ও গুরুত্বের সাথে মিসওয়াক করতেন।(৫) এ ছাড়া বাইর থেকে ঘরে আসলে সর্বপ্রথম মিসওয়াক করতেন।(৬) এ দ্বারা বোধদয় হয় যে, মিসওয়াক শুধু ওজুর সাথে নির্দিষ্ট নয়, বরং ঘুম থেকে জাগার পরে এবং মিসওয়াকহীন অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরে যদিও ওজুর প্রয়োজন না হয়; মিসওয়াক করা উচিত।

এসব হাদিসের আলোকেই আমাদের উলামায়ে কেরামগণ লিখেছেন: সর্বাস্থায় তো মিসওয়াক করা মুসতাহাব এবং প্রতিদান ও সওয়াবের কারণ, তারপরও পাঁচ জায়গায় মিসওয়াকের গুরুত্ব অপরিসীম:

১- ওজুর শুরুতে।
২- নামাজে দাঁড়ানোর সময় (যদি ওজু এবং নামাজের মাঝে বেশি পার্থক্য হয়)
৩- কুরআনে মাজিদ তিলাওয়াতের জন্য
৪- ঘুম থেকে জাগার পর।
৫- মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টির হলে কিংবা দাঁতের রঙ পরিবর্তন হলে তা পরিষ্কারের লক্ষ্যে।(৭)

মিসওয়াক দ্বারা নামাজ হয় দামী

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে নামাজের জন্য মিসওয়াক করা হয় তা ঐ নামাজ অপেক্ষা সত্তর গুণ বেশি মর্যাদা রাখে, যা মিসওয়াক ছাড়া আদায় করা হয়।(৮) হাদিসের মতলব এই যে, যে নামাজ মিসওয়াক করে পড়া হয় তা মিসওয়াকহীন

---

(১) আমালি শাইখ আনোয়ার শাহ কাশমিরি।
(২) আততালিকুস সাবিহ, ৪/৪০৫।
(৩) সহিহ বুখারি: ৮৮৭, সহিহ মুসলিম: ২৫২, সুনানে আবু দাউদ: ৪৬, সুনানে তিরমিজি: ২২, সুনানে নাসাই: ৭, সুনানে ইবনে মাজা: ২৮৭, মুয়াত্তা মালেক: ১৭০, সুনানে দারিমি: ৭১০, মুসনাদে আহমাদ: ৬০৭। অন্য রেওয়ায়েতে প্রত্যেক ওজুর সময়ের কথা এসেছে। মুসনাদে আহমাদ: ৯৫৯১।– অনুবাদক
(৪) মাআরিফুল হাদিস, ৩/৫৪, ৩/৫৭, মাওলানা মnজুর নুমানি রাহিমাহুল্লাহ ।
(৫) সহিহ বুখারি: ২৪৫, সহিহ মুসলিম: ২৫৫, সুনানে নাসাই: ২, সুনানে আবু দাউদ: ৫৫, সুনানে ইবনে মাজা: ২৮৬।– অনুবাদক
(৬) সহিহ মুসলিম: ২৫৩, সুনানে নাসাই: ৮, সুনানে আবু দাউদ: ৫১, সুনানে ইবনে মাজা: ২৯০, মুসনাদে আহমাদ: ২৪৭৯৫।– অনুবাদক
(৭) মাআরিফুল হাদিস, ৩/৫৭, মাওলানা মনজুর নুমানি। (লেখক) আরো দেখুন: ফাতহুল কাদির লিল আজিজিল ফাকির, ইবনুল হুমাম, মাআরিফুস সুনান, ইউসুফ বানুরি। (অনুবাদক)
(৮) শুআবুল ঈমান, বাইহাকি।

নামাজের মোকাবেলায় অনেক স্তর উপরে এবং অনেক বেশি মর্যাদাবান। আর যদি সত্তর দ্বারা সত্তরের নির্দিষ্ট গণনা উদ্দেশ্য হয় তবুও সুদূর-পরাহত হবে না।

যখন কোনো বান্দা মালিকুল মুলক আহকামুল হাকিমিনের দরবারে উপস্থিতি এবং নামাজের মাধ্যমে তার সাথে কথা ও মোনাজাতের ইচ্ছাপোষণ করে এবং এটা মনে করে যে, তার বড়ত্ব ও মহত্ত্বের দাবি তো এই যে, নিজের মুখ ও যবান মৃগনাভী ও গোলাপপানি দিয়ে ধৌত করে তার নাম উচ্চারণ করব এবং তার সামনে কিছু আবেদন করব। কিন্তু যেহেতু এই মালিক নিজ অনুগ্রহ ও কৃপায় শুধু মিসওয়াকেরই নির্দেশ দিয়েছেন তাই আমি মিসওয়াক করছি।

সর্বোপরি যখন কোনো বান্দা আল্লাহর বড়ত্বের এই অনুভূতি ও আদবের এই উচ্ছ্বাস নিয়ে নামাজের জন্য মিসওয়াক করে তখন সেই নামাজ যদি মিসওয়াকহীন নামাজের মোকাবেলায় সত্তর অথবা তারচেয়েও বেশি শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান আখ্যায়িত করা হয় তবুও তা যথাপযুক্ত। বাস্তবতা তো এমনই: (১)

ہزار بار بشویم دہن زمشک وگلاب * ہنوزنام تو گفتن کمال بے ادبی است۔

হাজার বারও যদি গোলাপ ও কস্তুরী দ্বারা মুখ ধৌত করা হয়, তবুও নবিজির পবিত্র নাম নেওয়া বড়ই বেয়াদবি!

রোজাদার সূর্য হেলার পরে মিসওয়াক করতে পারবে

হজরত ইমাম শাফেয়ি রাহিমাহুল্লাহ রোজাদারের জন্য সূর্য হেলার পরে মিসওয়াক করাকে মাকরুহ আখ্যায়িত করেছেন, কেননা রোজাদারের মুখের খালুফ (ক্ষুধার্ত থাকার কারণে মুখে সৃষ্ট দুর্গন্ধ) আল্লাহ পাকের কাছে মৃগনাভী থেকেও অধিক পছন্দনীয়। আর এটা মিসওয়াকের দ্বারা দূর হয়ে যায়। পক্ষান্তরে হানাফিরা বলেন: পেট খালি হওয়ার কারণে মুখে সৃষ্ট দুর্গন্ধের নাম খালুফ এবং তা মিসওয়াক দ্বারা দূর হয় না। মিসওয়াক দ্বারা কেবল মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়, যা দূর করা আবশ্যক। সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের মতও এমনই।

এছাড়া ফকিহদের যুক্তি-প্রমাণে চিন্তা করলেও হজরত ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিভঙ্গিই শক্তিশালী মনে হয়। আর হাদিস: "রোজাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে মৃগনাভী থেকেও অধিকতর শ্রেষ্ঠ"(২)– এর সম্পর্ক মিসকওয়াকের মাসআলার সাথে নয়, বরং রমজানের ফজিলতের সাথে। এভাবে যে, যখন রোজাদারের মুখের দুর্গন্ধ (যা মূল্যহীন ও অপছন্দনীয় বস্তু) আল্লাহ পাকের কাছে এত পছন্দনীয় তাহলে সমস্ত রোজার মর্যাদা আল্লাহর কাছে কেমন হতে পারে?

হাদিস শরিফের একটি ব্যাখ্যা এও হতে পারে যে, রোজাদারের সাথে কথা বলার সময় যদি দুর্গন্ধ অনুভব হয় তাহলে মানুষকে বিস্বাদ অনুভব করা উচিত নয়। কেননা এই দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে মৃগনাভী থেকেও অধিক পছন্দনীয়। সুতরাং মানুষের কাছে অপছন্দনীয় হবে কেন?!

হজরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ সাহেব দেহলভি রাহিমাহুল্লাহ এ ধরনের আরেকটি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি লিখেছেন: রোজার হালতে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মিসওয়াক করার হাদিস এবং খালুফের হাদিসে কোনো অসঙ্গতি নেই, কেননা এ ধরনের বাক্য দ্বারা জোরদান অভীষ্ট হয়ে থাকে। তিনি যেন এ কথা বলেছেন যে, ঐ রোজাদার আল্লাহর কাছে এত প্রিয় যে, যদি তার মুখে দুর্গন্ধও হত তবুও তা তার প্রতি মহব্বতের কারণে ভালো মনে হত।(৩)

এছাড়া নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোজার অবস্থায় অধিকহারে মিসওয়াক করেছেন বলে বর্ণিত আছে। হজরত আমির বিন রাবিআ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমি আল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রোজার অবস্থায় কতবার যে মিসওয়াক করতে দেখেছি তা গণনা করতে সক্ষম নই।(৪) এই হাদিস ব্যাপক। সুতরাং সূর্য হেলার পরের সময়কেও অন্তর্ভুক্ত রাখে। *সহিহ বুখারির* তরজমাতুল বাবে হজরত ইবনে উমর

---

(১) মাআরিফুল হাদিস, ৩/৬৪।

(২) সহিহ বুখারি: ১৮৯৪, সহিহ মুসলিম: ১১৫১, সুনানে নাসাই: ২২১১, মুয়াত্তা মালেক: ৮৬১, সুনানে দারিমি: ১৮১০।– অনুবাদক

(৩) হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ২/১৭৩।

(৪) মুসনাদে হুমাইদি, ১/৭৭। (লেখক) সহিহ বুখারি: কিতাবুস সাওম, বাবু সিওয়াকির রাতবি ওয়াল ইয়াবিসি লিস সায়িম, তরজমাতুল বাবে উল্লিখিত, সুনানে আবু দাউদ: ২৩৬৪, সুনানে তিরমিজি: ৭২৫ (অনুবাদক)

রাদিয়াল্লাহু আনহুমার ফতোয়া এসেছে যে, রোজাদার ব্যক্তি দিনের শুরুতে ও শেষে মিসওয়াক করতে পারবে।(১)

মাসআলা: বরইগাছ ইত্যাদি নরম কাঠ দ্বারা মিসওয়াক বানানো উচিত। *উমদাতুল কারিতে* রয়েছে: মুসতাহাব এই যে, বরইগাছ দ্বারা মিসওয়াক করা, আর তা নরম হওয়া উচিত।(২)

মাসআলা: প্রয়োজনে প্রত্যেক ঐ বস্তু যদ্দারা মুখ পরিষ্কার হয়ে যায় যেমন, আঙ্গুল, বড় কাপড় ইত্যাদি দ্বারা মিসওয়াক করলে মিসওয়াকের সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।(৩) *উমদাতুল কারিতে* রয়েছে: যখন মিসওয়াক পাবে না আঙুল দ্বারা পরিষ্কার করবে।(৪)

মাসআলা: পাউডারের আকৃতিতে মাজন হোক কিংবা টুথব্রাশের আকৃতিতে, এ দ্বারা সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। *উমদাতুল কারিতে* রয়েছে: নারীর জন্য হাত দ্বারা মর্দন করা মিসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত হবে। (৫)

মাসআলা: ব্রাশ দ্বারাও সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। হ্যাঁ, চিকিৎসার দৃষ্টিকোণে মিসওয়াকের মধ্যে যে উপকার নিহিত তা অর্জন হবে না, তাই ফ্যাশন হিসেবে এতে অভ্যস্ত হওয়াও অনুচিত। আর অপ্রয়োজনে তা মিসওয়াকের স্থলাভিষিক্তও হবে না। এ ছাড়া এতে অভ্যস্ত হলে মাড়ির ক্ষতিও হয়।(৬) *ফাতাওয়া রহিমিয়ায়* আছে: গাছের মিসওয়াকই মূল সুন্নাত। যদি মিসওয়াক না মিলে বা দাঁত না থাকে অথবা দাঁত-মাড়িতে অসুখ হওয়ার দরুন মিসওয়াক করলে ব্যথা অনুভব হয় তাহলে প্রয়োজনবোধে হাতের আঙ্গুল দ্বারা, রুক্ষ কাপড়, মাজন, টুথপেস্ট কিংবা ব্রাশ দ্বারা মিসওয়াকের কাজ করা যেতে পারে। কিন্তু মিসওয়াক থাকা সত্ত্বেও উল্লিখিত বস্তুসমূহ মিসওয়াকের সুন্নাত আদায়ের জন্য যথেষ্ট নয়। মিসওয়াকের সুন্নাত আদায়ের পরিপূর্ণ প্রতিদান অর্জন হবে না। *কাবিরিতে* আছে: মিসওয়াকের বিদ্যমানতায় আঙ্গুল স্থলাভিষিক্ত হবে না।(৭) যখন মিসওয়াকের বিদ্যমানতায় আঙ্গুল স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না তাহলে ব্রাশ ইত্যাদি মিসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত হয় কিভাবে?(৮)

মাসআলা: মুখের প্রত্যেক অংশে (দাঁত, মাড়ি, জিহবা, তালু ইত্যাদি) যেখানে যেখানে পুঁতিগন্ধময় পদার্থ হবে সেখানে মিসওয়াক করবে। *উমদাতুল কারিতে* আছে: দাঁতে এবং জিহবায় মিসওয়াক করবে। মুখের গন্ধ দূর হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত।(৯) হজরত আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম এমতাবস্থায় তিনি মিসওয়াক করছিলেন এবং মিসওয়াকের মাথা তার জিহবায় ছিল। তিনি 'আ আ' করছিলেন।(১০) এই হাদিস প্রমাণ করে যে, মিসওয়াক করা দাঁতের সাথে নির্দিষ্ট নয়।(১১) *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগায়* আছে: মানুষের জন্য উত্তম হল, মুখের ভিতরের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত মিসওয়াক পৌঁছাবে এবং গলা ও বক্ষের কফ বের করে আনবে। মুখের গহীন পর্যন্ত মিসওয়াক করা; মুখে সৃষ্ট এক ধরনের রোগ দূর করে, আওয়াজকে করে পরিষ্কার এবং মুখকে করে সুগন্ধিময়।(১২)

মাসআলা: ডান হাত দ্বারা মিসওয়াক ধরা উত্তম।(১৩)

---

(১) তাইসিরুল উসুল, ২/৩১১।

(২) উমদাতুল কারি বি শারহি সাহিহিল বুখারি, বদরুদ্দিন আইনি রাহিমাহুল্লাহ।

(৩) নাইলু আওতার, শাওকানি যায়েদি রাহিমাহুল্লাহ।

(৪) উমদাতুল কারি ।

(৫) উমদাতুল কারি ।

(৬) ফাতাওয়া দারুল উলুম, ৭/২৫১।

(৭) গুনয়াতুল মুতামাল্লি, পৃ. ৩২, ইবরাহিম হালবি, আলবাহরুর রায়েক, ১/২১, ইবনে নুজাইম মিশরি।

(৮) ফাতাওয়া রহিমিয়া, ১/১২৬।

(৯) উমদাতুল কারি।

(১০) সুনানে নাসাই: ৩, সুনানে আবু দাউদ: ৪৯, সহিহ বুখারি: ২৪৪, সহিহ মুসলিম: ২৫৪। সিনদি রাহিমাহুল্লাহ বলেন:
(عأ عأ) بتقديم العين المفتوحة على الهمزة الساكنة وفي رواية البخاري أع أع بتقديم الهمزة المضمومة على العين الساكنة وفي رواية إخ بكسر همزة وخاء معجمة وإنما اختلفت الرواة لتقارب مخارج هذه الحروف وكلها ترجع إلى حكاية صوته صلى الله عليه وسلم إذا جعل السواك على طرف اللسان يستاك إلى فوق. (مترجم)

(১১) আলমানহাল।

(১২) হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ১/৪৫০।

(১৩) আলমানহাল।

মাসআলা: দাঁতের প্রশস্ততার দিকে মিসওয়াক করা, অর্থাৎ ডান দিক থেকে বাম দিকে এবং এর বিপরীত করা পছন্দনীয়। আর লম্বালম্বিতে, অর্থাৎ উপর থেকে নিচে এবং এর বিপরীত করাও বৈধ আছে। প্রশস্ততার দিকে মিসওয়াক করার ব্যাপারে বর্ণিত সকল হাদিসই দুর্বল।(১) এজন্য ইমামুল হারামাইন রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন: দাঁতে লম্বালম্বিভাবে এবং প্রশস্ততার দিকে মিসওয়াক করা উচিত। আর যদি শুধু এক দিকের ওপর যথেষ্ট করা হয় তাহলে প্রশস্ততার দিকে করা উত্তম।(২)

হজরত আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস (يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ) এ الشوص এর সাধারণ অর্থ এই করা হয় যে, "প্রশস্ততার দিকে মিসওয়াক করা", কিন্তু ইমাম ওয়াকি রাহিমাহুল্লাহ অর্থ করেছেন: "নিচে থেকে উপরে এবং এর বিপরীত মিসওয়াক করা" দ্বারা।(৩)

(ছয়) নাক পরিষ্কার করা

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্বের প্রতি ইসলাম অনেক তাগিদ দিয়েছে। একটি হাদিসে এসেছে: নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা পবিত্র, পবিত্রতাকে পছন্দ করেন। তিনি পরিচ্ছন্ন, পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করেন। তিনি দয়াবান, দয়াকে পছন্দ করেন। তিনি দানশীল, দানশীলতাকে পছন্দ করেন। অতএব, তোমরা নিজেদের আঙ্গিনাকে পরিষ্কার রেখো এবং ইহুদিদের সাদৃশ্যতা গ্রহণ কর না।(৪) ইসলামে শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভীষ্ট এমনকি কাপড়েরও। কিন্তু কিছু অঙ্গ যা অপরিচ্ছন্নতার স্থান, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটা বিশেষভাবে পরিষ্কার রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ-নাকের পরিছন্নতাও এরই আওতাভুক্ত। কোনো কারণে মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হলে ত্বরিত মিসওয়াক করে পরিষ্কার করা উচিত। এমনিভাবে নাক অপরিষ্কার ও ময়লাযুক্ত অনূভব হয় সাথে সাথে পরিষ্কার করা নিবে। আর ওজুতে পানি ঢুকিয়ে নাক পরিষ্কার করা সুন্নাত এবং গোসলে ফরজ।

সর্বাবস্থায় এও ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত যে, মানুষের মুখ ও নাক সব সময় পরিচ্ছন্ন থাকবে। এমন নয় যে, নাপাকি দ্বারা ভরপুর থাকবে, যদ্দারা সাথীদের ঘৃণা সৃষ্টি হতে পারে।

মাসআলা: নাক পরিষ্কারের জন্য নাকে পানি টানবে, পরে শ্বাসের শক্তিবলে হেঁচকা টেনে নিক্ষেপ করবে। এভাবে কয়েকবার করলে নাক পরিষ্কার হয়ে যাবে।

মাসআলা: পানি ঢালার জন্য ডান হাত এবং নাক পরিষ্কারের জন্য বাম হাত ব্যবহার করা উচিত।

মাসআলা: নাকে আঙ্গুল দিয়ে পরিষ্কারের প্রয়োজন হলে বাম হাত ব্যবহার করবে।

মাসআলা: রোজার অবস্থায় নাকে পানি টানা বৈধ নয়, উপরের দিকে উঠানোও অনুচিত। পেট ও মস্তিষ্কে পানি পৌঁছার সম্ভাবনা আছে, এমনটা হলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে। হাদিসে বলা হয়েছে: নাকে ভালোভাবে পানি হেঁচকা টেনে পরিষ্কার কর, রোজার অবস্থা ব্যতিরেকে (রোজার হালতে পানি বেশি উপরে উত্তোলন কর না) (৫)

(সাত) আঙ্গুলের গিঁট ধৌত করা

بَرَاجِمُ: بُرْجُمَةٌ এর বহুবচন, যার শাব্দিক অর্থ: আঙ্গুলের গিঁটের পৃষ্ঠদেশ, যেখানে ময়লা একত্রিত হয়। (৬) কিন্তু হাদিসে শুধু এই অর্থই উদ্দেশ্য নয়, বরং শরীরের প্রত্যেক ঐ অংশ উদ্দেশ্য, যেখানে ময়লা-আবর্জনা জমে থাকার সম্ভাবনা আছে। উলামায়ে কেরাম বলেছেন: কানের ভাঁজ ও কর্ণকুহরের পঙ্কিলতাও গিরার হুকুমে,

---

(১) দেখুন: আলমানহাল, ১/১৭৮।

(২) আলমানহাল, ১/১৭৯।

(৩) হাদয়িউস সারি, পৃ. ১৩৮।

(৪) এসব শব্দ সাঈদ বিন মুসাইয়াব রাহিমাহুল্লাহুর। হাদিসটি মাওকুফ। অন্যান্য রাভিগণ এইশব্দেই সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফু হিসাবে নকল করেছেন। কিন্তু সেখানে "ইহুদিদের সাদৃশ্য গ্রহণ কর না" বাক্য নেই। (লেখক) সুনানে তিরমিজি: ২৭৯৯। (অনুবাদক)

(৫) সুনানে আবু দাউদ: ২৩৬৬ সুনানে তিরমিজি: ৭৮৮ সুনানে নাসাই: ৮৭, সুনানে ইবনে মাজা: ৪০৭, মুসনাদে আহমাদ: ১৬৩৮০।– অনুবাদক

(৬) আননিহায়া ফি গারিবিল হাদিসি ওয়াল আসার, আবুস সাদাত ইবনুল আসির।

তা মুছে অথবা অন্য কোনো উপায়ে পরিষ্কার করা উচিত।[১] এমনিভাবে নাকের অভ্যন্তরে জমাট বাঁধা ময়লা এবং শরীরের কোনো অঙ্গে ঘাম অথবা ধুলাবালির কারণে জমায়েত ময়লা-আবর্জনাও গিরার হুকুমের আওতাধীন।

সারকথা এই যে, শরীরের যে অংশে নোংরামি একত্রিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে তা পরিষ্কার রাখাও ফিতরাতের বস্তুসমূহের মধ্যে গণ্য। আর এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে শরীরের পরিচ্ছন্নতার জন্য। মাওলানা মুহাম্মাদ মনজুর নুমানি রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন: কিছু আকাবির বলেছেন, এই হাদিস দ্বারা এই নীতি জানা যায় যে, শরীরের পরিছন্নতা, নিজের আকার-আকৃতির শুদ্ধি, প্রত্যেক এমন বস্তু দূরীকরণ এবং দুর্গন্ধ আসে ও ঘৃণা সৃষ্টি হয় এমন সব বস্তু থেকে বেঁচে থাকা; ফিতরাতের বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত ও নবিদের সুন্নাহ।[২]

(আট) انتقاص الماء এর তিনটি অর্থ

১- পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা। যদি পেশাব-পায়খানা বের হওয়ার স্থান থেকে নাপাকি অতিক্রম না করে তাহলে ইস্তিঞ্জা করা সুন্নাত। এটা ফিতরাতের বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর যদি অতিক্রান্ত করে ফেলে তাহলে তা অন্যান্য অপবিত্রতার আওতাধীন, অর্থাৎ পানি দ্বারা ধৌত করা আবশ্যক। হজরত ওয়াকি রাহিমাহুল্লাহ এই অর্থই বয়ান করেছেন।

২- পানি দ্বারা লজ্জাস্থান ধৌত করে পেশাব নির্গতের ধারাবাহিকতা বন্ধ করা। এই অর্থ বলেছেন ভাষাতত্ত্ববিদ আবু উবাইদা রাহিমাহুল্লাহ।

৩- ওজু শেষান্তে হাত ভিজিয়ে লজ্জাস্থানের উপর পানি ছিটানো, যাতে শয়তানি কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এটা সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের মত। কেননা একটি বর্ণনায় ইনতিকাস () এর স্থলে ইনতিজাহ () এসেছে।[৩] হাদিসে এসেছে: নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রস্রাব করতেন ওজু করতেন এবং লজ্জাস্থানে (কাপড়ের উপর) পানি ছিটিয়ে দিতেন।[৪] সুনানে তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে: হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: জিবরিল আমার কাছে এসে বলেছেন: হে মুহাম্মাদ! আপনি যখনই ওজু করবেন লজ্জাস্থানে পানি ছিটাবেন।[৫]

(নয়) কুলি করা

কুলি করাও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্যে। উত্তমরূপে গলা পর্যন্ত মুখ পরিষ্কার করা ও পরিচ্ছন্ন রাখা ইসলামের মৌলিক বিধানের অন্তর্ভুক্ত।

মাসআলা: ওজুতে কুলি করা সুন্নাত এবং গোসলে ফরজ।

মাসআলা: রোজা অবস্থায় কুলকুচা করা মাকরুহ।[৬] কেননা কুলকুচা দ্বারা যদি গলার অভ্যন্তরে পানি প্রবেশ করে তাহলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

(দশ) দাড়ি রাখা

দাড়ির বিবরণ ইচ্ছাকৃতভাবে আমরা বিলম্বিত করেছি, যাতে আলোচনার পূর্বাপর সম্পর্ক অটুট থাকে।

মাসআলা: দাড়ি ঐ সব পশমকে বলে যা চোয়াল ও থুতনির মাঝখানে গজায়। *আলমানহালে* আছে: দাড়ি হল, যা কপোল ও চিবুকের মাঝখানে গজায়।[৭]

মাসআলা: দাড়ির সূচনা হয় কানের নিচের উঁচু হাড্ডি থেকে, এর উপরাংশ মাথা।[৮]

---

(১) নাইলুল আওতার, শাওকানি যায়েদি রাহিমাহুল্লাহ।
(২) মাআরিফুল হাদিস, ৩/৬২।
(৩) আলমানহাল, ১/১৯১।
(৪) সুনানে আবু দাউদ: ১৬৬।– অনুবাদক
(৫) সুনানে তিরমিজি: ৫০ (অনুবাদক) তাইসিরুল উসুল, ৩/৬০। (লেখক)
(৬) নাফউল মুফতি ওয়াস সায়েল, পৃ. ২৫, ইমাম আবদুল হাই লাকনাভি রাহিমাহুল্লাহ।
(৭) আলমানহালুল আজবুল মাউরুদ, ১/১৮৫।
(৮) ইমদাদুল ফাতাওয়া, ৪/২১০।

মাসআলা: দাড়ি এক মুষ্টি পরিমাণ রাখা সুন্নাত, এরচেয়ে বর্ধিত অংশ কেটে ফেলা উচিত। *আননিহায়া* কিতাবে বিবৃত হয়েছে যে, এক মুষ্টি থেকে বর্ধিত অংশ কেটে ফেলা ওয়াজিব। আর এ কথার দাবী হল, ছেড়ে দিলে গুনা হবে, কিন্তু ওয়াজিবকে প্রামাণিকতার ওপর বহন করলে ভিন্ন কথা।(১)

হাদিসে বর্ণিত শব্দের তাকাজা তো এটাই যে, দাড়ি যে পরিমাণ দীর্ঘায়িত হয় দীর্ঘ হতে দেওয়া। কেননা বলা হয়েছে: (أَرْخُوْا اللّحى): তোমরা দাড়ি ঝুলাও।(২) (أَوْفُوْا اللّحى): দাড়িকে পরিপূর্ণ অব্যাহতি দাও।(৩) (أَعْفُوا اللّحى): দাড়িকে ক্ষমা করে দাও(৪) অর্থাৎ স্পর্শ কর না। কিন্তু এই ব্যাপকতার বিপক্ষেও হাদিসে এসেছে যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়ির লম্বালম্বি ও প্রশস্ততার দিক থেকে পশম কাটতেন।(৫) কিন্তু কী পরিমাণ কাটতেন? তা কোথাও স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়নি। অবশ্য সাহাবায়ে কেরামের আমলে এর প্রমাণ মিলে। হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা– যিনি খুব যত্ন সহকারে সুন্নাহর অনুসরণ করতেন– থেকে এ ব্যাপারে বর্ণনা আছে যে, তিনি এক মুষ্টির বেশি অংশ কেটে ফেলতেন।(৬) এ বুঝা গেল যে, এটাই সুন্নাহ।(৭)

মাসআলা: দাড়ি উপরে উঠানো হারাম। হাদিসে: বৃদ্ধি কর এবং ঝুলাও শব্দ এসেছে। আর নির্দেশসূচক ক্রিয়া আবশ্যককরণের জন্য হয়ে থাকে। অতএব, দাড়ি নিচের দিকে ছেড়ে দেওয়া অপরিহার্য সাবস্ত্য হল এবং এটা ত্যাগ করা হারাম প্রমাণিত হল। প্রকাশ থাকে যে, দাড়ি উঠালে তা ত্যাগ করা আবশ্যক হয়ে যায়, সুতরাং তা হারাম হবে।(৮)

মাসআলা: দাড়িতে গিঁঠ লাগানো অথবা দাড়ির পশমগুলো ভিতরে প্রবেশ করানোও বৈধ নয়। এতেও ارخاء এর নির্দেশনার বিরোধিতা পাওয়া যায়। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত রুয়াইফি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন: হয়তো আমার পরে তোমার আয়ু দীর্ঘ হবে, (এমন হলে) মানুষকে সংবাদ দিবেন যে, যে ব্যক্তি দাড়িতে গিঁঠ দিবে (এবং এই এই কাজ করবে) নিঃসন্দেহে মুহাম্মাদ তার প্রতি অসন্তুষ্ট।(৯)

মাসআলা: কপোলের পশম অনেক বেশি লম্বা হয়ে গেলে তাও এক মুষ্টির বর্ধিত অংশ কেটে ফেলতে পারবে। *আলমানহালে* আছে: দীর্ঘতা দ্বারা পশমের দীর্ঘতা উদ্দেশ্য, সুতরাং তা পার্শ্বদেশকেও অন্তর্ভুক্ত রাখবে। অতএব, তা থেকে কর্তনে কোনো অসুবিধা নেই। বর্ণিত আছে যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়ির প্রশস্ততা ও ব্যাপ্তির দিক থেকে এক মুষ্টির বর্ধিত অংশ কেটে দিতেন।(১০) এছাড়া তিনি দাড়ির নিচ থেকে কাটতে নির্দেশ দিতেন।(১১)

মাসআলা: নিমদাড়িও দাড়ির আওতাধীন, একেও মুণ্ডানো কিংবা কর্তন করা হারাম। আর নিমদাড়ি: নিচের ওষ্ঠের মাঝখানে ও থুতনির উপরে গজানো পশম। *আলমানহালে* আছে: নিমদাড়ি ঐ পশম, যা নিচের ওষ্ঠে গজিয়ে থাকে। কেউ বলেন: যা নিচের ওষ্ঠ ও থুতনির মধ্যখানে গজায়।(১২) হাদিসে এসেছে: রাসুল সাল্লাল্লাহু

---

(১) আদ্দুররুল মুখতার, রোজা অধ্যায়।

(২) সহিহ মুসলিম: ২৫৯।– অনুবাদক

(৩) সহিহ মুসলিম: ২৫৯।– অনুবাদক

(৪) সহিহ বুখারি: ৫৮৯৩, সহিহ মুসলিম: ২৫৯।– অনুবাদক

(৫) সুনানে তিরমিজি: ২৭৬২।– অনুবাদক

(৬) সহিহ বুখারি: ৫৮৯২।– অনুবাদক

(৭) আসহাবে জাওয়াহির (গাইরে মুকাল্লিদিন) যেহেতু সাহাবায়ে কেরামের আমলকে দলিল মানেন না, এজন্য তারা এক মুষ্টির বেশি অংশ কাটাকেও নিষেধ করেন। অথচ স্বয়ং তাদের মাজহাবই ভুল।

(৮) ইসলাহুর রুসুম, পৃ. ১৬, থানভি রাহিমাহুল্লাহ।

(৯) সুনানে আবু দাউদ: ৫০৬৭, মুসনাদে আহমাদ: ১৬৯৯৫। (অনুবাদক) তাইসিরুল উসুল, ৩/৬১। (লেখক)

(১০) সুনানে তিরমিজি: ২৭৬২।

(১১) আলমানহাল, ১/১৮৭।

(১২) আলমানহাল।

আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিমদাড়ির কিছু পশম সাদা হয়েছিল।[১] এ দ্বারা বুঝা যায় যে, নিমদাড়িও রাখা অপরিহার্য।

মাসআলা: নারীর দাড়ি গজালে দূর করা মুসতাহাব।[২] *মিরকাতুল মাফাতিহে* আছে: নারীর দাড়ি উৎপন্ন হলে তা মুণ্ডানো মুসতাহাব। ইমাম তিবি এ কথা উল্লেখ করেছেন।[৩]

মাসআলা: দাড়ি ঘনীভূত হলে এর সম্মান রক্ষা করা উচিত, অর্থাৎ গুরুত্বের সাথে একে ধৌত করা, তৈল ব্যবহার করা এবং আঁচড়ানো উচিত। হাদিসে বলা হয়েছে: যার পশম আছে সে যেন এর প্রতি সম্মান-প্রদর্শন করে।[৪] অবশ্য পুরুষের জন্য (অতিমাত্রায়) সাজসজ্জায় ব্যস্ত থাকা উচিত নয় যে, সর্বাবস্থায় এর প্রতি নিমগ্ন থাকবে। হজরত আবদুল্লাহ বিন মুগাফফাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যহ তৈল চিরুনি থেকে নিষেধ করেছেন।[৫] ইমাম তিবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এতে অধ্যবসা ও খুব যত্ন করা থেকে বারণ করা উদ্দেশ্য। কেননা এটা রূপসজ্জায় অতিশয়োক্তি।[৬]

মাসআলা: মাথা কিংবা দাড়ির সাদা পশম উপড়ানো অথবা কাঁচি দ্বারা বেছে বের করানো মাকরুহ। *সহিহ মুসলিমের* একটি বর্ণনায় এসেছে: হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এ কথা অপছন্দ করতেন যে, কোন ব্যক্তি নিজের মাথা অথবা দাড়ির সাদা পশএগুলো উপড়ে ফেলুক।[৭] হাফেজ ইবনে তাইমিয়া হানবালি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: সেনাবাহিনী ও অন্যান্যদের জন্য সাদা পশমগুলো উপড়ানো মাকরুহ। কেননা হাদিসে এসেছে: নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদা পশম উৎপাটন করা থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি এও বলেছেন, এটা হল ইসলামের নুর।[৮] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: সাদা পশম উৎপাটন কর না। কেউ যদি ইসলামে বৃদ্ধ হয় তাহলে তা (বার্ধক্যতা) তার জন্য কেয়ামতের দিন নুর হবে।[৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে: আল্লাহ তাআলা এর ফলে তার জন্য নেকি লিখবেন এবং তার পাপসমূহ মোচন করে দিবেন।[১০] হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে দাইলামি রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সাদা পশম উৎপাটন করবে, কেয়ামতের দিন সেই পশমগুলো তার জন্য বল্লম হয়ে দাঁড়াবে, যদ্দারা তাকে ছিদ্র করা হবে।[১১] *আদ্দুররুল মুখতারে* আছে: সাদা পশম উৎপাটনে কোনো অসুবিধা নেই, যখন সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য হবে না।[১২] কিন্তু সাধারণভাবে যারা এমনটা করে থাকে তাদের কর্ম দ্বারা এটাই প্রকাশ পায় যে, তারা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যই করে, যাতে সাদাপনা প্রকাশ না পায় এবং যাতে তাকে যুবক মনে হয়। এ কারণে হাদিসে এর নিষিদ্ধতা এসেছে।

মাসআলা: নিমদাড়ির পার্শ্বদেশের পশম সম্পর্কে *মাতালিবুল মুমিনিন* কিতাবের বর্ণনা হল, তা মুণ্ডনে কোনো অসুবিধা নেই। ইমাম গাজালি রাহিমাহুল্লাহ *ইয়াহিয়াউ উলুমিদ্দিনে* একে বিদআত বলেছেন। কিন্তু বিশুদ্ধ কথা এই যে, তা মুণ্ডানো বৈধ আছে। হজরত থানভি রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন:

মাসআলা: নিমদাড়ির পার্শ্বদেশের পশম মুণ্ডনে কোনো অসুবিধা নেই। শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভি রাহিমাহুল্লাহ "সিরাতে মুসতাকিম" এর ব্যাখ্যায় বয়ান করেছেন যে, নিমদাড়ির পার্শ্বদেশের পশম মুণ্ডনে কোনো অসুবিধা নেই।[১৩]

---

(১) হজরত ওয়াহব আবু জুহাইফা সুওয়ায়ি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, সহিহ বুখারি: ৩৫৪৫, মুসনাদে আহমাদ: ১৩২৬৩।

(২) ফাতাওয়া রহিমিয়া, ২/২৪৭।

(৩) মিরকাতুল মাফাতিহ, ৪/৪৫৭।

(৪) সুনানে আবু দাউদ: ৪১৬৩।– অনুবাদক

(৫) সুনানে আবু দাউদ: ১১৫৯, সুনানে তিরমিজি: ১৭৫৬, সুনানে নাসাই: ৫০৫৫, মুসনাদে আহমাদ: ১৬৭৯৩।– অনুবাদক

(৬) পাদটীকা, সুনানে আবু দাউদ, মুজতাবায়ি প্রকাশনী।

(৭) সুনানে তিরমিজি: ২৮২১, সুনানে নাসাই: ৫০৬৮, তাইসিরুল উসুল: ৪/১৯৭।

(৮) ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া, ১/১৮৪ (লেখক) সুনানে তিরমিজি: ২৮২১। (অনুবাদক)

(৯) সুনানে আবু দাউদ: ৪২০২।– অনুবাদক

(১০) সুনানে আবু দাউদ: ৪২০২।– অনুবাদক

(১১) বাহারে শরিয়ত, পৃ. ১৫৩।

(১২) আদ্দুররুল মুখতার।

(১৩) আততারায়িফ ওয়াজ জারায়িফ, থানভি রাহিমাহুল্লাহ।

মাসআলা: গালের পশম কর্তন করা বৈধ আছে, কিন্তু কর্তন না করাই উত্তম। *ফয়জুল বারিতে* আছে: আভিধানিক অর্থের দৃষ্টিকোণে গালে উৎপন্ন পশমগুলো দাড়ির অন্তর্ভুক্ত নয়, যদিও ফকিহরা একে কর্তন করা মাকরুহ বলেছেন। কেননা এগুলো ক্ষুর দিয়ে কর্তন করলে গালে অমসৃণতা সৃষ্টি হয়, আর উপড়ে ফেললে দৃষ্টিশক্তি হয় দুর্বল।(১)

মাসআলা: মাথার চুল অথবা দাড়ি সাদা হয়ে গেলে খিজাব লাগানো উচিত। হাদিসে এসেছে: ইহুদি-নাসারা খিজাব লাগায় না, সুতরাং তোমরা তাদের বিরোধিতা কর, অর্থাৎ খিজাব ব্যবহার কর।(২)

মাসআলা: পুরুষের জন্য শুধু মাথা ও দাড়িতে খিজাব লাগানো সুন্নাত এবং হাতে-পায়ে কোনো ওজর ছাড়া লাগানো হারাম। হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক হিজড়াকে নিয়ে আসা হল যার হাতে-পায়ে ছিল মেহেদি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সে এমন করল কেন? লোকজন আরজ করল, নারীর সাদৃশ্য গ্রহণ করতে গিয়ে। (এ কথা শুনে) তিনি তাকে মদিনা থেকে বহিষ্কার করে দিতে নির্দেশ জারি করলেন। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমরা তাকে হত্যা করব না কেন? বললেন, নামাজি ব্যক্তিকে হত্যা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে।(৩)

হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাফরান লাগাতে নিষেধ করেছেন।(৪) ইমাম নবভি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, নিষিদ্ধতার কারণ রঙ, সুগন্ধি নয়। কেননা সুগন্ধি পুরুষের জন্য পছন্দনীয় জিনিস।

মাসআলা: বিবাহিত নারীর জন্য হাতে-পায়ে মেহেদি ব্যবহার করা মুসতাহাব।(৫) হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, এক নারী পর্দার আড়াল থেকে হাত লম্বা করে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি চিঠি দিল, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত ধরে বললেন, আমি জানি না এটা নারীর হাত না পুরুষের হাত? সে আরজ করল, নারীর হাত। তিনি বললেন, নারী হলে তো হাত মেহেদি দ্বারা রঙিন হত!(৬) হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে যে, হিন্দ বিনতে উতবা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বাইআত হওয়ার আবেদন করলে তিনি বললেন: আমি তোমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত বাইআত করব না যতক্ষন তুমি নিজের হাত মেহেদি দ্বারা পরিবর্তন করবে না। (দেখ) এ যেন হিংস্র প্রাণীর হাত!(৭)

মাসআলা: মেহেদির রঙ স্বামীর পছন্দ না হলে নারীর জন্য মেহেদির খিজাব না করাই উত্তম। অন্য কোনো রঙ দ্বারা করবে, যা স্বামীর পছন্দ হয়। জনৈকা নারী হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে খিজাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: এতে কোনো অসুবিধা নেই (জায়েজ আছে), তবে (মেহেদির খিজাব) আমার পছন্দ নয়। কেননা আমার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এর গন্ধ পছন্দনীয় ছিল না।(৮)

মাসআলা: কালো খিজাব ব্যতীত সকল রঙের খিজাব ব্যবহার করা যেতে পারে। মক্কা বিজয়ের দিন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সম্মানিত পিতা হজরত আবু কুহাফা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উপস্থিত করা হয়, তখন তার মাথা ও দাড়ি সাগামার (৯) ন্যায় সাদা দেখে নবি

---

(১) ফয়জুল বারি, ৪/৩৮০, আনোয়ার শাহ কাশমিরি রাহিমাহুল্লাহ।

(২) সহিহ বুখারি: ৩৪৬২, সহিহ মুসলিম: ২১০৩, সুনানে আবু দাউদ: ৪২০৩, সুনানে তিরমিজি: ১৭৫২, সুনানে নাসাই: ৫০৬৯, সুনানে ইবনে মাজা: ৩৬২১।– অনুবাদক

(৩) সুনানে আবু দাউদ, ২/৩২৬।

(৪) সহিহ বুখারি: ১৮৪২, সহিহ মুসলিম: ১১৭৭, সুনানে আবু দাউদ: ১৮২৩, সুনানে নাসাই: ২৬৬৭, সুনানে ইবনে মাজা: ২৩৩০, তাইসিরুল উসুল, ২/১৩৭।– অনুবাদক

(৫) আলহাভি লিলফাতাভি, ১/৯৯, সুয়ুতি রাহিমাহুল্লাহ।

(৬) সুনানে আবু দাউদ: ৪১৬৬, সুনানে নাসাই: ৫০৮৯, মুসনাদে আহমাদ: ২৬২৫৮, তাইসিরুল উসুল, ২/১৩৭।– অনুবাদক

(৭) সুনানে আবু দাউদ: ৪১৬৫, তাইসিরুল উসুল, ২/১৩৭।

(৮) সুনানে আবু দাউদ: ৪১৬৪, সুনানে নাসাই: ৫০৯০, মুসনাদে আহমাদ: ২৪৮৬১, তাইসিরুল উসুল, ২/১৩৭।

(৯) ثَغَامَة এক ধরনের গাছের ফুল, যা শুভ্রকেশের ন্যায় সাদা হয়। (আউনুল মাবুদ বিশারহি সুনানি আবি দাউদ)– অনুবাদক

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এগুলো কোনো বস্তু দ্বারা পরিবর্তন করে দাও, অর্থাৎ খিজাব লাগাও। অবশ্য কালো রঙ থেকে বেঁচে থাকবে, অর্থাৎ কালো খিজাব ব্যবহার করবে না।(১)

মাসআলা: কালো খিজাব ব্যবহার করা বৈধ নয়। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: শেষ যুগে কিছু মানুষের আবির্ভাব হবে যারা কালো খিজাব লাগাবে, কবুতরের উদরের ন্যায়। এসব লোক জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না।(২) ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ তো শপথ করে একে মাকরুহ বলতেন। *আলমুগনিতে* আছে: কালো খিজাব ব্যববহার করা মাকরুহ। ইমাম আহমাদকে জিজ্ঞাসা করা হল: আপনি কি কালো খিজাব লাগানোকে মাকরুহ মনে করেন? তিনি বললেন, অবশ্যই, আল্লাহর শপথ করে বলছি।(৩) হানাফিদের অধিকাংশ মাশায়েখ থেকে মাকরুহ হওয়ার বক্তব্য আছে, অবশ্য ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ রূপসজ্জার জন্যও বৈধ আখ্যা দিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও না করা নিরাপদ ও অগ্রাধিকারযোগ্য।

মাসআলা: লাল খিজাব লাগানো ঐক্যমতে জায়েজ । এছাড়া কালো পশমের ন্যায় কালো রঙ ব্যতীত সকল রঙের খিজাব ব্যবহার করা বৈধ, এমনকি কালোর দিকে ধাবিত রঙেরও জায়েজ আছে (তবে শর্ত হল, কালো চুলের সাদৃশ্য হবে না) কেননা এসব রঙ দ্বারা পশমের সাদাপনার আলামত বোধগম্য হয়। *ফাতাওয়া আলমগিরিয়াতে* বিবৃত হয়েছে: মাশায়েখগণ এ কথার ওপর সহমত পোষন করেছেন যে, পুরুষের জন্য লাল খিজাব লাগানো সুন্নাত এবং তা মুসলমানের নিদর্শন ও আলামতও বটে। আর শত্রুপক্ষের চোখে অধিক ভীতিকর হওয়ার লক্ষ্যে মুজাহিদরা কালো খিজাব ব্যবহার করলে তা প্রশংসনীয়। এর ওপর মাশায়েখগণ একমত হয়েছেন। আর নারীদের প্রতি নিজেকে শোভিত করার লক্ষ্যে অথবা নিজেকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে এমনটা করা মাকরুহ। এ ব্যাপারে অধিকাংশ আলেমগন একমত। কেউ কেউ একে মাকরুহ ব্যতীত বৈধ আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেছেন, তার সাজসজ্জা যেমন আমি পছন্দ করি, আমার সাজসজ্জাও সে পছন্দ করার অধিকার রাখে। জাখিরা কিতাবে এমনই বিবৃত হয়েছে।(৪)

একটি সংশয়ের সমাধান

কালো খিজাবের ব্যাপারে *সুনানে ইবনে মাজার* একটি রেওয়ায়েত দ্বারা সন্দেহ তৈরি হতে পারে তাই এর ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। হজরত সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় বাণী নকল করেন যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জনৈক খিজাবকৃত ব্যক্তির দিকে ইশারা করে) বলেছেন: যে সব বস্তু দ্বারা তোমরা খিজাব করে থাক, তন্মমধ্যে সবচেয়ে উত্তম হল এই কালো রঙ (ইশারাকৃত ব্যক্তির খিজাবের দিকে), যা তোমাদের স্ত্রীদেরকে তোমাদের দিকে অনেক বেশি আকৃষ্টকারী এবং তোমাদের শত্রুদের অন্তরে তোমাদের সম্পর্কে অধিক ভয় সঞ্চারণকারী।(৫)

প্রথম কথা হল এই হাদিস দুর্বল, কেননা এতে দুজন বর্ণনাকারী এমন আছেন, যাদের কারণে হাদিস বিশুদ্ধতার স্তরে উত্তির্ণ হতে পারে না। দ্বিতীয় কথা এই যে, এ কথা সহিহ হাদিসের সাথেও সাংঘর্ষিক নয়, কেননা এতে ঐ কালোর বিবরণ যা সাহাবাদের মাঝে প্রচলিত ছিল, অর্থাৎ নীল-পাতা ও কাতিমের খিজাব যা ছিল কালো রঙের দিকে ধাবিত; বিলকুল কালো নয়। আর কালোর দিকে ধাবিত রঙের খিজাব ব্যবহার করা বৈধ। সাহাবায়ে কোরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে এই রঙের খিজাব ব্যবহারের প্রমাণিকতা আছে, তবে বিলকুল কালো প্রমাণিত নয়।(৬) যেহেতু কালো খিজাবের প্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকে, তাই এখানে ঐ অনুসন্ধানটি পেশ করা উচিত মনে করি, যা দারুল উলুম দেওবন্দের সাবেক প্রধান মুফতি হজরতে আকদাস মুফতি মুহাম্মাদ শফি রাহিমাহুল্লাহ *জাওয়াহিরুল ফিকহ* (২/৪২১-৪) এ লিখেছেন। অনুসন্ধানটি নিম্নরূপ:

---

(১) সহিহ মুসলিম: ২১০২, সুনানে আবু দাউদ: ৪২০৪, সুনানে নাসাই: ৫০৭৬।– অনুবাদক

(২) তাইসিরুল উসুল, কালো খিজাব ব্যবহার অধ্যায়।

(৩) আলমুগনি, ইবনে কুদামা রাহিমাহুল্লাহ।

(৪) ফাতাওয়া আলমগিরিয়া, ৫/১৩৯, বিস্তারিত জানতে দেখুন: ইমদাদুল ফাতাওয়া, ৪/২০৩-২১০।

(৫) সুনানে ইবনে মাজা: ৩৬২৫।– অনুবাদক

(৬) হজরত থানভি রাহিমাহুল্লাহ তার ইমদাদুল ফাতাওয়া, বাওয়াদিরুন নাওয়াদির, ২/৪৪২ এবং নাদিরা, পৃ. ৫৪ এ এ কথা বলেছেন।

দাড়ি ও পশমের খিজাবের বিশদ বিবরণ

প্রশ্ন: কালো রঙের খিজাব লাগানো জায়েজ না নাজায়েজ? দ্বিতীয় অংশে উত্তর হলে ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহুর বিরোধিতা ছিল কেন? (إني أريد أن أتزين لامرأتي) দ্বারা এটা স্পষ্ট বৈধ, বরং আকর্ষণীয় ও প্রশংসনীয় কাজ বোধগম্য হচ্ছে। আর যদি প্রথম অংশ গ্রহণ করা হয় তাহলে ইমাম আবু হানিফাসহ সাধারণ ফকিহগণ হারামের প্রবক্তা ছিলেন কেন? কেন স্রেফ গাজির জন্য বৈধ বলেন এবং অন্যদের জন্য নিষেধ করেন? শক্তিশালী দলিলের সাথে উত্তর কাম্য। কিতাবের রেফারেন্স লিখে বাধিত করবেন।

উত্তর: আল্লাহর প্রশংসা ও নবির ওপর সালাত-সালাম পাঠের পর: খিজাব সম্পর্কে বিভিন্ন আকৃতি ও বিভিন্ন অবস্থা হিসাবে শরিয়তের বিধানে কিছুটা বিশ্লেষণ আছে, যার নির্যাস এই যে, গবেষক উলামাদের দৃষ্টিতে কালো রঙ ছাড়া অন্য রঙের খিজাব লাগানো জায়েজ, বরং মুসতাহাব। লাল খিজাব অবিমিশ্র মেহেদির হোক কিংবা কালোর দিকে কিছুটা ধাবিত রঙের হোক যাতে কাত্‌ম মেশানো করা হয়েছে, তা সুন্নাত। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুহাদ্দিসদের মতে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন খিজাবের ব্যবহার প্রমাণিত। সাহাবাদের মধ্য থেকে হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং ইমামদের মধ্য থেকে হজরত মালেক রাহিমাহুল্লাহ এর আমলি প্রামাণিকতা অস্বীকার করে থাকেন। তবুও তারা নাজায়েজ বলেননি। ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ তাদের অস্বীকারের পর্যাপ্ত জবাব দিয়েছেন যার কিছু বাক্য এরকম: আনাস ব্যতীত অনেকে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খিজাব লাগিয়েছেন বলে প্রত্যায়ন করেছেন, যারা প্রত্যায়ন করেননি তারা প্রত্যায়নকারীদের সমতুল্য নয়। ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিজাব প্রমাণ করেছেন, তার সাথে রয়েছেন হাদিসবিদদের বিরাট একদল। আর ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ একে অস্বীকার করেছেন।(১) এছাড়া *সহিহ বুখারিতে* হজরত উসমান বিন আবদুল্লাহ বিন মাওহিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা হজরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে যাই। তিনি আমাদেরকে দেখাতে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল মোবারক বের করলেন, আমরা তা মেহেদি ও কাত্‌ম দ্বারা খিজাবকৃত দেখেছি।(২) এছাড়া হাদিসে এসেছে: শ্রেষ্ঠ খিজাব হল মেহেদি ও কাতম। (৩) এমনিভাবে হজরত সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে *সহিহাইনে* বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মেহেদি ও কাতম (৪) দিয়ে খিজাব লাগাতেন।(৫) *সুনানে আবু দাউদে* হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, মেহেদি দ্বারা খিজাবকৃত এক ব্যক্তি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করলে তিনি বললেন: এটা কতইনা সুন্দর রঙ। অতঃপর অন্য একজন ব্যক্তি অতিক্রম করল যে মেহেদি ও কাত্‌মের খিজাবকৃত ছিল। তাকে দেখে বললেন: তা ঐ ব্যক্তি থেকে উত্তম। তারপর তৃতীয় ব্যক্তি অতিক্রম করল যে হলুদ খিজাব লাগানো ছিল। তাকে দেখে বললেন: এটা সবচেয়ে উত্তম। (৬)

উল্লিখিত হাদিসসমূহের ওপরই ভিত্তি করেই হানাফিদের এই দৃষ্টিভঙ্গি। *ফাতাওয়া আলমগিরিয়ায়* আছে: মাশায়েখদের মতৈক্যে পুরুষের জন্য লাল খিজাব ব্যবহার করা সুন্নাত। এটা মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শন।(৭) *আদ্দুররুল মুখতারে* আছে: পুরুষের জন্য চুল ও দাড়িতে খিজাব করা মুসতাহাব। যদিও যুদ্ধ না হয়। ইবনে আবেদিন শামি রাহিমাহুল্লাহুও একে বহাল রেখেছেন।(৮) এতক্ষণ যে খিজাবের আলোচনা চলছিল তা মিশ্রিত কালো খিজাবের ব্যাপারে ছিল। আর যে খিজাব অবিমিশ্র কালো হবে তা তিন প্রকার। এক প্রকার

---

(১) জাদুল মাআদ ফি হাদয়ি খইরিল ইবাদ, ২/১২৭।

(২) জাদুল মাআদ ফি হাদয়ি খইরিল ইবাদ, ২/১২৬।

(৩) সুনানে আবু দাউদ: ৪২০৫, সুনানে নাসাই: ৫০৭৭, সুনানে তিরমিজি: ১২০৫, সুনানে ইবনে মাজা: ৩৬২২।– অনুবাদক

(৪) كَتَم: এক ধরনের ঘাস, যা মেহেদির সাথে মিশ্রিত করে খিজাব লাগানো হয়।– হাশিয়াতুস সিনদি আলা সুনানিবনি মাজা।– অনুবাদক

(৫) জাদুল মাআদ ফি হাদয়ি খইরিল ইবাদ, ইবনুল কায়্যিম হাম্বলি রাহিমাহুল্লাহ।

(৬) সুনানে আবু দাউদ: ৪২১১, সুনানে ইবনে মাজা: ৩৬২৭।

(৭) ফাতাওয়া আলমগিরিয়া, কিতাবুল কারাহাত, ৫/৩৫৯।

(৮) আদ্দুররুল মুখতার মাআ রাদ্দিল মুহতার, ৫/২৯৫, কিতাবুল হাজরি ওয়াল ইবাহা।

ঐক্যমতে জায়েজ, আরেক প্রকার ঐক্যমতে নাজায়েজ। আরেক প্রকার মতভেদপূর্ণ, অর্থাৎ জুমহুরের মতে না জায়েজ এবং কিছু আলেমদের দৃষ্টিতে জায়েজ।

প্রথম প্রকার: জিহাদের সময় মুজাহিদ এবং গাজি কালো খিজাব লাগাবে, যাতে করে শত্রুপক্ষ ভীত হয়। এটা ইমামদের ঐক্যমতে এবং মাশায়িখের মতৈক্যে জায়েজ। *ফাতাওয়া আলমগিরিয়ায়* রয়েছে: কোনো গাজি শত্রুপক্ষের উপর অধিক ভীতি সৃষ্টির লক্ষ্যে কালো খিজাব লাগালে তা প্রশংসনীয়, এর ওপর মাশায়িখগণ একমত।(১)

দ্বিতীয় প্রকার: ধোঁকা দেওয়ার লক্ষ্যে কালো খিজাব ব্যবহার করা। যেমন, পুরুষ নারীকে এবং নারী পুরুষকে ধোঁকা দিয়ে নিজের যৌবন প্রকাশের জন্য এমনটা করে থাকে অথবা কোনো চাকুরিজীবী মালিককে ধোঁকা দেওয়ার লক্ষ্যে করে থাকে। এটা ঐক্যমতে নাজায়েজ। কেননা ধোঁকা দেওয়া নেফাকের আলামতের অন্তর্ভুক্ত। আর কোনো মুসলমানকে ধোঁকা দিয়ে তার থেকে কোনো স্বার্থ হাসেল করা ঐক্যমতে হারাম। হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি সহিহ হাদিসে আছে যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি আমাদেরকে ধোঁকা দিল সে আমাদের মধ্য থেকে নয়। আর ধূর্ততা ও কপটতা যাবে জাহান্নামে।(২) এছাড়া হাদিসে আছে: পাক্কা মুমিন পরস্পর একে অপরের কল্যাণকামী হয়, যদিও তাদের মিল ও শরীর দূরে দূরে হয়। আর অসৎ লোক একে অপরের প্রতি হয় প্রতারক। তারা পরস্পর খেয়ানত করে, যদিও তাদের ঘর ও শরীর হয় নিকটবর্তী।(৩) *সহিহ বুখারির* অপর একটি হাদিসের কিছু শব্দ এরকম যে, বড় অপবাদ এই যে, কোনো ব্যক্তি নিজের পিতা ব্যতীত অন্যের দিকে নিজের বংশ সম্বন্ধ করল কিংবা চোখে ফাঁকি দিয়ে এমন বস্তু দেখাল, যা বাস্তবতায় সে দেখে না। অথবা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে এমন কথার নিসবত করল যা তিনি বলেননি।(৪)

তৃতীয় প্রকার: শুধু সুন্দরতা বৃদ্ধির জন্য কালো খিজাব ব্যবহার করা, যাতে করে নিজের স্ত্রী খুশি হয়। এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমাম ও মাশয়েখ একে মাকরুহ আখ্যায়িত করেছেন। আর ইমাম আবু ইউসুফসহ আরো কিছু মাশায়েখ জায়েজ আখ্যায়িত করেছেন। নিষেধকারীদের যুক্তি হল *সহিহ মুসলিমের* একটি হাদিস যে, তোমরা চুলের এই সাদাপনা কোনো বস্তু দ্বারা পরিবর্তন করে দাও এবং একে কালো থেকে রক্ষা কর।(৫) এছাড়া হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে সহিহ হাদিসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: শেষ যুগে এমন একটি সমপ্রদায় আসবে, যারা কালো খিজাব ব্যবহার করবে। জান্নাতের সুগন্ধিও তাদের কাছে পৌঁছবে না।(৬) জায়েজের প্রবক্তাগণ কয়েকজন সাহাবায়ে কেরামের ফতোয়া ও আমল দ্বারা যুক্তিপ্রদর্শন করেছেন। আর উল্লিখিত হাদিসের এই ব্যাখ্যা করেছেন যে, নিষিদ্ধতা ঐ অবস্থার সাথে নির্দিষ্ট, যাতে প্রতারণা ও ধোঁকা দেওয়া অভীষ্ট হয়। যে সকল সাহাবায়ে কেরাম থেকে কালো খিজাব ব্যবহারের কথা বর্ণিত আছে তাদের মাঝে আছেন হজরত হাসান এবং হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। ইবনে জারির রাহিমাহুল্লাহ *তাহজিবুল আসার* কিতাবে এ কথা নকল করেছেন। *জাদুল মাআদে* এমনটাই রয়েছে।

এছাড়া হজরত উসমান বিন আফফান, আবদুল্লাহ বিন জাফর, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, উকবা বিন আমির, মুগিরা বিন শুবা, জারির বিন আবদুল্লাহ এবং আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে হাদিসে এমনই বর্ণিত

---

(১) ফাতাওয়া আলমগিরিয়া, কিতাবুল কারাহিয়াত, ৫/৩৬৯, *জাখিরার* সূত্রে রাদ্দুল মুহতারেও এরকম এসেছে: ৫/২৯৫।

(২) তবারানি রাহিমাহুল্লাহ তার *আলমুজামুল কাবির* এবং *আলমুজামুস সাগির* উভয় কিতাবে একে উৎকৃষ্ট সনদের সাথে নকল করেছেন। ইবনে হিব্বান তার *সহিহে*ও নকল করেছেন। ইমাম আবু দাউদ তার *মারাসিলে* হাসান বাসরি থেকে সংক্ষিপ্তভাবে মুরসাল রেওয়ায়েত করেছেন। সেখানে আছে: ধূর্ততা, কপটতা ও খেয়ানত জাহান্নামে যাবে। (আততারগিব ওয়াত তারহিব লিলমুনজিরি)।

(৩)শাইখ ইবনে হিব্বান তার *কিতাবুত তাওবিখে* হাদিসটি নকল করেছেন (আততারগিব ওয়াত তারহিব লিলমুনজিরি)।

(৪) সহিহ বুখারি, ১/৪৯৮।

(৫) জাদুল মাআদ, ২/১২৭।

(৬) সুনানে আবু দাউদ: ৪২১২, সুনানে নাসাই: ৫০৭৫, সহিহ ইবনে হিব্বান, আলমুসতাদরাক আলাস সাহিহাইন। হাকেম একে সহিহ বলেছেন। (আততারগিব ওয়াত তারহিব, মুনজিরি)।

হয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ এ সকল হজরতদের আমল দ্বারা দলিল প্রদান করেছেন। *রাদ্দুল মুহতারে* আছে: যেভাবে তার সাজসজ্জা আমার পছন্দনীয়, এমনই আমারও সাজসজ্জা তার পছন্দনীয়।[১] *আলমগিরিয়াতে* আছে: নারীদেরকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে এ ধরনের সাজসজ্জা করা মাকরুহ। অধিকাংশ মাশায়েখের এই মত। আবার কেউ একে মাকরুহ হওয়া ব্যতিরেকে বৈধ আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: যেভাবে তার সাজসজ্জা আমার পছন্দনীয়, এমনই আমার সাজসজ্জাও তার পছন্দনীয়। *জাখিরা* কিতাবে এমনই আছে।[২]

সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরাম মূল মারফু হাদিসসমূহকে দলিল বানিয়ে একে মাজহাব আখ্যা দিয়েছেন। তারা আলোচিত সাহাবাদের আমলের উত্তর এটা দিয়েছেন যে, তাদের খিজাব অবিমিশ্র কালো ছিল না, বরং কালোর দিকে ধাবিত লাল ছিল। এটা কীভাবে হতে পারে যে, হাদিসে নিষেধাজ্ঞা ও কঠিন ধমকি থাকা সত্ত্বেও তারা এর বিরোধিতা করবেন?! তাই আমল ও ফতোয়ায় সর্তকতা কাম্য যে, অবিমিশ্র কালো খিজাব মুজাহিদ নয় এমন ব্যক্তির জন্য মাকরুহ। যেমনটা *ফাতাওয়া আলমগিরিয়া* ও *রদ্দুল মুহতারের* সূত্রে অতীত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন।

লিখেছেন: অধম মুহাম্মাদ শফি গুফিরালাহ
খাদেম, দারুল ইফতা দারুল উলুম দেওবন্দ
৬ রবিউস সানি ১৩৫১ হিজরি।

(১) রাদ্দুল মুহতার, ৫/২৯৫।
(২) ফাতাওয়া আলমগিরিয়া, ৫/৩৭।

মাসআলা: মোচের পার্শ্বদেশের পশমসমূহও মোচের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু তা বহাল রাখাও বৈধ। সালাফ থেকে বিশেষত হজরত ফারুকে আজম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে তা রাখার প্রামাণিকতা আছে। হজরত থানভি রাহিমাহুল্লাহ লিখেন:

মাসআলা: মোচের পার্শ্বদেশের পশমসমূহ বহাল রাখাতে কোনো অসুবিধা নেই। মুহাদ্দিসে দেহলভি রাহিমাহুল্লাহ *লুমআতুত তানকিহ* কিতাবে এ সম্পর্কে "কোনো অসুবিধা নেই" লিখেছেন। **(হেকমত)** কেননা তা না মুখ আবরণ করে এবং না এতে খাবার চর্বিও লেগে থাকে। ইমাম গাজালি রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন: মোচের পার্শ্বদেশের পশমসমূহ বাকি রাখাতে কোনো অসুবিধা নেই। হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম থেকে তা রাখা প্রমাণিত। (১)

মাসআলা: দাড়ি গজানোর বয়স হওয়ার পূর্বে কানের সামনে গজানো পশম মাথার পশমের অন্তর্ভুক্ত। কাঁচি দ্বারা এগুলো কাটা বৈধ আছে। (২)

মাসআলা: গলার পশম মুণ্ডানোর ব্যাপারে আল্লামা ইবনে আবেদিন শামি রাহিমাহুল্লাহ লিখেন: গলার পশম মুণ্ডাবে না।(৩) *ফাতাওয়া আলমগিরিয়াতেও* এমনই লিখেছেন। কিন্তু এটা ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহুর মাজহাব। হজরত ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে যে, এগুলো মুণ্ডনে কোনো অসুবিধা নেই।(৪)

মাসআলা: দাড়ি যদি পাতলা হয় অর্থাৎ পশমের ভেতর দিয়ে চামড়া দৃষ্টিপাত হলে ওজুতে চামড়া ধৌত করা অর্থাৎ পশমের মূলে পানি পৌঁছানো ফরজ। আর যদি দাড়ি ঘনীভূত হয়, অর্থাৎ চামড়া দৃষ্টিগোচর না হয় তাহলে দাড়ির যে অংশ চেহারার গোলাকৃতির অন্তর্ভুক্ত (অর্থাৎ যদি এই পশম ধরে নিচের দিকে টানা হয় তবুও তা চেহারার সীমা থেকে বাইরে যায় না) তা ধৌত করা ফরজ। আর যে পরিমাণ অংশ চেহারার সীমা ও গোলাকৃতির নিচে ঝুলন্ত তা মাসাহ করা সুন্নাত।(৫)

অতএব, থুতনিতে গজানো পশম ধৌত করা ফরজ নয়, কেননা তা উৎপন্ন হতেই চেহারার সীমা থেকে বাইরে চলে যায়। অবশ্য গাল ও চোয়ালে উৎপন্ন চেহারার সীমার অন্তর্ভুক্ত পশম ধৌত করা ফরজ। *আদ্দুররুল মুখতারে* আছে: সমস্ত দাড়ি ধৌত করা ফরজ, অর্থাৎ আমলের দিক থেকে, সহিহ ও মুফতা বিহি উক্তিনুযায়ী, যার দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। আর এই বর্ণনা ব্যতীত অন্যান্য বর্ণনা প্রত্যাহারকৃত। *বাদায়িউস সানায়ি* কিতাবে এমনই বিবৃত হয়েছে। অতঃপর এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই যে, ঝুলন্ত দাড়ি ধৌত করা এবং মাসাহ করা ওয়াজিব নয়, বরং তা সুন্নাত। আর চামড়া দৃষ্টিগোচর হয় এমন পাতলা দাড়ির মূল পর্যন্ত ধৌত করা আবশ্যক। *নাহরুল ফায়িক* কিতাবে এমনই এসেছে। (৬)

মাসআলা: দাড়ি ঘনীভূত হলে (ইহরামের অবস্থা ব্যতীত) খিলাল করা গোসলে ওয়াজিব এবং ওজুতে সুন্নাত। খিলালের অর্থ: দাড়ির নিচে হাত রেখে পশমগুলো বিক্ষিপ্ত করা। ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ ওজুতে খিলাল করাকে সুন্নাত বলেছেন। আর ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহু দ্বয়ের দৃষ্টিতে তা

---

(১) ইয়াহিয়াউ উলুমিদ্দিন, ইমাম গাজালি রাহিমাহুল্লাহ।

(২) ইমদাদুল ফাতাওয়া, ৪/২১৩।

(৩) রাদ্দুল মুহতার, ৫/৪০১।

(৪) ফাতাওয়া আলমগিরিয়া, ৫/৩৫৯।

(৫) ইমদাদুল ফাতাওয়া, ১/৬০৫।

(৬) এর ব্যাখ্যায় রাদ্দুল মুহতারে (১/৯৩) বলা হয়েছে:

قال ابن عابدين: قوله: (أن المسترسل) أي الخارج عن دائرة الوجه، وفسره ابن حجر في شرح المنهاج بما لو مد من جهة نزوله لخرج عن دائرة الوجه، وعلى هذا فالنابت على أسفل الذقن لا يجب غسل شئ منه لأنه بمجرد ظهوره يخرج عن حد الوجه، لان ذلك جهة نزوله. وإن كان لو مد إلى الفوق لا يخرج عن حد الجبهة، وكذا النابت على أطراف الحنك من اللحية، وأما النابت على الخدين فيجب غسل ما دخل منه في دائرة الوجه دون الزائد عليها. ولذا قال في البدائع: الصحيح أنه يجب غسل الشعر الذي يلاقي الخدين وظاهر الذقن لا ما استرسل من اللحية عندنا. وعند الشافعي يجب، لان ما استرسل تابع لما اتصل وللتبع حكم الأصل. ولنا أنه إنما يواجه إلى المتصل عادة لا إلى المسترسل فلم يكن وجها فلا يجب غسل ا ه، فتأمل .ثم رأيت المصنف في شرحه على زاد الفقير قال ما نصه: وفي المجتبى قال البقالي :وما نزل من شعر اللحية من الذقن ليس من الوجه عندنا خلافا للشافعي ا ه .ولا رواية في غسل الذؤبتين إذا جاوزتا. (هذه العبارات كانت على الأصل جعلتها في الحاشية مع زيادة - مترجم)

মুসতাহাব। ইবরাহিম হালবি রাহিমাহুল্লাহুর সিদ্ধান্ত এরকম: যুক্তির দিক থেকে ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহুর উক্তি প্রাধান্যযোগ্য বোধ হয়। সুতরাং এটাই বিশুদ্ধ।[১]

হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ওজু করতেন, তিনবার চেহারা ধৌত করার পর হাতের তালুতে পানি নিয়ে থুতনির অভ্যন্তরে পানি ঢুকাতেন এবং এ দ্বারা দাড়ি মোবারক খিলাল করতেন। আর বলতেন, আমাকে আমার পালনকর্তা এমনটা করতে নির্দেশ দিয়েছেন।[২] কেউ হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খিলাল করতে দেখে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি খিলাল করেন? বললেন: করব না কেন? অথচ আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খিলাল করতে দেখেছি![৩] গোসলে খিলাল করা ওয়াজিব, কারণ হাদিস শরিফে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক পশমের নিচে অপবিত্রতার ছাপ আছে, সুতরাং পশম নরম কর এবং চামড়া পরিষ্কার কর। [৪]

সংযুক্তি: এক হাত দ্বারা খিলাল করা উচিত, কিন্তু উভয় হাত দ্বারা করলেও কোনো সমস্যা নেই।

মাসআলা: চিবুক (কানের লতির নিচে চোয়ালে থাকা পশমের চরণ) এবং কানের মধ্যখানের পশমহীন স্থান ওজুতে ধৌত করা ফরজ। মানুষ এতে চরম উদাসীনতা করে থাকে। *আদ্দুররুল মুখতারে* আছে: চিবুক ও কানের মধ্যখান ওজুতে ধৌত করা আবশ্যক, চেহারার সীমানার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দরুন। এর ওপরই ফতোয়া দেওয়া হয়।[৫]

নবিদের আরো কিছু সুন্নাহ

ফিতরাতের বস্তু শুধু দশই নয়। শাইখ আবু বকর ইবনুল আরাবি মালেকি রাহিমাহুল্লাহুর[৬] মত এই যে, ফিতরাতের বস্তুসমূহের সংখ্যা ত্রিশ পর্যন্ত পৌঁছে থাকে।[৭] তন্মধ্য থেকে দশটির বিবরণ পূর্ণ হয়েছে। এখন আরো দুটি সুন্নাতের বিবরণ যথাপযুক্ত মনে হচ্ছে, কেননা আজকের যুগে তা জানা অত্যন্ত জরুরি।

(১১) খতনা করানো

সুনানে আবু দাউদে হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যাতে খতনা করানোকে ফিতরাতের বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[৮] এমনিভাবে হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর রেওয়ায়েতেও একে ফিতরাতের আওতাধীন করা হয়েছে। [৯]

খতনার অর্থ

খতনার অর্থ: পুরুষের লিঙ্গাগ্রের ত্বক কেটে ফেলা, যা পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ আবরণ করে রাখে।[১০]

খতনার হুকুম

ফুকাহায়ে ইসলামের মধ্য থেকে হজরত ইমাম শাফি রাহিমাহুল্লাহ খতনা করানোকে ওয়াজিব আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ থেকেও ওয়াজিবের একটি বর্ণনা আছে, তবে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বিশুদ্ধ বর্ণনা এই যে, খতনা করানো সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ও ইসলামের প্রতীক। এর দ্বারা মুসলিম-অমুসলিমের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। এ কারণেই একে ফিতরাতের বস্তুসমূহের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। সম্মিলিতভাবে তা ছেড়ে দেওয়ার কোনো অবকাশ নেই। যেমন, ফরজ নামাজের জন্য আজান দেওয়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, কিন্তু তা ইসলামের প্রতীকেরও অন্তর্ভুক্ত। তাই সম্মিলিতভাবে একে ছেড়ে দেওয়া কখনো অনুমোদিত নয়। *আদ্দুররুল মুখতারে* আছে: কারণ খতনা করানো সুন্নাত এবং তা ইসলামের প্রতীক ও বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত।

---

(১) গুনয়াতুল মুতামাল্লি, ইবরাহিম হালবি।

(২) সুনানে আবু দাউদ: ১৪৫। (অনুবাদক) বাজলুল মাজহুদ, ১/৮৬। (লেখক)

(৩) সুনানে তিরমিজি: ৩০২৯, সুনানে ইবনে মাজা: ৪২৯, মুনসাদে হুমাইদি: ১/৮১, ইমাম আহমাদ বলেন, ইবনে উওয়াইনা রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আবদুল কারিম নামক রাবি হাসসান থেকে খিলালের হাদিস শ্রবণ করেননি। (মুসনাদে আহমাদ, ১/৮৩)

(৪) সুনানে আবু দাউদ: ২৪৮। ইমাম আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ হাদিসটি নকল করে বলেন, হারিস বিন ওয়াজিহের হাদিস মুনকার এবং সে একজন দুর্বল বর্ণনাকারী। (অনুবাদক) বাজলুল মাজহুদ, ১/৮৭। (লেখক)

(৫) আদ্দুররুল মুখতার।

(৬) প্রকাশ থাকে যে, তিনি সীমালঙ্ঘনকারী সুফি ইবনে আরাবি নন।– অনুবাদক

(৭) ফাতহুল বারি, ১০/২৯৩, ইবনে হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ।

(৮) বাজলুল মাজহুদ, ১/৩৪।

(৯) সহিহ বুখারি: ৫৮৮৯, সহিহ মুসলিম: ২৫৭, সুনানে আবু দাউদ: ৪১৯৮, সুনানে তিরমিজি: ২৭৫৬, সুনানে নাসাই: ৯, সুনানে ইবনে মাজা: ২৯২।– অনুবাদক

(১০) আললুলুউ ওয়াল মারজান, ১/৬৫।

যদি কোনো দেশবাসী খতনা না করানোর ওপর একমত হয়ে যায় তাহলে শাসক তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে।(১) হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ *ফাতহুল বারিতে* (১০/২৮৭) ওয়াজিব হওয়ার দলিলসমূহের ওপর বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছেন। কিন্তু বিশুদ্ধ কথা তাই যা শাওকানি রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন যে, ওয়াজিবের দলিলসমূহ অসম্পূর্ণ। আর ফিতরাতের হাদিস থেকে তা সুন্নাত হওয়াই বোধগম্য হয়। সুতরাং এটা মেনে নেওয়া উচিত। *নাইলুল আওতারে* আছে: বিশুদ্ধ কথা এই যে, ওয়াজিবের ওপর নির্দেশ করে এমন কোনো সহিহ দলিল নেই। তবে সুন্নাত হওয়া সন্দেহাতীত বিষয়। একটি হাদিসে এসেছে: পাঁচটি বস্তু ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত। আর সন্দেহাতীতের ওপর থেমে যাওয়া ওয়াজিব, যতক্ষণ না এর বিপরীত দলিল পাওয়া যাবে।(২)

মাসআলা: মুসতাহাব এই যে, লিঙ্গাগ্রের সূচনার মূল থেকে চামড়া কেটে ফেলা উচিত। ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: এটাই নির্ভরযোগ্য মত।(৩)

মাসআলা: খতনা করানোর পরও পূর্ণ চামড়া না কাটলে দেখবে, যদি যে পরিমাণ চামড়া কেটে ফেলা উচিত ছিল এর অর্ধেক থেকে বেশি কেটে যায় তাহলে খতনা বিশুদ্ধ হয়ে গেছে, পুণরায় খতনা করানো আবশ্যক নয়। আর যদি অর্ধেক বা এরচেয়ে কম কাটে তবে ফের খতনা করানো আবশ্যক। বাস্তব ও কার্যত খতনা না করানোর কারণে।(৪)

মাসআলা: খতনা করানোর পরে চামড়া বৃদ্ধি হয়ে লিঙ্গাগ্র ঢেকে গেলে পুনরায় খতনা করাতে হবে। আর চামড়া এই পরিমাণ বৃদ্ধি না পেলে ফের খতনা করানো আবশ্যক নয়।(৫)

মাসআলা: যদি কোনো বাচ্চা লিঙ্গাগ্র উন্মুক্ত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে এবং অবলোকনকারী তাকে খতনাকৃত মনে করে। আর কর্তনযোগ্য না এই পরিমাণ চামড়াও না থাকে অথবা টানলে বা কর্তন করলে যতেষ্ট পরিমাণ কষ্ট হয় তাহলে খতনা করানোর প্রয়োজন নেই। *আদ্দুররুল মুখতারে* আছে: কোনো বাচ্চার লিঙ্গাগ্র যদি এভাবে খোলা থাকে যে, মানুষ তাকে দেখে খতনাকৃত মনে করে এবং তার পুরুষাঙ্গের চামড়া প্রচণ্ড কষ্ট সহ্য করা ছাড়া কর্তন করা না যায় তাহলে তাকে তার অবস্থায় ওপর ছেড়ে দেওয়া হবে।(৬)

নোট: মাঝে-মধ্যে এমনটা হয়ে থাকে। সাধারণত এমন হয় যে, লিঙ্গাগ্রের কিছু অংশ উন্মুক্ত থাকে। স্মরণ রাখা উচিত যে, এমন বাচ্চার খতনা করানো আবশ্যক। *নাইলুল আওতার* এবং *ফাতহুল বারিতে* এসেছে: আবু শামা রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, সাধারণত এমন শিশুর লিঙ্গাগ্র পূর্ণ উন্মুক্ত থাকে না, বরং লিঙ্গাগ্রের কিছু অংশ প্রকাশ থাকে, এমনটা হলে পূর্ণ খতনা করানো অপরিহার্য। (৭)

মাসআলা: যদি কোনো ব্যক্তি অধিক বয়সে মুসলমান হয় অথবা কোনো বাচ্চা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরও কোনো কারণবশতঃ এখনো খতনা করানো হয়নি। আর অভিজ্ঞ কোনো মুসলিম ডাক্তার পরামর্শ দেয় যে, বৃদ্ধ হওয়ার কারণে অথবা দুর্বলতার কারণে এই ব্যক্তি খতনার কষ্ট সহ্য করতে পারবে না, বরং মৃত্যুরও আশঙ্কা আছে, তাহলে তার খতনা না করানো উচিত। আদ্দুররুল মুখতারে আছে: যদি কোনো বৃদ্ধ ব্যক্তি মুসলমান হয় এবং অভিজ্ঞরা বলে, সে খতনার কষ্ট সহ্য করতে পারবে না, তাহলে তার খতনা করানো ছেড়ে দেওয়া হবে।(৮) কাহিল প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর যদি তার অবস্থা দ্বারা বোধ হয় যে, খতনা করালে সে ধ্বংস হয়ে যাবে, তাহলে (তার খতনা করানো) ওয়াজিব হবে না(৯) মুহাদ্দিসে কাবির আল্লামা কাশমিরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: আমি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে খতনার করানোর নির্দেশ দেব না, কেননা খতনা অনেক কষ্ট প্রদানকারী, কখনো তা ধ্বংসের ঘাটেও নিয়ে যায়।(১০)

মাসআলা: কত বছর বয়সে খতনা করানো হবে? এ ব্যাপারে বিশেষ কোনো সময় নির্ধারিত নেই। ফকিহদের বক্তব্যও এক নয়, মোটামুটি মতৈক্য সৃষ্টির কোনো সুরতও নেই। এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহকে

---

(১) আদ্দুররুল মুখতার, ৫/৬৫৬।
(২) নাইলুল আউতার, ১/১১০।
(৩) ফাতহুল বারি, ১০/২৮৬।
(৪) আদ্দুররুল মুখতার।
(৫) ফাতাওয়া আলমগিরিয়া।
(৬) আদ্দুররুল মুখতার, ৫/৬৫৬।
(৭) নাইলুল আওতার, ১/১০৮, ফাতহুল বারি, ১০/২৫৬।
(৮) আদ্দুররুল মুখতার।
(৯) ফাতহুল বারি, ১০/২৮৯।
(১০) ফয়জুল বারি, ৪/৪১৩।

জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জ্ঞানহীনতা প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রাহিমাহুমাল্লাহ থেকেও কিছু বর্ণিত হয়নি।(১)

তবে দুটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। প্রথমতঃ বালেগ হওয়ার আগে আগে খতনা হয়ে যাওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ বাচ্চার মধ্যে খতনার কষ্ট সহ্য করার ধৈর্যশক্তি সৃষ্টি হতে হবে। *আদ্দুররুল মুখতারে* এসেছে: খতনার সময় অনির্ধরিত। কেউ ধর্যশক্তির যোগ্যতা থাকতে হবে বলেছেন। এটাই গ্রহণযোগ্য মত।(২) বালেগ হওয়ার আগে খতনার কোনো সময়সীমা নেই। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ থেকে এ কথাই বর্ণিত।(৩)

প্রাসঙ্গিক সংযোজন: বাচ্চার জন্মের সাথে সাথে অথবা অতি দ্রুত খতনা দেওয়াতে বহুত উপকারিতা নিহিত। কেননা বয়স যত বৃদ্ধি পাবে ত্বক হবে তত শক্ত। এমতাবস্থায় খতনায় বেশি কষ্ট হবে, তাই বিলম্ব না করা উচিত। *ফাতহুল বারিতে* আছে: আবুল ফারজ সারাখসি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, কনিষ্ঠকালে বালকের খতনা দেওয়াতে অনেক কল্যাণ নিহিত। কারণ, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর ত্বক শক্ত ও রূঢ় হয়ে যায়। এ কারণে ইমামগণ সাবালক হওয়ার আগে খতনা দেওয়াকে বৈধ বলেছেন।(৪)

হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে একটি দুর্বল বর্ণনায় এসেছে যে, জন্মের সপ্তম দিনে খতনা করানো সুন্নাত।(৫) অন্য এক বর্ণনায় এসেছে: নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত হাসানাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমার খতনা সপ্তম দিনে দিয়েছেন।(৬) ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহকে এই হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: এ ব্যাপারে আমার কোনো জ্ঞান নেই। তবে তিনি এও বলেছেন, খতনা করানো পবিত্রতা, তাই দ্রুত করানো উত্তম। ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: সপ্তম দিনে খতনা করানো মুসতাহাব।(৭)

একটি মুসনাদ, কিন্তু গরিব বর্ণনায় এসেছে যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের সপ্তম দিনে দাদা আবদুল মুত্তালিব তার খতনা দিয়েছেন এবং তার নাম রেখেছেন মুহাম্মাদ।(৮)

আজকের যুগে তো খতনা করানো অনেক সহজ হয়ে গেছে। ভালো ভালো ওষুধ তৈরি হয়েছে, নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে। তাই উত্তম হল, বোধহীন অবস্থায়ই খতনা করানো। তখন বাচ্চাকে হেফাজত করাও সহজ, জখমও অতি দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবে। আর বাচ্চা বোধশক্তিমান হলে তাকে হেফাজত করা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়, জখমও বিলম্বে সুস্থ হয়। সর্বাবস্থায় দ্রুত খতনা দেওয়াতে অনেক ফায়দা নিহিত।

মাসআলা: নারীর খতনা করানো সুন্নাত নয়। অবশ্য নারী খতনাকৃত হওয়া পুরুষের জন্য অনেক উপভোগের। এ কারণে একে পছন্দ করা হয়েছে। *আদ্দুররুল মুখতারে* আছে: নারীর খতনা সুন্নাত নয়, বরং এটা পুরুষের জন্য আনন্দের বিষয়। কেউ কেউ একে সুন্নাত বলেছেন।(৯) "পুরুষের জন্য আনন্দের" অর্থাৎ সঙ্গমে অধিক তৃপ্তিদায়ক।(১০) হাদিসে এসেছে: পুরুষের জন্য খতনা করানো সুন্নাত এবং নারীর জন্য খতনা করানো উত্তম। হাদিসটি ইমাম আহমাদ ও বাইহাকি নকল করেছেন, তবে তা হাজ্জাজ বিন আরতাতের সূত্রে। আর সে নির্ভরযোগ্য নয়। (১১) অবশ্য এর সমর্থনে অন্য হাদিস বিদ্যমান।(১২)

---

(১) আদ্দুররুল মুখতার।

(২) আদ্দুররুল মুখতার।

(৩) ফয়জুল বারি, ৪/৪১৩।

(৪) ফাতহুল বারি, ১০/২৮৯।

(৫) হাদিসটি ইমাম তবারানির আলমুজামুল কাবিরে রয়েছে। তবে হাদিসের সনদ দুর্বল।– অনুবাদক

(৬) সুনানে কুবরা, ৮/৩২৪। এই হাদিসের সনদটি দুই কারণে দুর্বল: প্রথমতঃ এটা জুহাইর থেকে সিরিয়ানদের রেওয়ায়েত। তার থেকে তাদের রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য নয়। যেমনটা আছে তাকরিবুত তাহজিবে। দ্বিতীয়তঃ ওয়ালিদ নামক রাভির عن দ্বারা বর্ণনা করা। সে প্রচুর তাদলিসকারী। এছাড়া সনদে আরো দুটি সমস্যা আছে।– অনুবাদক

(৭) এসব বর্ণনা ফাতহুল বারি (১০/২৮৯) এবং নাইলুল আওতার (১/২৮৬) থেকে নেওয়া।

(৮) জাদুল মাআদ, ১/২০। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে বিশুদ্ধ কথা এই যে, তিনি খতনাহীন জন্মগ্রহণ করেছেন।– রাদ্দুল মুহতার, ৫/৬৫৭। (লেখক) এ বিষয়ে তিনটি মত রয়েছে। তবে বিশুদ্ধতম কথা তাই, যা ইবনুল আদিম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন। তিনি বলেন: বিশুদ্ধতম কথা হল, জন্মের সপ্তম দিনে দাদা আবদুল মুত্তালিব তার খতনা দিয়েছেন।– তুহফাতুল মাওলুদ, পৃ. ২০৬, ইবনুল জাওজি।– অনুবাদক

(৯) আদ্দুররুল মুখতার।

(১০) রাদ্দুল মুহতার।

(১১) নাইলুল আওতার, ১/১১০।

(১২) ফাতহুল বারি, ১০/২৮৭।

মাসআলা: ছেলের খতনা দেওয়া উপলক্ষে সাধারণ ভোজের আয়োজনে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু মেয়ের খতনার সময় এর অনুমোদন নেই। *মুসনাদে আহমাদে* রেওয়ায়েত এসেছে যে, জনৈক ব্যক্তি হজরত উসমান বিন আবুল আস রাদিয়াল্লাহুকে খতনার ভোজে আমন্ত্রণ জানালে তিনি যেতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, আমরা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কখনো খতনার দাওয়াতে যাইনি।(১) আবুশ শাইখ রাহিমাহুল্লাহ এই বর্ণনায় এতটুকু বৃদ্ধি করেছেন যে, এই ঘটনা ছিল মেয়ের খতনার।(২)

তবে আজকের যুগে ভোজের আয়োজনে অনেক বেশি ব্যবস্থাপনা করা হয়, লোকদেরকে মানুষ এবং চিঠি-পত্রের মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানিয়ে সমবেত করা হয়। এটা সুন্নাহর খেলাপ।(৩) এছাড়া খতনা উপলক্ষে পয়নামা, ভাত এবং নৃত্য-গীতের আয়োজন, এগুলো অনর্থক কুসংস্কার ও সরাসরি ইসলামিক শিক্ষার বিপরীত।(৪)

(১১) মাথায় সিঁথি বের করা

হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার রেওয়ায়েতে মাথায় সিঁথি বের করাকেও ফিতরাতের বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।(৫) সূচনাকালে আহলে কিতাবের সাযুজ্যের কারণে রাসুলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মাথায় সিঁথি বের করার অভ্যাস ছিল ন, কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহর নির্দেশে বের করতেন। তবে এর প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগী হতেন না। হজরত হিন্দ বিন আবু হালা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যদি সহজতার সাথে তার মাথায় সিঁথি বের হয়ে যেত তাহলে বের করতেন। আর যদি কোনো করণে সহজে বের না হত, বরং চিরুনি ইত্যাদির প্রয়োজন পড়ত বের করতেন না। অন্য সময় চিরুনি ইত্যাদি বিদ্যমান হলে বের করে নিতেন।(৬)

যাহোক, মাথায় সিঁথি বের করা মুসতাহাব।(৭) নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাকের বরাবর সিঁথি বের করতেন। বর্তমানে ডানে-বামে সিঁথি বের করা হয়, এটা ইসলামিক নিয়ম নয়। মেয়েদের জন্যও মাথায় সিঁথি বের করা উচিত।

পশমের বিধানসমূহ

পশমের আকার-আকৃতির ব্যাপারে ইসলাম সুস্পষ্ট বিধানাবলী দিয়েছে, যা নিম্নে লেখা হচ্ছে:

মাসআলা: কানের লতি পর্যন্ত অথবা এরচেয়ে একটু নিচ পর্যন্ত পুরো মাথার চুল রাখা সুন্নাত। আর মাথা মুণ্ডালে পুরো মাথাই মুণ্ডানো সুন্নাত। পুরো মাথার চুল সমান করে কর্তন করাও বৈধ। *আলমগিরিয়ায়* আছে: মাথার চুলের ক্ষেত্রে সুন্নাত এটাই যে, হয়তো সিঁথি বের করবে অথবা মুণ্ডাবে। ইমাম তাহাভি বলেন, মুণ্ডানো সুন্নাত।(৮)

মাসআলা: কাঁচি/মেশিন দ্বারা মাথার সমস্ত চুল বরাবর করে কর্তন করাও জায়েজ।

মাসআলা: চুল বেশি লম্বা হয়ে গেলে নারীর ন্যায় গদি বাঁধা বৈধ নয়। *রাদ্দুল মুহতার* ও *ফাতাওয়া আলমগিরিয়ায়* এসেছে: বোনাকরণ ব্যতিরেকে চুল ছেড়ে দিবে। বোনা করা মাকরুহ।(৯) অবশ্য চুল দুই-তিন ভাগে বণ্টন করে প্রত্যেক অংশ গুটানো ছাড়া প্যাচ দিয়ে গোল করে নিবে, যাতে বিক্ষিপ্ত না হয়। এমনটা করা বৈধ এবং নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত। হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সহোদরা হজরত উম্মে হানি রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, হিজরতের পরে একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় আগমন করেন, তখন তার চুল মোবারক ছিল চার অংশে ক্ষেতের আলের মতো।(১০)

হজরতে আকদাস জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ জাকারিয়া সাহেব কুদ্দিসা সিররুহু উল্লিখিত হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেন: পুরুষের জন্য নারীর মতো খোপা বানানো মাকরুহ। এই হাদিসে খোপা দ্বারা ঐ খোপাই অভীষ্ট হবে, যাতে সাদৃশ্যতা থাকবে না। তিনি নিজেই তো সাদৃশ্যতা অবলম্বন করা থেকে নিষেধ করেছেন।(১১)

---

(১) মুসনাদে আহমাদ: ১৭৯০৮। শাইখ আরনাউত রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সনদটি দুর্বল।– অনুবাদক
(২) ফাতহুল বারি, ১০/২৮৯।
(৩) ইসলাহুর রুসুম, পৃ. ২৭, থানভি রাহিমাহুল্লাহ।
(৪) ইসলাহুর রুসুম।
(৫) বাজলুল মাজহুদ, ১/৩৪।
(৬) খাসায়েলে নববি, পৃ. ১০, শাইখুল হাদিস জাকারিয়া রাহিমাহুল্লাহ।
(৭) ফাতহুল বারি, ১০/৩০৫।
(৮) রাদ্দুল মুহতার, ফাতাওয়া আলমগিরিয়া।
(৯) রাদ্দুল মুহতার, ফাতাওয়া আলমগিরিয়া।
(১০) শামায়িলুত তিরমিজি।
(১১) খাসায়েলে নববি, পৃ. ২৬।

সর্বাবস্থায় এর প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরি, যাতে নারীদের সাথে সাদৃশ্য না হয়। ইমাম আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর রেওয়ায়েত নকল করেছেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তির ওপর অভিসম্পাত করেছেন, যে নারীদের পোশাক পরে এবং ঐ নারীর ওপরও অভিসম্পাত করেছেন, যে পুরুষের লিবাস পরিধান করে।(১) তিনি আরো রেওয়ায়েত করেন: হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞাসা করা হল, একজন নারী পুরুষের জুতা পরিধান করে (এ ব্যাপারে শরিয়তের হুকুম কী?) তিনি বললেন: নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষের সাদৃশ্যতা অবলম্বনকারীণী নারীর ওপর লানত করেছেন, অর্থাৎ নারীদের জন্য পুরুষের সাদৃশ্য জুতা না পরা উচিত। বরং যে সকল বস্তু দ্বারা নারী-পুরুষের মাঝে পার্থক্য হয় সে সব জিনিসে একজন অপরজনের আকৃতি ধারণ করতে বারণ করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ পাক প্রত্যেক শ্রেণী ও প্রকারকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, ঐ শ্রেণীর চাহিদা তার মধ্যে প্রকাশ পায়। যেমন, দাড়ি হচ্ছে পুরুষত্বের আলামত এবং মেয়েলীপনার আলামত হচ্ছে সাজসজ্জা। স্বভাগতভাবে সুন্দরতা ও পরিচ্ছন্নতা উভয় শ্রেণীতে প্রকাশ পায়। পবিত্র শরিয়ত এ কথা পছন্দ করে না যে, কোনো শ্রেণীতে তার মূল চাহিদার বিপরীত কিছু সৃষ্টি হোক। আর এজন্যই বিপরীত চাহিদা গ্রহণকারীদের ওপর লালত করেছেন।(২) অতএব, নারীদের জন্য মাথার চুল কাটানো, পুরুষসুলভ পোশাক, পুরুষসুলভ জুতা পরিধান করা এবং পুরুষসুলভ চালচলন নিষিদ্ধ। এমনিভাবে দাড়ি হচ্ছে পুরুষের শ্রেণীগত চাহিদা, সুতরাং তা মুণ্ডানোও অভিসম্পাতের উপযুক্ত বানিয়ে দিবে।

মাসআলা: নারীর জন্য মাথা মুণ্ডানো অথবা কর্তন করা হারাম। এমন কর্ম তাকে লানতযোগ্য বানিয়ে দিবে। *রাদ্দুল মুহতারে* আছে: নারী চুল কাটলে গুনাগার ও অভিশপ্ত হবে।(৩) তবে চিকিৎসা হিসাবে মুণ্ডন করা বৈধ। যেমন, মাথার চক্করের কারণে নারী চুল মুণ্ডাতে বাধ্য হলে মুণ্ডানো বৈধ। *খুলাসাতুল ফাতাওয়ায়* এসেছে: ব্যথার কারণে নারী মাথা মুণ্ডন করলে অসুবিধা হবে না।(৪)

মাসআলা: বিধবা বৃদ্ধা নারী, যার বুড়োপনার কারণে সজ্জার প্রয়োজন থাকেনি, তার জন্য মাথার চুল কিছুটা কম করার অবকাশ আছে। এমরকম চুল হ্রাস করা বৈধ। সম্মানিতা উম্মাহাতুল মুমিনিনের আমল এর ওপরই বহনযোগ্য। হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন: নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ মাথার চুল খাটো করতেন। এমনকি তা ওয়াফরার ন্যায় হয়ে যেত।(৫) কিন্তু এ কথা একেবারে বিস্মৃত না হওয়া উচিত যে, উল্লিখিত অনুমোদন উপরের কারণসমূহেরই কারণে, কিন্তু বর্তমানের চলমান ফ্যাশননুযায়ী চুল ছাটা নিঃসন্দেহে অবৈধ। না ছোট মেয়েদের জন্য এবং না বিবাহিতাদের জন্য। আর আল্লাহ পাক তো অন্তরের গোপন কথাও জানেন।

মাসআলা: মাথার পিছনের অংশের চুল কর্তন করা বৈধ নয়। ফুকাহায়ে কেরাম একে মাকরুহ লিখেছেন।(৬) হ্যাঁ, স্কন্ধের পশম কাটা জায়েজ। কানের লতির নিচে স্কন্ধের পশম থাকে এবং এর উপর থাকে মাথার পিছনের অংশের চুল। অথবা একে এভাবে বুঝুনে যে, বছর দুয়ের বাচ্চার চুল যে পর্যন্ত হয় সে পর্যন্ত মাথার পিছনের অংশের চুল। আর বড় হওয়ার পর নিচে যে পশম গজায় তা স্কন্ধের পশম। অতএব, বাবরি রাখা ব্যক্তিদের জন্য স্কন্ধের চুল কাটা বৈধ, মাথার পিছনের অংশের চুল কর্তন করা বৈধ নয়। সুতরাং সচেতনতার সাথে কানের লতি পর্যন্তই চুল কর্তন করানো উচিত, এর উপর না কাটানো উচিত।

মাসআলা: বর্তমানে মানুষ পশ্চিমা রীতির নানা ফ্যাশনে যে চুল কাটিয়ে থাকে, তা সবই ইসলামিক রীতির খেলাপ। অতএব, এ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। যদিও তা কাজার আওতায় আসে না, তাই হারাম নয়, মাকরুহ অবশ্যই।(৭)

মাসআলা: মাথার মাঝখান থেকে মুণ্ডানো নিষিদ্ধ, কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাজা (قزع) থেকে নিষেধ করেছেন। আর قزع এর শাব্দিক অর্থ: আকাশে বিক্ষিপ্ত মেঘখণ্ড।(৮) উদ্দিষ্ট অর্থ: মাথার কিছু অংশ

(১) সুনানে আবু দাউদ: ২৭৮৪, সুনানে তিরমিজি: ২৭৮৪, সুনানে ইবনে মাজা: ১৯০৪, মুসনাদে আহমাদ: ২২৬৩।– অনুবাদক

(২) হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ২/৫৩৩।

(৩) রাদ্দুল মুহতার।

(৪) খুলাসাতুল ফাতাওয়া, ৪/৩২৭।

(৫) সহিহ মুসলিম: ৩২০। ওয়াফরা: মাথার চুল কান পর্যন্ত হওয়াকে বলে।

(৬) সাফাই মুআমালাত।

(৭) বেহেশতি জেওর, ২য় খণ্ড, পাদটীকা।

(৮) মাআলিমুস সুনান, ৪/২১১।

মুণ্ডানো এবং কিছু অংশ রেখে দেওয়া। হজরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাজা থেকে বারণ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, কাজার অর্থ হল, বাচ্চার মাথার কিছু অংশ মুণ্ডানো এবং কিছু অংশ বাদ দেওয়া।(১) *সহিহ মুসলিমের* হাদিসে এসেছে: নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বাচ্চাকে দেখলেন যে, তার মাথার কিছু অংশ মুণ্ডানো হয়েছে এবং কিছু ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি বললেন, হয় তার মাথার পূর্ণ চুল মুণ্ডিয়ে দাও অথবা সারা মাথার চুল থাকতে দাও।(২)

কিছু গ্রাম্যলোক ললাট-দেশকে রেখার মতো বানিয়ে রাখে এবং মাথার উভয় দিকে ছুরি ইত্যদির ন্যায় ফলা বের করে থাকে। এটাও কাজা ও নিষিদ্ধ।

মাসআলা: পুরুষের চুল বড় হলে খোঁপা বেঁধে নামাজ পড়া মাকরুহ। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: সাত অঙ্গে সাজদা করতে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং যেন চুল ও কাপড় ধরে না রাখি।(৩) হজরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার চুল বেঁধে নামাজ পড়ছিলেন, হজরত আবু রাফে রাদিয়াল্লাহু আনহু এ দৃশ্য দেখে নামাজেই তার চুল খোলে দেন। নামাজান্তে হজরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর জিজ্ঞাসায় তিনি বললেন, এরকম চুল বেঁধে নামাজ পড়া থেকে বারণ করা হয়েছে।(৪) *আলমানহালে* বলা হয়েছে: চুল বেঁধে নামাজ পড়া অপছন্দ ও তিরস্কারে ওপর প্রমাণ বহন করে। ইমাম আবু হানিফা এমনটাই বলেছেন। নামাজের জন্য করে থাকুক কিংবা অন্য কিছুর জন্য সবই সমান। ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, নামাজের জন্য করা অপছন্দনীয়তার ক্ষেত্র।(৫)

মাসআলা: চুল বেঁধে নামাজ আদায় মাকরুহ হওয়া পুরুষের সাথে নির্দিষ্ট। নারীদের জন্য চুল বেঁধে নামাজ পড়া উত্তম ও মুসতাহাব, যাতে করে নামাজে চুল খোলে যাওয়ার আশঙ্কা ও ভয় না থাকে। কেননা নামাজে নারীর চুলের এক চতুর্থাংশ এক রোকন আদায়ের সমপরিমাণ সময় তথা তিন তাসবিহ আদায়ের সমপরিমাণ সময় খোলা থাকলে নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে। *আলমানহালে* বলা হয়েছে: মাকরুহ হওয়া পুরুষদের সাথে নির্দিষ্ট, নারীদের সাথে নয়। কেননা তাদের চুলও সতর, নামাজে তা ঢেকে রাখা ওয়াজিব। আর খোলে রাখলে ঝুলে থাকবে, কখনো ঢেকে রাখা দুঃসাধ্যও হয়ে পড়বে। ফলে নামাজ বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা আছে।(৬) এছাড়া হাদিসে চুল বেঁধে নামাজ পড়া মাকরুহ হওয়ার হুকুম পুরুষের সাথে বিশিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। *সুনানে ইবনে মাজার* রেওয়ায়েতের শব্দ এরকম: হজরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হজরত আবু রাফে রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষকে চুল বাঁধা অবস্থায় নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন।(৭) ইমাম তবারানির *আলমুজামুল কাবির* এবং ইমাম আবদুর রাজ্জাক সানআনির *আলমুসান্নাফের* শব্দ এরকম যে,রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুল বাঁধা অবস্থায় পুরুষকে নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন।

মাসঅলা: উভয় ভ্রু কিছু পরিমাণ কর্তন করে পরিপাটি করা জায়েজ আছে। *রাদ্দুল মুহতার* ইত্যাদিতে এসেছে: উভয় ভ্রু এবং চেহারার পশম কর্তনে কোনো অসুবিধা নেই, যতক্ষণ নারীসুলভ ব্যক্তির সাথে সাদৃশ্য হবে না।(৮)

মাসআলা: কানের পশম কর্তন করা বৈধ। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক শরীর মোবারকে চুনা ব্যবহারের কথা বর্ণিত আছে।(৯) হজরতে আকদাস জনাব মাওলানা রশিদ আহমাদ সাহেব গাঙ্গুহি রাহিমাহুল্লাহ এটা দ্বারা যুক্তিপ্রদর্শন করতঃ বক্ষ ও পায়ের গোছার পশম পরিষ্কার করার অনুমতি প্রদান করেছেন।(১০) কানের চুলও এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এও দূর করা বৈধ আছে। সঠিক বিষয়ে আল্লাহ ভালো জানেন।

দাড়ি নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ

(১) সহিহ বুখারি: ৫৯২০, সহিহ মুসলিম: ২১২০, সুনানে আবু দাউদ: ৪১৯৩, সুনানে নাসাই: ৫২২৮।– অনুবাদক

(২) সহিহ মুসলিম: ২১২০, মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃ. ৩২৪।

(৩) সহিহ বুখারি: ৮১২, সহিহ মুসলিম: ৪৯০, সুনানে নাসাই: ১০৯৬, সুনানে আবু দাউদ: ৮৮৯, সুনানে ইবনে মাজা: ৮৮৩। (অনুবাদক) বাজলুল মাজহুদ, ২/৮৪। (লেখক)

(৪) দেখুন: সুনানে আবু দাউদ: ৬৪৬, সুনানে তিরমিজি: ৩৮৪, সুনানে ইবনে মাজা: ১০৪২, সুনানে দারিমি: ১৪২০, মুসনাদে আহমাদ: ২৩৮৭৩।– অনুবাদক

(৫) আলমানহাল, ৫/৩৬।

(৬) আলমানহাল, ৫/৩৭।

(৭) দেখুন: সুনানে ইবনে মাজা: ১০৪।– অনুবাদক

(৮) রাদ্দুল মুহতার, ৫/৩৫৮, ফাতাওয়া আলমগিরিয়া, ৪/২২৯, বেহেশতি জেওর, ১১/১১৫।

(৯) নাইলুল আওতার, ১/১২৫।

(১০) ফাতাওয়া রশিদিয়া।

বর্তমানে দীন সম্পর্কে এতটা উদাসীনতা এবং মানুষের দৃষ্টিতে দীন এতটা অবহেলিত হয়েছে যে, দীনি বিষয়ে মানুষের যবান দিয়ে যাই বের হয় মন্তব্য করে বসে। দাড়িরও একই অবস্থা। মানুষ এ ব্যাপারে বিভিন্ন রকম রিমার্কস (মন্তব্য) করে থাকে। মূলত তারা নিজেদের স্বভাব ও প্রকৃতির কারণে (এরকম বলতে) বাধ্য। পরিবেশের প্রভাবে তারা যে অভ্যাস ও স্বভাব বানিয়ে নিয়েছে এবং দাজ্জালি ফিতনা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে যে স্বভাব ও মেজাজ নিজেদের ভেতরে জন্ম দিয়েছে, মূলত এসব কারণেই দাড়ি সম্পর্কে এমন মন্তব্য করতে তারা বাধ্য। এখন এসব অভিযোগের জবাব পাঠকের খেদমতে পেশ করা হচ্ছে। এই ডহসাবে যে, মানুষ এগুলো পাঠ করে স্বভাবগত ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে এবং সিরাতের মুসতাকিমের ওপর অবিচল থাকার সৌভাগ্য অর্জন করবে।

(এক) যেমন পরিবেশ তেমন ছলনা!

কেউ বলেন যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাতিগত ও দেশীয় প্রচলন অনুযায়ী দাড়ি রেখেছেন, এখন যেহেতু প্রথা পরিবর্তন হয়ে গেছে, অর্থাৎ দাড়ি মুণ্ডানো স্বাভাবিক হয়ে গেছে তাই *যেমন পরিবেশ তেমন ছলনা* হিসাবে দাড়ি রাখা দোষনীয় ব্যাপার!

আমার ভাইগণ! আপানাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক নয়, বরং আরবদের দাড়ি রাখা এজন্য ছিল যে, মিল্লাতে ইবরাহিমির কিছু জিনিস তাদের মাঝে অবশিষ্ট ছিল। তন্মধ্যে দাড়িও ছিল। যেমনিভাবে তারা হজ করত, তাদের অন্তরে বাইতুল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধাও ছিল, তারা খতনাও দিত। এসবই ছিল ইবরাহিমের ধর্মের অবশিষ্টাংশ আহকাম, এগুলো যে আকৃতিতেই হোক না কেন অবশিষ্ট ছিল। এছাড়া আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেশীয় প্রচলন হিসাবে দাড়ি রাখেননি, বরং মিল্লাতে ইবরাহিমির অবশিষ্টাংশ হিসাবে রেখেছেন। আল্লাহ পাক তাকে এর নির্দেশও দিয়েছেন। ইবনে সাদ রাহিমাহুল্লাহুর *আততাবাকাতুল কুবরায়* এই হাদিস আছে যে, আমার রব আমাকে দাড়ি রাখার এবং মোচ কর্তন করার নির্দেশ দিয়েছেন।(১) হজরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে *সহিহ মুসলিমে* বর্ণিত আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোচ কর্তন করতে এবং দাড়ি লম্বা করতে আদেশ দিয়েছেন।(২)

প্রথম হাদিস এ কথার সুস্পষ্ট দলিল যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়ি রাখার এবং মোচ ছাঁটার ব্যাপারে পালনকর্তার তরফে আদিষ্ট ছিলেন। দ্বিতীয় হাদিস থেকে বোধদয় যে, আমরা এই কাজ দুটো করতে নবিজির দরবার থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত, কিন্তু আপনারা তো বলেন, দেশীয় প্রচলন হিসাবে রেখেছেন। আশ্চর্যকথা!(৩) এছাড়া রীতিনীতির অনুকরণ করা ইসলামের বৈশিষ্ট্য নয়, বরং এগুলো নিশ্চিহ্ন করাই ইসলামের বৈশিষ্ট্য। যদি ইসলামও প্রথার উচ্ছ্বাসে ভেসে যায়, আর "প্রতিমা বিদীর্ণকারী প্রতিমা পূজারী বনে যায়" তাহলে মুসলমানিত্ব রইল কোথায়? আপনাদের গবেষণার সারনির্যাস এটাই বের হয় যে, যখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ায় আগমন করেছেন, তখন জাতিগত ও দেশীয় প্রচলনের ওপর আমল করেছেন। আর যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন তখন প্রথাকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে গেছেন এবং উম্মতকেও এ কথা বলে গেছেন যে, রীতির সাথে তোমরাও পরিবর্তন হতে থাকবে! যেন পুরো শরিয়তের নির্যাস স্রেফ একটি অনুচ্ছেদই যে, যেমন পরিবেশ তেমন ছলনা! কবির ভাষায়:

না طقہ سر بگریباں ہے کہ اسے کیا کہئے!؟

যবান এর প্রশংসা করতে অক্ষম যে, একে কিই-বা আর বলবেন!

(দুই) ভালো কাজ কর এবং যা ইচ্ছা পরিধান কর

জনৈক বুজুর্গের উক্তি যে, "*দীনের ওপর আমল করতে থাক এবং যা ইচ্ছা পরিধান কর*", এ থেকেও কেউ কেউ দলিল গ্রহণ করে যে, বাহ্যিক বেশভূষার বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই! অথচ তারা এই বাণীর অর্থই বুঝেনি, এর সঠিক অর্থ এই যে, শরিয়তের চৌহদ্দিতে থেকে যা ইচ্ছা আহার কর, পান কর, পরিধান কর এবং আমলে মাশগুল থাক, অর্থাৎ ইসলাম না দুনিয়া থেকে বারণ করেছে এবং না সন্ন্যাসবাদের শিক্ষা দিয়েছে, বরং ইসলাম বৈরাগ্য থেকে সরাসরি নিষেধ করেছে। হাদিসে এসেছে: ইসলামে সন্ন্যাসবাদ নেই।(৪) কুরআনে পাকে এসেছে: আল্লাহ জাল্লা শানহু যেসব সজ্জা ও পবিত্র রিজিক নিজ বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন সেগুলো হারাম করল কে?!

---

(১) আততাবাকাতুল কুবরা।

(২) সহিহ মুসলিম: ২৫৯, সুনানে আবু দাউদ: ৪১৯৯।

(৩) দাড়ি কি কদর ওয়া কিমাত, পৃ. ৩৭।

(৪) হাফেজ ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এ শব্দে পাইনি, তবে এই অর্থে হাদিস আছে। (ফাতহুল বারি, ৯/৯৬।)

কেউই না। তোমরা আল্লাহর দেওয়া বিভিন্ন অনুগ্রহ থেকে উপভোগ কর তবে সৃষ্টির লক্ষ্য ভুলে যেওনা। লক্ষ্য হল আল্লাহর ইবাদত করা।(১) আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেন: আমি মানব-দানবকে উপাসনার জন্যই সৃষ্টি করেছি।(২)

অতএব, উল্লিখিত উক্তি দ্বারা এর পক্ষে দলিল গ্রহণ করা যে, *ইসলামে বাহ্যিক আকার-আকৃকির কোনো শিক্ষা নেই*– এ কথা কখনো সঠিক নয়। যদি কোনো বিদ্রোহী বাদশাহকে বলে, আমি অন্তর থেকে আপনার অনুগত ও বশীভূত। তবে বাহ্যিক ঠিক করার কোনো দরকার নেই। অথবা কোনো ব্যক্তি কাপড়ে পেশাব-মল দিয়ে মলিন করে কোনো বৈঠকে এসে বসল। তাকে ভর্ৎসনা করতঃ গোসল কিংবা পোশাক পরিবর্তন করা আবশ্যক আখ্যা দেওয়া হলে সে তাই বলল যে, আমার ভিতর পাক-পবিত্র আছে, বাহ্যিক ঠিক করার কোনো দরকার নেই! তবে কি বাদশা কিংবা আহলে মজলিস এই ওজর কবুল করবেন?! যদি কবুল না করেন– নিঃসন্দেহে কবুল করবেন না– তাহলে শরিয়ত-প্রণেতা এই ওজর কবুল করবেন কিভাবে।(৩)

(তিন) বাগানের দেওয়াল শোভিত করার মুখাপেক্ষী নয়!

কিছু অধ্যবসায়ী বলে থাকে যে, বাহ্যিক শোভনের প্রয়োজন কিসের? ভিতরের সংশোধনই তো যথেষ্ট। দেখুন কবি বলেন: (অর্থ)

আল্লাহওয়ালা বাহ্যিক জাঁকজমকের পিছু নেয় না!

বাগানের পুষ্পোদ্যান ও গোলাপফুল শোভা ও সৌন্দর্যের জন্য যথেষ্ট, দেওয়ালে শিল্পকর্মের প্রয়োজন কিসের?!

সমাধান: কথা সত্য মতলব খারাপ। বাগানের দেওয়ালে শিল্পকর্মের প্রয়োজন নেই বুঝলাম, কিন্তু দেওয়ালের তো প্রয়োজন আছে?! যদি দেওয়ালই না থাকে তাহলে এমন বাগান অরক্ষিত! দাড়িসহ ইসলামের সমস্ত প্রতীক ইমানদারের জন্য দেওয়াল স্বরূপ, যা তার ধর্মীয় অস্তিত্বের সংরক্ষণ করে। বাহ্যিক জাঁকজমকতা থেকে স্বয়ং ইসলাম নিষেধ করেছে। হাদিস শরিফে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যহ তেলচিরুনি করা থেকে বারণ করেছেন এবং দেরীতে দেরীতে তেলচিরুনি করতে নির্দেশ দিয়েছেন। উলামায়ে কেরাম এই হাদিসের অর্থ এটাই লিখেন যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর মতলব হল, মুমিনের জন্য সার্বক্ষণিক জাঁকজমক ও সজ্জার পেছনে উন্মাদ থাকা উচিত নয়; প্রয়োজনবোধে এদিকে মনোযোগী হওয়া উচিত।

যাহোক, দাড়ি বাগানের দেওয়ালের শিল্পকর্ম নয়, বরং স্বয়ং দেওয়াল। অতএব, একে বাদ দিয়ে মুমিনের ধর্মের বাগানের সংরক্ষণ করা মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে।

(চার) বড় দাড়িওয়ালা হয় ধোঁকাবাজ!

কেউ আবার বলে থাকে যে, দাড়িওয়ালা প্রতারক হয় এবং প্রতারণা করতে আস্থাভাজন মানুষের আকৃত ধারণ করে সামনে আসে।

উত্তর: বুঝা গেল যে, আপনার অন্তরও এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছে, বরং অনিচ্ছায় যবানও এ কথা স্বীকার করছে যে, আস্থাভাজন হতে দাড়ির বড্ড অবদান আছে। যেভাবে কেউ কারো রোজা, নামাজ কিংবা হজ দ্বারা প্রতারিত হয়, তেমনিভাবে দাড়ি দ্বারাও ধোঁকাগ্রস্ত হয়! কিন্তু আমার ভাইয়েরা! বলুন তো প্রতারণায় সাদাসিধা এই দাড়ির কিই-বা অবদান? যার ভিতরে ধোঁকাবাজীর চারিত্রিক ত্রুটি বিদ্যমান সে তো দাড়ি মুণ্ডালেও প্রতারণা করবে। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেও এমন লোক ছিল, যারা নেফাকসুলভ ইসলাম গ্রহণ করেছিল। মুসলমানরা তাদের দ্বারা প্রতারিত ছিল। কিন্তু তাদের ঠগবাজি ও ধূর্ততার কারণে এ কথা বলা যাবে না যে, মুসলমানরা প্রতারক ও মুনাফিক হয়, বরং এ কথা বলা হবে যে, কিছু ধোঁকাবাজও মুসলমান হয়। ঠিক এ কথা বলা যাবে না যে, দাড়িওয়ালা প্রতারক হয়। আল্লাহর কাছে পানাহ চাই! এমন কথার প্রভাব আমবিয়া আলাইহিমুস সালাম পর্যন্ত পৌঁছে যায়। হ্যাঁ, এ কথা বলা হবে যে, ধোঁকাবাজও দাড়ি রাখে। অবশ্যই ভালো বস্তু তো সর্বদাই ভালো, যতই অসৎ লোকের কাছে চলে যায় না কেন। আপনাদের কাছে তো এই আর্জি যে, সে তো ধোঁকাবাজ। আপনি তো মাশাআল্লাহ প্রতিভাবান! আপনি প্রতারিত হবেন না এবং তার জালে কখনো আসবেন না! তারপরও নিরপরাধ দাড়ির ওপর আরোপণ না করে দুআ করেন যেন, নবিদের এই সাদৃশ্য গ্রহণের বরকতে আল্লাহ তাআলা এই মুসলমান ভাইকে নিষ্ঠা নসিব করেন। হায়, যদি সে কথাটি অনুধাবন করে ধোঁকাবাজী থেকে বিরত থাকত যে, "*নেকি করতে যদিও পারছি না অন্তত বদি করব না*" এর দৃষ্টান্ত হয়ে যাই।(৪)

---

(১) আরাফ: ৩২।– অনুবাদক

(২) জারিয়াত: ৫৬।– অনুবাদক

(৩) ইমদাদুল ফাতাওয়া, ৪/২১২।

(৪) দাড়ি কি কদর ওয়া কিমাত।

(পাঁচ) দাড়ি রাখলে অমুসলিমদের সাদৃশ্য আবশ্যক হয়!

কিছু মানুষের ধারণা এই যে, দাড়ি রাখলে ইসলামি চেহারা সে সকল সমপ্রদায়ের চেহারার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যাবে, যারা দাড়ি ও মোচ লম্বা করাকে জরুরি মনে করে। যেমন, শিখ, ইহুদি প্রমুখ।

উত্তর: এর সমাধানে ইসলাম মোচ কর্তন করতে ও ছোট রাখতে নির্দেশ দিয়েছে। কেননা ঐ সব জাতি দাড়ি লম্বা করাকে যেমন আবশ্যক মনে করে তেমনি মোচ লম্বা করাকেও জরুরি মনে করে। এজন্য হাদিস 'মোচ খাটো কর' এর নির্দেশনায় মোচ লম্বাকরণে গুনাহের কথা বিদ্যমান। এ দ্বারা মুসলিম-অমুসলিমের চেহারা মোটামুটি স্বতন্ত্রই থাকে। আর যদি কোনো সমপ্রদায়ের মাঝে মোচ কর্তনেরও ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। যেমন, ইহুদি ও কায়েসত সমপ্রদায় ওষ্ঠের বহিরাংশের মোচ কেটে ফেলে। এজন্য শরিয়ত এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কর্তন করাকে মুবাহ করে দিয়েছে, যাতে ঐ সব জাতি থেকে স্বাতন্ত্র্য বহাল থাকে। কেননা অনেক লম্বা দাড়ি এক মুষ্টির অতিরিক্ত অংশ কেটে শোধন করার রীতি ঐ সব জাতির মাঝে প্রচলিত নয়। হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন: আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের দাড়ি মোবারক লম্বালম্বিতে এবং প্রশস্ততার দিক থেকে কর্তন করতেন।(১)

সর্বাবস্থায় দাড়ির ক্ষেত্রে এ সব সীমানার সংরক্ষণ বাকি সমস্ত ধর্মের সাথে সাদৃশ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে একজন মুসলমানকে নবিদের সাথে সাদৃশ্যের চৌহদ্দিতে নিয়ে আসে এবং এর মাধ্যমে মুসলিম-অমুলিমের চেহারায় পূর্ণ পার্থক্যও সৃষ্টি হবে।(২)

(ছয়) মূল ধর্মে আপনাকে ওয়েলকাম!

হ্যাঁ, যদি কোনো কাফের হুবহু মুসলমানের চেহারা ধারণ করে তাহলে এর অর্থ এই হবে যে, সে ইসলামি নিয়মনীতির যত্ন করে ইসলামের নিকটবর্তী হচ্ছে এবং নিজের ধর্মের বিপরীতে গিয়ে ইসলামের প্রতি মহব্বত ও প্রীতির বহিঃপ্রকাশ করছে। এমতাবস্থায় তার থেকে সাদৃশ্যতা বিচ্ছিন্ন করা এজন্য আবশ্যক নয় যে, সে তো স্বয়ং আমাদের সাদৃশ্যতা এখতিয়ার করেছে। এমনটা করলে সাদৃশ্যতার বিচ্ছিন্নতা তার থেকে হবে না, বরং নিজের এবং নিজের প্রতীক থেকে হবে। বিষয়টি আপনি আবশ্যই খেয়াল করেছেন।(৩)

(সাত) **সত্যের মানদণ্ড**

কেউ তো বলেন, মিশরি, তুর্কি এবং হিজাজি মুসলমানরাও তো দাড়ি কর্তন করেন?

উত্তর: আমার ভাই! আপনি তাদেরকে সত্যের মানদণ্ড এবং তাদের কর্মকে বৈধতার দলিল কেন বানালেন! সত্যের মানদণ্ড তো কুরআন, হাদিস, আল্লাহর রাসুলের আমল এবং সাহাবাদের আমলই। হাদিসে বলা হয়েছে, শুধু ঐ ব্যক্তি মুক্তিপ্রাপ্ত হবে, যে ঐ পথ অবলম্বন করবে যার ওপর আমি এবং আমার সাহাবায়ে কেরাম আছেন।(৪) (ما أنا عليه وأصحابي) থেকেই "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত" এর পরিভাষা বানানো হয়েছে। কেননা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার নামই সুন্নাত, যা (ما أنا عليه) এর নির্যাস এবং (وأصحابي) এর নির্যাস হল, হকপন্থী জামাতের আমল। এই রাস্তা দুটো মূলত অভিন্ন। যারাই এ পথের পথিক তারাই *আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের* অংশ। সারকথা, আপনি এই মাসআলাকে হিজাজি ও মিশরি মানদণ্ডে নিরীক্ষণ করবেন না, বরং কুরআন, হাদিস এবং সাহাবাদের আমলের মানদণ্ডেই যাচাই করবেন।

(আট) মুশরিকদের বিরোধিতার দর্শন

এমনিভাবে "তোমরা ইহুদিদের বিরোধিতা কর" (৫) এই হাদিসের ব্যাপারে কারো উক্তি এই যে, বর্তমানে অনেক মুশরিকরা দাড়ি রাখে, তাই তাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে আমরা দাড়ি মুণ্ডাব। এই যুক্তি সঠিক নয়। কেননা শরিয়তের আহকামের সাথে কোনো যৌক্তিকতা থাকলে তা কখনো ইল্লাত হয় আবার কখনো হয় হেকমত। ইল্লাতের সাথে হুকুম অস্তিত্ব ও অস্তিত্বহীনতায় আবর্তনশীল, কিন্তু হেকমতের সাথে হুকুম আবর্তনশীল নয়, অর্থাৎ হেকমতের পরিবর্তনে হুকুম পরিবর্তন হয় না। অবশ্য হেকমত ও ইল্লাতের মাঝে পার্থক্য উপলব্ধি করা ইলমে সুদৃঢ় ব্যক্তিদের কাজ। অতএব, *'তোমরা ইহুদিদের বিরোধিতা কর'* যুক্ত করা হেকমত হিসাবে, ইল্লাত হিসাবে নয়। হারাম হওয়ার ভিত্তি বিকৃত হওয়ার ওপর, অর্থাৎ অবস্থার বিকৃতি হওয়া ইল্লাত, মুশরিকদের বিরোধিতা নয়।

---

(১) সুনানে তিরমিজি: ২৭৬২।

(২) আততাশাব্বুহু ফিল ইসলাম, হাকিমুল ইসলাম কারি তাইয়েব সাহেব রাহিমাহুল্লাহ।

(৩)আততাশাব্বুহুফিল ইসলাম।

(৪) সুনানে তিরমিজি: ২৬৪১।– অনুবাদক

(৫) সহিহ বুখারি: ৫৮৯২, সহিহ মুসলিম: ২৫৯।– অনুবাদক

এর দলিল হল, কিছু হাদিসে উন্মুক্তভাবে এর হুকুম এসেছে। যেমন বলেছেন, যে ব্যক্তি তার মোচ কর্তন করে না সে আমাদের দলের নয়।(১) আরো বলেছেন, যেসব পুরুষ নারীদের স্বভাব ধারণ করে তাদের ওপর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন।(২) এর দৃষ্টান্ত এরকম যে, জনৈক বাদশা প্রজাদেরকে বলল, দেখ "আইন মেনে চল, অমুক জাতির মতো দুষ্কৃতি কর না"। অতঃপর ঘটনাক্রমে যদি ঐ জাতি দুষ্কৃতি ছেড়ে দিয়ে থাকে তাহলে কি প্রজাদেরকেও এতেও তাদের বিরোধিতা করা উচিত। এই ভিত্তিতে যে, আগে তাদের বিরোধিতার হুকুম হয়েছে?(৩)

যাহোক, যদি মেনেও নেওয়া যায় যে, দাড়ি রাখার দর্শন এখন খতম হয়ে গেছে– অথচ তা এখনো খতম হয়নি, বরং পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান– তবুও হুকুম বহাল থাকবে। কেননা হেকমত খতম হয়ে গেলেও হুকুম বহাল থাকে, কারণ হেকমত প্রকৃত ইল্লাত হয় না। আর প্রকৃত ইল্লাতের অস্তিত্বহীনতায় হুকুমের অবিদ্যমানতা হয়ে থাকে। যেমন, তওয়াফে 'রামাল' (দুলে দুলে চলন)[৪] এজন্য শুরু হয়েছিল যে, কাফেররা মুসলমানদের দুর্বলতার দৃশ্য দেখতে পাহাড়ে এসে বসেছিল। কিন্তু বর্তমানে সেখানে তো কোনো কাফের নেই, তারপরও রামাল বহাল। এজন্যই তো হজরত ফারুকে আজম রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন, যে কারণেই রামালের সূচনা হোক না কেন, আমরা আমাদের রাসুলের সুন্নাত মনে করে সর্বদা আমল করতে থাকব।(৫)

(নয়) মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের বাইরে চল না!

সারকথা এই যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণই হচ্ছে মূল দীন, হেকমত ও যৌক্তিকতা বহাল থাক অথবা না থাক। সুন্নাতে নববির অনুকরণই সবচেয়ে বড় হেকমত ও যৌক্তিকতা। মুসলমানদের জন্য নববি চৌহদ্দির বাইরে যাওয়া কোনভাবেই উচিত নয়।

১- উবায়দুল্লাহ বিন খালেদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমি একবার মদিনা মুনাওয়ারায় কোথাও যাচ্ছিলাম। পিছনদিকে এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলাম যে, লুঙ্গি উপরে উঠাও। এর দ্বারা মানুষ বাহ্যিক নাপাকি এবং গোপনীয় দম্ভ থেকে সংরক্ষিত থাকে। আর কাপড়ও দ্রুত নষ্টও হয় না। আমি বক্তার দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আরজ করলাম: হজরত, এটা তো সাধারণ একটি ডোরা-কাটা চাদর, অর্থাৎ এতেও কি অহমিকা হতে পারে? আবার এটা সংরক্ষণেরও প্রয়োজন কি? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার দৃষ্টিতে কোনো যৌক্তিকতা না থাকলেও নিতান্তপক্ষে আমার অনুসরণ তো হল। তোমার জন্য কি আমার মাঝে আদর্শ নেই? আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা অনুযায়ী তার লুঙ্গির দিকে তাকিয়ে দেখি তা ছিল অর্ধগোছা পর্যন্ত।(৬) এই হাদিসে চিন্তা করুন! অহমিকা না থাকা সত্ত্বেও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাতের অনুসরণের গরজে লুঙ্গি উপরে উঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। তারপরও দাড়িতে এর প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক নয় কি?

২- একজন ইংরেজ ব্যক্তি ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করে মুসলমান হয়ে গেলেন। ইসলাম গ্রহণ করতেই তিনি দাড়ি মুণ্ডানো ছেড়ে দেন। কিছু লোক (মুসলমান) তাকে বলতে লাগল, "ইসলামে দাড়ি রাখা জরুরি কিছু নয়, আপনি খামোকা দাড়ি মুণ্ডানো ছেড়ে দেলেন!" এ কথা শুনে নওমুসলিম ইংরেজ জবাব দিলেন: "আমি জরুরি এবং গায়রে জরুরির ভাগাভাগি বুঝি না, আমি শুধু এতটুকু জানি যে, আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়ি রাখার আদেশ দিয়েছেন। আমি যখন তার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছি, তাই তার হুকুম মান্য করা আমার জন্য অপরিহার্য। অধিনস্থ ব্যক্তির এই কাজ নয় যে, অফিসারের বিধি-নিষেধের মধ্য থেকে কিছুকে জরুরি এবং কিছুকে গায়রে জরুরি আখ্যা দিবে" একেই বলে ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা ও পরিপূর্ণ আনুগত্য।

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

(১) সুনানে তিরমিজি: ২৭৬১, মুসনাদে আহমাদ: ১৯২৬৩।– অনুবাদক

(২) সহিহ বুখারি: ৫৮৮৬, সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৩০, সুনানে তিরমিজি: ২৭৮৫, সুনানে দারিমি: ২৬৯১, মুসনাদে আহমাদ: ১৯৮২।– অনুবাদক

(৩) ইমদাদুল ফাতাওয়া।

৪. পুরুষের জন্য তওয়াফের প্রথম তিন চক্করে দুলে দুলে চলা সুন্নাহ। – অনুবাদক

(৫) সহিহ বুখারি: ১৬০৫।– অনুবাদক

(৬) শামায়িলুত তিরমিজি।

তরজমা: আপনি ঘোষণা করে দিন যে, হে লোকসকল! যদি তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভালোবেসে থাক তাহলে আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ পাক তোমাদেরকে নিজের প্রিয় বানিয়ে নিবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ তাআলা নেহায়েত ক্ষমাশীল বড় দয়াপরবশ।[১] সুতরাং যারা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণ থেকে বিমুখ হয়ে আল্লাহর মহব্বতের ঢেকুর তোলেন তারা মিথ্যুক। তাদের ইসলামের দাবি স্রেফ মৌখিক বুলি আওড়ানো।

(দশ) মহব্বতের ভিতরে আরেক দুশ্চিন্তা!

কারো কাছে এসব কথা ও সমস্ত দলিল স্বীকৃত। কিন্তু স্ত্রীর দাড়ি পছন্দ হয় না! নিজের স্বামী দাড়িওয়ালা হোক সে এ কথা পছন্দ করে না। যতক্ষণ বিবি মুহতারামা অনুমতি না দিবে সে দাড়ি রাখবে কি করে?

উত্তর: যথাসম্ভব এমন ক্ষেত্রেই কেউ বলেছিল: (অর্থ) প্রেম-মহব্বতের ভিতরে মাথায় আরেক দুশ্চিন্তা!

এর চিকিৎসা এছাড়া কিছু নয় যে, আপনি পুরুষ হন কিংবা আল্লাহ পাকের কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি স্ত্রীকে 'নুরে হেদায়েত' দ্বারা ভূষিত করেন!

(এগার) আরো একটি ফুলঝুরি!

কেউ তো বলে থাকে যে, এখনো আমাদের বিয়ে হয়নি। এখন থেকে দাড়ি রাখলে বিয়ে হওয়া মুশকিল অথবা আপটুডেট মেয়ে মিলবে না কিংবা কাংক্ষিত মেয়ে অর্জন হবে না।

উত্তর: এ ব্যাপারে আবেদন এই যে, প্রথম ওজর তো ভুল। কেননা মেয়েরা কি শুধু দাড়ি কর্তনকারীর ওখানে থাকে? দাড়িওয়ালাদেরকেও আল্লাহ পাক এই নেয়ামত দ্বারা ভূষিত করেন। প্রথম ঘর থেকে না মিললে দ্বিতীয় ঘর থেকে জুটে। দ্বিতীয় কথা যদিও সহিহ, কিন্তু এমন বিপত্তির জন্য অনুরাগী হলেন কেন? হাদিসে তো বলা হয়েছে: নারীকে চার অভীষ্টে বিয়ে করা হয়: (১) তার সম্পদের লিপ্সায় (২) তার গোত্র ও বংশগৌরব দেখে (৩) তার সৌন্দর্য্য ও রূপ দেখে (৪) তার দীনদারির কারণে। অতএব, তোমরা দীনদার নারী অর্জনে সফল হও, আল্লাহ তোমাদের কল্যাণ করুক।[২] অন্য হাদিসে বলা হয়েছে: সমস্ত দুনিয়াই কিছু দিনের জন্য উপভোগসামগ্রী। আর দুনিয়ার ব্যবহৃত বস্তুর মাঝে নারীই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ভোগসামগ্রী।[৩] সুতরাং এখন ঐ উত্তম ভোগসামগ্রীর অনুসন্ধানী হচ্ছেন না কেন?

তৃতীয় কথার ব্যাপারে আরজ এই যে, যদি সেই শুধু কাংক্ষিত হয় তাহলে এটা কখনো আপনার জন্য উপকারী না, যতক্ষণ না সেও আপনার অনুসন্ধানী হবে। যদি দাড়ি রাখার কারণে তার তলব ও চাহিদা নিঃশেষ হয়ে যায় তাহলে তার তলব সত্য নয় এ কথা বিশ্বাস করুন। আর মিথ্যুক অন্বেষণকারীণী তো সবচেয়ে বড় ফিতনা। আল্লাহ পাক প্রত্যেককে তার অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ রাখুন। (আমিন)

চাকুরির জন্য দাড়ি মুণ্ডানো

প্রশ্ন: কিছু চাকুরির জন্য দাড়ি মুণ্ডানো শর্ত থাকে, যার দাড়ি হয় তার চাকুরী হয় না। সাধনার পর মিলে গেলেও অন্যের তুলনায় বেতন হয় কম। এমতাবস্থায় দাড়ি মুণ্ডানো অথবা খসখস করা কেমন? দলিলভিত্তিক সবিস্তারে উত্তরের প্রয়োজন, যাতে মানুষের সামনে বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে স্পষ্ট হয়ে যায় এবং যাতে মানুষ এই ঘৃণ্য কাজ থেকে বিরত থাকে এবং তাদের অন্তরে দাড়ির গুরুত্ব পয়দা হয়।

উত্তর: আল্লাহর প্রশংসা ও নবির ওপর সালাত ও সালাম পেশ করার পর: পুরুষদের জন্য দাড়ি রাখা ওয়াজিব। এর শরয়ি পরিমাণ এক কবজা, অর্থাৎ এক মুষ্টি। দাড়ি রাখা সমস্ত নবিদের মতৈক্য স্থায়ী সুন্নাত। ইসলামিক ও জাতিগত প্রতীক। মর্যাদা ও মহত্ত্বের আলামত। ছোট এবং বড়দের মাঝে পার্থক্যকারী। এ দ্বারাই পুরুষত্ব আকৃতির পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে এবং চেহারা হয় নুরানি। এটা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থায়ী আমল। তিনি একে ফিতরাত দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি উম্মতকে দাড়ি রাখার তাগিদি নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব, দাড়ি রাখা ওয়াজিব ও জরুরি, মুণ্ডানো হারাম ও কাবিরা গুনা। আর এরই ওপর উম্মাহর ঐক্যমত।

ব্যাখ্যাকারীরা (وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ)[৪] এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন: দাড়ি মুণ্ডানোও আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন করা, অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতির বিকৃতি সাধন করা।[১] আর আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন সাধন করা উম্মাহর

---

(১) সুরা আলে ইমরান: ৩১।– অনুবাদক

(২) সহিহ বুখারি: ৫০৯০, সহিহ মুসলিম: ১৪৬৬।– অনুবাদক

(৩) সহিহ মুসলিম: ১৪৬৭।

(৪) সুরা নিসা: ১১৯।– অনুবাদক

ঐক্যমতে হারাম। অভিশপ্ত শয়তান এ কথা বলেছিল যে, আমি আল্লাহর বান্দাদেরকে নির্দেশ দেব, যাতে তারা আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুসমূহ পরিবর্তিত করে।

বুঝা গেল যে, যে ব্যক্তি দাড়ি মুণ্ডিয়ে নিজের স্বভাবগত আকৃতি পরিবর্তন করে সে অভিশপ্ত শয়তানের আদেশ পালন করছে এবং তার সন্তুষ্টির কাজ করছে। আর যে ব্যক্তি অভিশপ্ত শয়তানের অনুগত সে বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত। আল্লাহর ইরশাদ: (وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا) আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে নিজের বন্ধু বানাবে সে প্রকাশ্য ক্ষতির সম্মুখীন হবে। (২) *তাফসিরে রুহুল বায়ানে* আছে: দাড়ি মুণ্ডানো খারাপ কাজ, বরং এটা অঙ্গ বিকৃতি ও হারাম। যেমনিভাবে নারীর জন্য মাথার চুল মুণ্ডানো বিকৃতি ও নিষিদ্ধ। এর দ্বারা নারীর সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হয়ে যায়। তেমনিভাবে পুরুষের জন্যও দাড়ি মুণ্ডানো বিকৃতি। এর দ্বারা পুরুষত্ব মর্যাদা হ্রাস পায়।(৩)

ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, দাড়ি থাকা সৌন্দর্য্য এবং তা মুণ্ডিয়ে শেষ করে দেওয়া মানে শোভা বিনষ্ট করা। ফেরেশতাদের তাসবিহ হচ্ছে, পবিত্র ঐ সত্ত্বা যিনি পুরুষদেরকে দাড়ি দ্বারা শোভিত করেছেন এবং নারীদেরকে খোঁপা ও জুলফি দ্বারা। (৪) *হেদায়ায়* এসেছে: নারীর জন্য মাথার চুল মুণ্ডানো বিকৃতি, যেভাবে পুরুষের জন্য দাড়ি মুণ্ডানো বিকৃতি।(৫) লুতের সমপ্রদায় ধ্বংসের একটি কারণ হল দাড়ি মুণ্ডানো। *আদ্দুররুল মানসুরে* আছে: লুতের সমপ্রদায়কে দশটি অসৎ চরিত্রের কারণে ধ্বংস করা হয়েছে। তন্মধ্য থেকে একটি ছিল দাড়ি মুণ্ডানো।(৬)

হিন্দুস্তানে একজন ফার্সি কবি ছিলেন মির্জা বেদিল।[7] তার কবিতায় প্রভাবিত হয়ে ইরান থেকে জনৈক ব্যক্তি তার সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে হিন্দুস্তান আসেন। অতঃপর কবি মির্জা বেদিলের সাথে এমতাবস্থায় তার সাক্ষাৎ হয় যে, তিনি দাড়ি মুণ্ডাচ্ছিলেন। ইরানি মুসাফির বড় আশ্চর্য হয়ে বললেন: মনীব! আপনি দাড়ি মুণ্ডাচ্ছেন! তিনি বললেন: হ্যাঁ, তবে কারো অন্তরে তো আঘাত হানছি না। বড় পাপ তো হল কারো অন্তরে আঘাত হানা। ইরানি মুসাফির তাৎক্ষণিক বললেন: আপনি তো আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে আঘাত হানছেন। এ কথা শুনে তার অন্তরের চোখ উন্মুক্ত হয়ে গেল এবং তিনি যবান দিয়ে অথবা অবস্থা দ্বারা বললেন:

جزاك الله چشمم باز كردى * مرا با جان جاں ہمراز كردى

আল্লাহ পাক আপনাকে উত্তম বিনীময় দান করুন যে, আপনি আমার চক্ষু খুলে দিয়েছেন
এবং মাহবুবে হাকিকির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন।

হজরত রুয়াইফি বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন: আমার পরে হয়তো আপনার জীবন দীর্ঘ হবে। তাই মানুষকে বলে দিবেন: যে ব্যক্তি নিজের দাড়িতে গিঁঠ দিবে অথবা দাড়ি উত্তোলন করবে কিংবা গলায় তন্ত্রী ঝুলাবে অথবা গোবর বা হাড্ডি দ্বারা ইস্তিηা করবে মুহাম্মাদ তার থেকে দায়মুক্ত।(৮) যখন দাড়ি ঝুলানো ব্যতিরেকে উত্তোলন করাতেই এই ধমকি তাহলে মুণ্ডানো ও শরয়ি পরিমাণ (এক মুষ্টি) থেকে কম করাতে কী ধমকি হতে পারে? পাঠক নিজেই তা অনুমান করতে সক্ষম হবেন। উল্লিখিত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, দাড়ি রাখা ওয়াজিব এবং ইসলামের প্রতীক। আর মুণ্ডানো হারাম।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাড়ি এক মুষ্টি, বরং এরচেয়ে কিছু বেশি হওয়া হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং হাদিসে আছে যে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়ি মোবারক খিলাল করতেন।(৯) হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওজু করতে হাতের তালুতে পানি নিয়ে চোয়ালের নিচে ঢুকাতেন। অতঃপর তা দ্বারা দাড়ি খিলাল করতেন এবং বলতেন, এভাবে

---

(১) বয়ানুল কুরআন, পৃ. ১৫৯, পারা: ৫,পাদটীকা, তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ, পৃ. ১২৭, তাফসিরে হক্কানি, ৩/২২৯, পারা: ৫, সুরা নিসা।

(২) সুরা নিসা: ১১৯।– অনুবাদক

(৩) তাফসিরে রুহুল মাআনি।

(৪) রুহুল বয়ান, ১/২২২।

(৫) হেদায়া, ১/২৩৫, হজ অধ্যায়, ইহরাম পরিচ্ছেদ।

(৬) আদ্দুররুল মানসুর, ৪/৩২৪, সুরা আমবিয়া।

7. তার পুরো নাম: আবদুল কাদির বেদিল। জন্ম: ১৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ, মৃত্যু: ১৭২০ খ্রিষ্টাব্দ। – অনুবাদক

(৮) মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃ. ৪৩।

(৯) উৎসমূল অতীত হয়েছে।– অনুবাদক

করতে আমার রব আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।([১]) নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাড়ি মোবারক এত ঘণীভূত ছিল যে, তা বক্ষ মোবারক ভরে যেত।([২]) তিনি দাড়িতে চিরুনিও করতেন। হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশি বেশি মাথায় তেল দিতেন এবং দাড়ি বিন্যাস করতেন।([৩])

এছাড়া রেওয়ায়েতে এসেছে যে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লম্বালম্বি ও প্রশস্ততার দিকে এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কেটে ফেলতেন। *সুনানে তিরমিজির* বর্ণনায় এসেছে: হজরত আমর বিন শুআইব তার বাবা থেকে, শুআইব তার দাদা থেকে নকল করেন যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লম্বালম্বি ও প্রশস্ততার দিক থেকে দাড়ি ছেঁটে ফেলতেন।([৪]) *শরহু শিরআতিল ইসলামে* এক মুষ্টির কথা বিবৃত হয়েছে। হজরত আমর বিন শুআইব বাবা থেকে, শুআইব তার দাদা থেকে নকল করেন যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লম্বালম্বি ও প্রশস্ততার দিক থেকে এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কেটে ফেলতেন।([৫]) হাকিমুল উম্মত হজরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রাহিমাহুল্লাহ *আততারায়িফ ওয়াজ জারায়িফ* কিতাবে লিখেছেন:

প্রাসঙ্গিক সংযোজন: ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ নকল করেছেন যে, হজরত আমর বিন শুআইব তার বাবা থেকে, শুআইব তার দাদা থেকে নকল করেন যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লম্বালম্বি ও প্রশস্ততার দিক থেকে দাড়ি ছেঁটে ফেলতেন। *মাফাতিহ* ও *গারায়িব* কিতাবে এই হাদিসের শেষে এই শব্দও এসেছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লম্বালম্বি ও প্রশস্ততার দিকে কর্তন করতেন। যখন তা এক মুষ্টি থেকে অতিরিক্ত হয়ে যেত।([৬]) নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের (যারা ছিলেন তার কথা ও আমলের প্রত্যয়নকারী এবং প্রতিটি সুন্নাতের ওপর আমলকারী) আমল দ্বারাও এ কথাই বুঝা যায়। হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা যিনি ছিলেন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য বড় আত্মোৎসর্গকারী ও তার সুন্নাতের বড় প্রেমিক। ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ তার আমলকে মানদণ্ড হিসাবে উল্লেখ করেছেন। হজরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা যখন হজ অথবা উমরা থেকে ফারেগ হতেন, নিজের দাড়ি এক মুষ্টি ধরে অতিরিক্ত অংশ কেটে ফেলতেন।([৭]) হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুও এক মুষ্টির অতিরিক্ত অংশ কেটে দিতেন।([৮]) *সুনানে তিরমিজির* টীকায় আছে: হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুও মুষ্টি ধরে অতিরিক্ত অংশ কর্তন করে ফেলতেন। আবু শাইবা একে ধারাবাহিক সনদযুক্তে নকল করেছেন।([৯])

এ দ্বারা পরিষ্কার বুঝা গেল যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক লম্বালম্বি ও প্রশস্ততার দিক থেকে দাড়ি ছেঁটে ফেলা এই পরিমাণ ও এই কৈফিয়তে ছিল। এ কথাও প্রমাণিত হল যে, দাড়ির সুন্নাহ সম্মত পরিমাণ এক মুষ্টি। অতএব, এরচেয়েয়ে কম করে কাট দাড়ি রাখা শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়েজ নয়।

এসব বর্ণনা ও উক্তির সারসংক্ষেপ এই যে, দাড়ি রাখা ওয়াজিব। এক মুষ্টি রাখা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা এবং এরচেয়ে কম করা মাকরুহে তাহরিমি। আর এত লম্বা রাখা যে, মানুষ তার দিকে তাকাবে কিংবা তাকে নিয়ে মশকারি করবে, সুন্নাহর খেলাপ।([১০]) অতএব, চাকুরি ও ভালো বেতনের খাতিরে দাড়ি মুণ্ডানো বা খসখস বানানোর শর্ত কবুল করা জয়েজ নয়। আল্লাহ তাআলাই রিজিকদাতা, তার ওপর ভরসা ও নির্ভর করা উচিত। তার বিধান ও নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম চরিত্র অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা উচিত।

আল্লাহর ইরশাদ: (وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا * اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ): অনেক পশু এমন আছে (যারা সামনের জন্য) রিজিক সংরক্ষণ করে না। আল্লাহ পাকই তাদেরকে রিজিক দান করেন এবং তোমাদেরকেও রিজিক দান

---

(১) সুনানে আবু দাউদ, দাড়ি খিলাল অধ্যায়।
(২) শামায়িলুত তিরমিজি।
(৩) শামায়িলুত তিরমিজি, পৃ. ৪।
(৪) সুনানে তিরমিজি, ২/১০০।
(৫) শরহু শিরআতিল ইসলাম, পৃ. ২৯৮।
(৬) আততারায়িফ ওয়াজ জারায়িফ।
(৭) সহিহ বুখারি, ২/৮৭৫, লিবাস অধ্যায়।
(৮) পাদটীকা, সহিহ বুখারি, ২/৮৭৫, লিবাস অধ্যায়, টীকা নং: ৭।
(৯) সুনানে তিরমিজি, ২/১০০, টীকা নং: ৯।
(১০) হজরতে আকদাস মাওলানা সালিমুল্লাহ খান রাহিমাহুল্লাহ বলতেন: যে সমাজে দাড়ি লম্বা করাকে দোষনীয় মনে করা হয় সেখানে এক মুষ্টির অতিরিক্ত অংশ কেটে দিবে। আর যেখানে দোষনীয় মনে করা হয় না সেখানে লম্বা করাতে অসুবিধা নেই। (ড. মাওলানা মা[illegible]র আহমাদ মেঙ্গল সাহেব জিদা মাজদুহুর সূত্রে)– অনুবাদক

করেন।(১) অন্যত্র বলেছেন: (وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ): যে আল্লাহকে ভয় করে (অর্থাৎ তার অবাধ্যতা ও গুনা করে না) হক তাআলা তার জন্য (জটিলতা থেকে) মুক্তির পথ বের করে দেন এবং তাকে এমন স্থান থেকে রিজিক দান করেন যেখানে তার ধারণাও নেই। আর যে কেউ আল্লাহর ওপর ভরসা করে (তার জটিলতা সমাধানের জন্য) তার জন্য আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট।(২) হাদিসে আছে, হজরত উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: নিশ্চয় তোমরা যদি আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণভাবে ভরসা রাখ তাহলে তিনি তোমাদেরকে এভাবে রিজিক দান করবেন যেভাবে পাখিকে দান করে থাকেন। যারা প্রভাতে (নিজেদের বাসা থেকে) ক্ষুদার্ত বের হয় এবং সন্ধ্যায় পরিতৃপ্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করে।(৩) শাইখ সাদি রাহিমাহুল্লাহ নিজের মুনাজাতে বলেন: হে আল্লাহ! আপনি যখন এত করুণাময় যে, ইহুদি, নাসারা, অগ্নিপূজক এবং মূর্তিপূজক সবাইকে নিজের অদৃশ্যের কোষাগার থেকে রিজিক দান করেন। শত্রুদের ওপর যখন এমন দয়ার দৃষ্টি তাহলে নিজের বন্ধুদেরকে (যারা আপনার উপাসনাকারী) কীভাবে নিঃস্ব রাখবেন।(৪)

কথিত আছে যে, কাকের বাচ্চা ডিম থেকে বের হওয়ার সময় পশম ও ডানা সাদা থাকে, তখন নর-মাদী মনে করে যে, এগুলো তাদের বাচ্চা নয়! আমাদের বাচ্চা হলে তো আমাদের মতো কালো হত! তাই তারা প্রতিপালন থেকে এড়িয়ে চলে। অতঃপর যখন পশম ও ডানা কালো হতে শুরু করে তখন থেকে নিজের বাচ্চা মনে করে এবং প্রতিপালন শুরু করে। যতক্ষণ ওদের পশম ও ডানা কালো হয় না, এই বাচ্চাকালীন অবস্থায় আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এভাবে রিজিক দান করেন যে, বাচ্চা যখন নিজের ওষ্ঠদ্বয় বারবার খোলে, বাতাসের মাধ্যমে পোকা-মাকড় ও জীবাণু মুখে পৌঁছে খোরাক হয়ে থাকে।(৫) আল্লাহ তাআলা কাকের বাচ্চাকে এভাবে রিজিক দান করেন তবে কি তিনি নিজের অনুগত বান্দাদেরকে রিজিক দিবেন না? তিনি কি তোমাদেরকে ক্ষুদার্ত মারবেন? না, কখনো না। কবির ভাষায়:

غم روزی مخور برہم مزن اوراق دفتررا
کہ پیش از طفل ایزد پر کند پستان مادررا

জীবিকার চিন্তায় হয়রান ও পেরেশানির প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তো এমন ক্ষমতাবান যে, সন্তান দুনিয়ায় পা রাখার আগে আগে মায়ের স্তনে দুধ তৈরি করে দেন এবং এরকম অদ্ভুত পদ্ধিতে খোরাকের ব্যবস্থাপনা করেন। নিশ্চয় তিনি বড় মর্যাদাবান ও ক্ষমতাবান। (اِنَّمَاۤ اَمْرُهٗۤ اِذَاۤ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ): আল্লাহর শান তো এই যে, যখন তিনি কোনো বস্তু অস্তিত্বে আনতে ইচ্ছা করেন, একে নির্দেশ দেন: 'হয়ে যাও', তাৎক্ষনিক তা অস্তিত্বে এসে যায়।(৬) আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তার সন্তুষ্টির ওপর চলার এবং নবি পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত অনুযায়ী জীবন পরিচালনার তওফিক দান করুন।(৭)

শেষকথা

দাড়ি কর্তনকারীরা সর্বশেষ যে কথাটা বলে তা এই যে, দাড়ি রাখলে বন্ধুদের খোঁচা ও ভর্ৎসনার রোষানলের স্বীকার হতে হয়।

উত্তর: জ্বি হ্যাঁ, এ কথা আবশ্যক, তবে শুধু দাড়ির ব্যাপারে এ কথা নয়, বরং যে কোনো সুন্নাতের ওপর আমলকারীকে এ সবের মুখামুখী হতে হয়। তাইতো একটি হাদিসে বলা হয়েছে: মানুষের ওপর এমন ক্রান্তিকাল আগমনকারী যে, দীনের ওপর অবিচল থাকা ব্যক্তির অবস্থা হবে জ্বলন্ত অঙ্গার ধারণকারীর মতো।(৮) এজন্য মুক্তির পথ একটি মাত্র যে, আপনি সুন্নাহর প্রতি আহবানকারী হয়ে যান। নিজের বন্ধুদেরকে (আঘাত ও ভর্ৎসনাকারী) সুন্নাতের দিকে আহবান করুন এবং উত্তম পন্থায় তাদের সামনে দীনের কথা পেশ করুন।

---

(১) সুরা আলকাবুত: ৬০।– অনুবাদক
(২) সুরা তালাক: ৫।– অনুবাদক
(৩) মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃ. ৪৫৬।
(৪) বাহারিস্তাঁ শরহে উর্দু গুলিস্তাঁ, ভূমিকা, পৃ. ৭।– অনুবাদক
(৫) তাফসিরুল কুরআনিল আজিম, ইবনে কাসির, মাজাহিরে হক।
(৬) সুরা ইয়াসিন: ৮২।– অনুবাদক
(৭) সারসংক্ষেপ, ফাতাওয়া রহিমিয়া, ৬/৩৩৬-৩৫০।
(৮) সুনানে তিরমিজি: ২২৬০। (অনুবাদক) মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃ. ৪৫৯। (লেখক)

দীনের দিকে আহবানকারী হওয়ার সবচেয়ে বড় একটি উপকার এই যে, স্বয়ং নিজের অভ্যন্তরে ভালোভাবে দীন জমে এবং এর ওপর বিশ্বাস ও আস্থা হয় সুদৃঢ়। পক্ষান্তরে যদি বন্ধুরা আপনার কথা মেনে নেয় তাহলে তা তো আপনার জন্য 'লাল উট' থেকেও কল্যাণকর। তারা না মানলেও আহবানকারী হওয়ার প্রতিদান তো বিফলে যাবে না। যদি তারা আপনার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে তবুও আল্লাহ পাক আপনাকে শয়তানের ছায়া থেকে মুক্তি দিবেন।

এ ব্যাপারে এও বুঝে নেওয়া উচিত যে, বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তির জন্য দাড়ি রাখা স্রেফ নববি নির্দেশের ওপর আমল করা নয়, বরং এটা এক ধরনের জিহাদও বটে।(১) হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী নকল করেন: যে ব্যক্তি আমার উম্মতের ফিতনার সময় আমার সুন্নাতকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে তার জন্য শত শহিদের প্রতিদান মিলবে।(২) তাজ্জব নয়, জিহাদের সাথে হিজরতেরও সওয়াব মিলে যাবে। কেননা হাদিস শরিফে বলা হয়েছে: পরিপূর্ণ হিজরতকারী সে যে নিষিদ্ধ বস্তু ত্যাগকারী হয়।(৩)

এত পরিমাণ প্রতিদানের আশা এ কারণে যে, এমন ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম নিজের রুচি ও অভ্যাসের রঙের খেলাপ চেষ্টা-সাধনা করতে হয়, যা দীর্ঘ দিনের শিক্ষা-দীক্ষা ও পরিবেশের প্রভাবে বদ্ধমূল হয়ে আছে। এই ধাপ অতিক্রান্ত হওয়ার পর যখন সে দাড়ি রাখে, তার পরিবেশ তার সাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। সবাই তাকে ভর্ৎসনা করে যে, তোমার মাঝে এই পরিবর্তন আসল কোত্থেকে? বন্ধুবান্ধব ও ঘনিষ্টজন সবাই তাকে তিরস্কার করে। তাকে নিয়ে মশকারি করা হয়। বিয়ের মার্কেটে তার মূল্য ডাউন হয়ে যায়। কুফরি সমাজ নিজের পূর্ণ তাগুতি স্প্রীট নিয়ে তার বিরুদ্ধে যোদ্ধে নামে। এই ধারাবাহিক হামলার মোকাবেলায় কোনো এমন ব্যক্তি কখনো স্থির থাকতে পারবে না, যার মাঝে নেই ক্যারেক্টরের দৃঢ়তা এবং যার অন্তরে নেই ঈমানের হর্ষোৎফুল্লতা। এই অবিচলতার কারণে দুটি শক্তিশালী উপকার অর্জন হয়:

(এক) তার মাঝে বিদ্যমান কুফরি সমাজের বিরুদ্ধে অন্য ময়দানেও সফল লড়াইয়ের স্প্রীট ও শক্তি সৃষ্টি হবে।

(দুই) তার শক্ত চরিতের ভীতি সমাজের ওপর আপতিত হয়। তার তাবলিগ-তালকিনে এত পরিমাণ ওজন সৃষ্টি হবে যে, সুসাইটির অন্যান্য লোকও ধীরে ধীরে ইসলামের কাছাকাছি আসতে লাগবে। ফলে সে জ্ঞানগত উৎকর্ষের উৎসস্থল হয়ে যাবে।

বাস্তবতায় উৎকর্ষ (كمالات) দুটিই। **(এক)** ইলমি পূর্ণাঙ্গতা। (দুই) আমলি পূর্ণাঙ্গতা। কুরআনে পাকে যে চার দলের প্রশংসা করা হয়েছে তারা হলেন: আমবিয়া, সিদ্দিকিন, শুহাদা এবং সালেহিন। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত দল দুটোর প্রশংসা ইলমি পূর্ণাঙ্গতার কারণে এবং শেষ দুটোর আমলি পূর্ণাঙ্গতার কারণে। আতঃপর তাদের পরস্পর পার্থক্য এই যে, আমবিয়া আলাইহিমুস সালাম তো ইলমি পূর্ণাঙ্গতার উৎস, যেখান থেকে ইলমি পূর্ণাঙ্গতা নির্গত হয়। আর সিদ্দিকিন এই ইলমি পূর্ণাঙ্গতার মিলনস্থল, যেখানে এসে পূর্ণাঙ্গতাসমূহ জমায়েত হয়। এমনিভাবে শুহাদায়ে কেরাম আমলি পূর্ণাঙ্গতার উৎস। আর সালেহিন হলেন আমলি পূর্ণাঙ্গতার প্রকাশস্থল। কেননা শহিদ ঐ ব্যক্তি, যে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করতে গিয়ে রক্তের শেষ বিন্দু পর্যন্তও ভাসিয়ে দেয়। সে কেয়ামতের দিন সাক্ষী হবে যে, তার সৎ কাজের আদেশের প্রভাব কে কবুল করেছে আর কে করেনি। বস্তুত যে ব্যক্তি শহিদের সৎ কাজের আদেশ কবুল করে তাকে সালেহ বলে।

যাহোক, কুফরি সমাজ ও পাশ্চাত্য সুসাইটিতে উম্মাহর বিপথগামিতার সময় দাড়ির মতো সুন্নাতের ওপর মজবুতির সাথে আমল করা স্বয়ং নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে এক ধরনের জিহাদ। তার অবিচলতার ফলে যে পরিমাণ মানুষ ইসলামের এই প্রতীকের নিকটবর্তী হবে, তাদের সকলের সওয়াব ও প্রতিদান তার আমলনামায়ও লিপিবদ্ধ করা হবে।

আত্মশুদ্ধি

কিন্তু ভিতরগত পরিবর্তন ব্যতিরেকে এই শক্ত অবস্থার প্রকাশ সম্ভব নয়। অন্তরে যখনই ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সুদৃঢ় হবে তখনই ইসলামের প্রতীকের সম্মান করার তওফিক নসিব হবে। এজন্য প্রথমে ভিতরের সংশোধনের দিকে মনোনিবেশ করা আবশ্যক। যতক্ষণ না এ জিনিস অর্জন হবে শুধু নীতির পাবন্দি করলে সফলতার পূর্ণ আশা করা যায় না।

---

(১) এখানে জিহাদ মানে মুজাহাদা।– অনুবাদক

(২) মিশকাতুল মাসাবিহ।

(৩) সহিহ বুখারি: ১০।– অনুবাদক

হ্যাঁ, মানুষের একটি স্তর এমনও আছে যে, তাদের অন্তরে ইসলামের আলো প্রজ্বলিত হয়, কিন্তু তারা মূর্খতা, অজ্ঞতা ও অনবগতির কারণে কিংবা স্বল্প মনোযোগের কারণে ইসলামের প্রতীকের প্রতি বেপরোয়া হয়ে থাকে এবং পরিবেশের দেখাদিখি করে ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক ত্যাগকারী হয়ে বসে। আমাদের সম্বোধন মূলত ঐ সব লোকের সাথে। এই আকাঙ্খায় যে, হয়তোবা বাস্তবতা উপলব্ধির প্রতি তাদের মনোযোগ পয়দা হবে।

দাড়ি রাখার কারণ ও দর্শন

স্বভাব ও প্রকৃতির অভিযোগসমূহের জবাব তো হয়ে গেছে। এখন একটি ইলমি মাসআলার বিশদ বিবরণ পেশ করা হচ্ছে। আগেও আমরা পরোক্ষভাবে এর আলোচনা করেছি যে, দাড়ি রাখা ও কর্তনের হেতু কী? এটা জানা এজন্য আবশ্যক যে, হেতুর বিদ্যমানতা ও অবিদ্যমানতার ওপর হুকুমের অস্তিত্ব ও অস্তিত্বহীনতা ভিত্তি করে। কিন্তু হেকমত ও যৌক্তিকতার মর্যাদা এমন নয়। তা হওয়া না হওয়ায় হুকুমের ওপর কোনো প্রভাব পড়ে না। আমরা নিচে প্রথমে দর্শনসমূহ বয়ান করব পরে কারণসমূহ বুঝাব।

মোচ কর্তন করা ও দাড়ি লম্বা করার দর্শনসমূহ

১- **মুশরিক ও অগ্নিপূজকদের বিরোধিতা–** মুসলমান এক স্বনির্ভর উম্মত। তাদের চাল-চলন, পরিধান-বিছানা, আকার-আকৃতি, রঙ-ঢং, নীতি-পদ্ধতি মোটকথা তাদের প্রত্যেক বস্তুকে স্বাতন্ত্র্য রাখা হয়েছে। তাই তাদের জন্য আবশ্যক হল, তারা দীনের পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি হবেন, তাদের অস্তিত্বই হবে ইসলামের মুখপাত্র। কুরআনের ভাষায় তারা হবেন সমস্ত দুনিয়াবাসীর সামনে দীনের সাক্ষী। আল্লাহর ইরশাদঃ

وَ جَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ؕ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ؕ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ؕ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۚۖ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ؕ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿۷۸﴾

তরজমাঃ আল্লাহর দীনের ব্যাপারে খুব সাধনা কর যেমনটা সাধনা করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে (অন্যান্য উম্মত থেকে) স্বতন্ত্র বানিয়েছেন। (তিনি) তোমাদের ওপর দীনের (আহকামে) কোনো ধরনের সঙ্কীর্ণতা রাখেননি। তোমরা নিজেদের পিতা ইবরাহিমের ধর্মের ওপর অটল থাক। ঐ ইবরাহিম, যিনি তোমাদের উপাধী রেখেছেন মুসলমান (সর্বদিকে অনুগত), কুরআনের আগে নাজিলকৃত কিতাবসমূহে এবং এই কুরআনেও, যাতে করে রাসুল হন তোমাদের জন্য দীনের সাক্ষী। আর তোমরা হবে মানুষের সামনে দীনের সাক্ষী। অতএব, তোমরা (বিশেষভাবে) নামাজের পাবিন্দ কর এবং জাকাত প্রদান করতে থাক এবং আল্লাহর দীনকে শক্তহাতে আঁকড়ে ধর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক (অতএব, কারো বিরোধিতা ও ভর্ৎসনা কখনো তোমাদের ক্ষতিসাধন করতে পারবে না) তিনি কতইনা ভালো অভিভাবক ও কতইনা উত্তম সাহায্যকারী।(১)

ব্যাখ্যাঃ شہادت অর্থঃ অন্তর, যবান, কথা, আমল, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, জীবন-মৃত্যু মোটকথা নিজের প্রতিটি অঙ্গ দ্বারা ঐ দীনের সাক্ষ্য দেওয়া, যার দিকে সে আহবানকারী। তার জীবনের ডায়েরি এবং দাওয়াতের ডায়েরিতে কোনো ফরক হয় না। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো 'শাহেদ" হয়ে নিজের দায়িত্ব আদায় করে ফেলেছেন। তারপর আসে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের যুগ। সমস্ত উম্মত সাক্ষ্য দিল যে, তারাও সব ধরনের দাওয়াত ও শাহাদতের অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে আ'η়াম দিয়েছেন। এরপর এই দায়িত্ব স্থানান্তরিত হয় সাধারণ মুসলমানদের ওপর। এজন্য আবশ্যক হল, সমস্ত মুসলমান দীনের দিকে আহবানকারী ও শাহেদ হওয়া। কেননা এই দায়িত্ব আ'η়াম দেওয়ার জন্য এখন কোনো নবি আসবেন না। কেয়ামত অবধির জন্য এই জিম্মাদারি মুসলমানদের কাঁধে অর্পণ করা হল।

মুসলমান দীনের জন্য সাক্ষ্যদাতা তখনই হতে পারে, যখন তার জীবনের ডায়েরি ও দাওয়াতের ডায়েরির মাঝে সমন্বয়সাধন ও সঙ্গতি হবে। সে পরিপূর্ণভাবে দীনের রঙে রঙিন হবে এবং দুনিয়ার অন্যান্য জাতির সাদৃশ্য ধারণ করবে না। অন্যথায় তার আকৃতি যেমন সাদৃশ্যপূর্ণ হবে, দীনও অন্যান্য ধর্মের

(১) সুরা হজঃ ৭৮।

অনুরূপ হয়ে যাবে। কেননা দীন শুধু কিতাব থেকে অনুধাবন করা যায় না, বরং সাথে সাথে সাক্ষী হিসাবে ব্যক্তিও থাকা জরুরি।

সারকথা, মুসলমানদেরকে যেভাবে জীবনের প্রতিটি শাখায় অন্যান্য জাতির সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করা থেকে বারণ করা হয়েছে, তেমনিভাবে নির্দিষ্টভাবে দাড়ির ব্যাপারেও বারণ করা হয়েছে। বর্তমানে তো দাড়ি মুণ্ডানো শুধু একটি রীতিই নয়, একটি কালচার বরং তা একটি নির্দিষ্ট জীবনব্যবস্থার উদ্গত প্রতীক। সুতরাং আজ-কাল দাড়ি রাখা এই কালচার ও এই জীবনব্যবস্থা ত্যাগের ঘোষণা এবং আমলগতভাবে ইসলামকে জীবনের ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করার নামান্তর। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে এই জিম্মাদারি আদায়ের তওফিক দান করুন, দীন কবুল করার কারণে যা আমাদের ওপর আরোপিত হয়েছে।

২- **খানাপিনায় পরিচ্ছন্নতার প্রতি খেয়াল–** আল্লামা ইবনে দাকিক আলঈদ মালেকি/হাম্বলি (১) তার *ইহকামুল আহকাম ফি শারহি উমদাতিল আহকামে* হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেন: মূলত মোচ কর্তন করা ও ছাঁটানোতে দুটি দর্শন নিহিত: **এক.** অনারবিদের আকৃতির বিরোধিতা। এ কারণটির কথা একটি হাদিসেও স্পষ্টভাবে এসেছে। বলা হয়েছে: তোমরা অগ্নিপূজকদের বিরোধিতা কর। **দুই.** খানাপিনা প্রবেশস্থান থেকে মোচ সরানো পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতার জন্য খুবই উপকারী এবং খানার অপকারিতা থেকে খুবই রক্ষণশীল।(২) প্রকাশ থাকে যে, বড় বড় মোচ খাদ্যে ময়লাযুক্ত হবে এবং পানিতেও নিমজ্জিত হবে। সুতরাং শরিয়ত একে ছোট করতে নির্দেশ দিয়েছে।

৩- **রূপসজ্জা–** অর্থাৎ মোচ ছোটকরণে এবং দাড়ি বৃদ্ধিকরণে রূপসজ্জা ও সজ্জিত হওয়া নিহিত। কিন্তু একে অনুধাবন করা সুস্থ স্বভাবের অধিকারী ব্যক্তিদেরই কাজ।

৪- **নারীর সাথে সাদৃশ্যতার বিচ্ছেদ–** শরিয়ত নারীদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করাকে হারাম আখ্যায়িত করেছে, যাতে করে এক প্রকারের শ্রেণীগত চাহিদাসমূহ অন্য শ্রেণীর সাথে মিশ্রিত হয়ে বাতিল না হয়ে যায়। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: আল্লাহ পাক ঐ পুরুষদের ওপর অভিসম্পাত করেছেন, যারা নারীদের সাদৃশ্যতা গ্রহণ করে। আর ঐ নারীদের ওপরও, যারা পুরুষদের সাদৃশ্য ধারণ করে।(৩)

৫- **চিকিৎসা**-সংক্রান্ত **স্বার্থ–** ঠাণ্ডা কিংবা গরম বাতাসের ঝুঁকি থেকে গলা ও বক্ষের সংরক্ষণ এর একটি স্পষ্ট উপকার। চিকিৎসক ও ডাক্তারগণ এর আরো উপকারিতা বয়ান করেছেন।

ইল্লাতের বিবরণ

মোচ কর্তন করা ও দাড়ি লম্বা করার কারণ এই যে, তা ফিতরাতের বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত। ফিতরাতের অর্থ আগে পেশ করা হয়েছে যে:

ফিতরাত: মানুষের ঐ বিশেষ গুণাবলী ও স্বতন্ত্র প্রতীকের নাম, যা মনুষ্য স্বভাব ও প্রকৃতির হুবহু মোতাবিক হয়। এ দ্বারা ব্যক্তি অথবা সমপ্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়। আল্লাহ পাক নবিদের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা এ সব গুণাবলী দ্বারা নিজেদের ব্যক্তিজীবন গঠন করে দুনিয়ার অন্যান্য জাতি থেকে স্বতন্ত্র হও। পাঠকদের সামনে আগেই ফিতরাতের হাদিস ও ব্যাখ্যা অতীত হয়েছে। হজরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগায়* নিজের নির্দিষ্ট প্রজ্ঞাময় পদ্ধতিতে এই হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কয়েক লাইন লিখেছেন। নিচে হজরত মাওলানা মঞ্জুর নুমানি সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর শব্দে তা উল্লেখ করছি। তিনি বলেছেন: এই দশটি আমলি জিনিস, যা মূলত পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতার অধ্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত; এগুলো একনিষ্ঠ ধর্মের ভিত্তি-স্থাপনকারী ও পূর্বপুরুষ হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম থেকে বর্ণিত। ইবরাহিমি তরিকার ওপর চলমান একনিষ্ঠ উম্মতের মধ্যে ব্যাপকহারে এর প্রচলন রয়েছে এবং এর ওপর তাদের দৃঢ় বিশ্বাসও রয়েছে। যুগযুগ ধরে তারা এই আমলসমূহের ওপর পাবন্দি করে জীবন ধারণ করছেন এবং মৃত্যুবরণ করছেন; এজন্যই একে ফিতরাত বলা হয়েছে। এগুলো একনিষ্ঠ ধর্মের প্রতীক। প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব কিছু নির্দিষ্ট প্রতীক থাকা আবশ্যক, যা এতটা প্রকাশ্য হবে যে, এগুলো দ্বারা সেই ধর্মের অনুসারীদের পরিচয় করা সম্ভব। আর এতে শিথিলতাকারীদেরকে অভিযুক্তও করা যায়, যাতে করে সেই ধর্মের আনুগত্য ও অবাধ্যতা উপলব্ধি ও দর্শনের আওতায় আসে। এটাও হেকমতের সাথে মিলিত যে, প্রতীক এমন বস্তুসমূহ হবে, যা ডুমুরের ফুলও হবে না এবং

---

(১) নাম: মুহাম্মাদ বিন আলি। মৃত্যু: ৭০২ হিজরি।

(২) ইহকামুল আহকাম ফি শারহি উমদাতিল আহকাম, ১/৮৫।

(৩) সহিহ বুখারি: ৫৮৮৫, সুনানে আবু দাউদ: ৪০৯৭, সুনানে তিরমিজি: ২৭৮৪, সুনানে ইবনে মাজা: ১৯০৪। লানতের নিসবত আল্লাহর দিকে হলে রহমত থেকে বিতাড়ন করা উদ্দেশ্য। আর বান্দার দিকে হলে বদদুআ অভীষ্ট।– অনুবাদক

এতে উল্লেখযোগ্য উপকারও নিহিত থাকবে। আর মানুষের মেজাজও একে পরিপূর্ণভাবে কবুল করে নিবে। এই দশ জিনিসে এগুলোও আছে, সেগুলো বুঝার জন্য এই কয়েকটি কথায় চিন্তা নিবদ্ধ করা উচিত।

মনুষ্য শরীরের কিছু অঙ্গে সৃষ্ট পশম বৃদ্ধির কারণে পবিত্রতা পছন্দকারী ও সহৃদয় মেজাজের মানুষের সুস্থ স্বভাব এভাবে সঙ্কোচিত ও কর্দমাক্ত হয়, যেভাবে হদস (অর্থাৎ কোনো নাপাকি শরীর থেকে বের হওয়া) দ্বারা হয়ে থাকে। বাহুমূল ও তলপেটে সৃষ্ট পশমের আবস্থাও এমনই। এজন্য এগুলো পরিষ্কার করে সুস্থ স্বভাবের মানুষ নিজেদের অন্তরে-রুহে এক ধরনের প্রফুল্লতা ও আনন্দের কৈফিয়ত অনুভব করে। যেন এটা তার ফিতরাতের বিশেষ চাহিদা। নখের অবস্থাও বিলকুল এরকম।

বস্তুত দাড়ির বৈশিষ্ট্য এই যে, এর দ্বারা ছোট-বড়দের মাঝে পার্থক্য হয়। এটা পুরুষদের জন্য আভিজাত্য ও সৌন্দর্য্যও বটে। এ দ্বারাই তার পুরুষ্য আকৃতি পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। এটা নবিদেরও সুন্নাহ। তাই রাখা জরুরি। পক্ষান্তরে দাড়ি মুণ্ডানো অগ্নিপূজারী, মূর্তিপূজারীসহ অধিকাংশ অমুসলিম সমপ্রদায়ের রীতি। এছাড়া যেহেতু বাজারি প্রকারের লোক এবং নিম্ন স্তরের লোক সাধারণত দাড়ি রাখে না, তাই দাড়ি না রাখা যেন নিজেকে তাদের কাতারে শামিল করা।

মোচ বৃদ্ধি ও লম্বাকরণে সুস্পষ্ট ক্ষতি আছে। মোচ মুখ পর্যন্ত লম্বা হলে খানাপিনার বস্তুসমূহ লেগে যাবে এবং নাক থেকে বের হওয়া শ্লেষ্মার পথও এটাই। অতএব, সাফাই ও পবিত্রতার চাহিদা এটাই যে, মোচ বেশি বড় হতে দিবে না। তাইতো মোচ কর্তন করার নির্দেশ দিয়েছেন। কুলি এবং নাকে পানি দেওয়ার মাধ্যমে নাক পরিষ্কার করা, মিসওয়াক এবং পানি দ্বারা ইস্তিŋা করা এবং গুরুত্বের সাথে আঙুলসমূহের জোড়া ধৌত করা, যাতে করে ময়লা আটকে থাকে। সাফাই ও পরিচ্ছন্নতার দৃষ্টিকোণে এসব বস্তুর আবশ্যকতা ও গুরুত্ব স্পষ্ট করার অপেক্ষা রাখে না।(১)

দাড়ি ইসলামের প্রতীক

প্রত্যেক ধর্মের জন্য প্রতীকের অস্তিত্ব আবশ্যক, তা ব্যতিরেকে ঐ ধর্ম অবশিষ্ট থাকতে পারে না। হিন্দুরা মাথার চুল ও পৈতাকে আবশ্যক মনে করে, বৌদ্ধরা শরীরের সমস্ত পশমের সংরক্ষণ করাকে প্রাণতুল্য মনে করে, পারসিরা নিজেদের বিশেষ আকৃতির টুপিকে ধর্মের প্রতীক বানিয়েছে। বৃটিশরা ইংরেজি টুপি ও ট্রাইকে জাতিগত ফরজ এবং বিশেষকরে যে কোনো ক্রুশাকৃতিকে ধর্মের প্রতীক আখ্যা দিয়েছে। এর বিপরীতে যে জাতি নিজেদের ইউনিফার্ম সংরক্ষণ করেনি তাদের নাম নিশানা পর্যন্তও বাকি থাকেনি।

কেয়ামত অবধি মুসলমানদের অস্তিত্ব থাকা জরুরি। অতএব, মুসলমানদের জন্য নিজেদের অস্তিত্ব ঠিকিয়ে রাখা আপরিহার্য। আর তা প্রতীক ছাড়া কী করে সম্ভব? মিরাঠ কলেজের একজন গ্রাজুয়েট অর্জনকারী একটি চিঠি হজরত শাইখুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমাদ সাহেব মাদানি (সাবেক শাইখুল হাদিস ও সদর মুদাররিসিন, দারুল উলুম দেওবন্দ) রাহিমাহুল্লাহুর খেদমতে প্রেরণ করেন, যাতে বর্তমান যুগ হিসাবে ইসলামিক সংস্কৃতি ও সমাজের পাবন্দি বিশেষত দাড়ি রাখার জটিলতা প্রকাশের সাথে সাথে দাড়ির দীনি-দুনিয়াবি যৌক্তিকতা ও দর্শনসমূহও সম্পর্কে জিজ্ঞসা করেন। অবসরতা ও আরোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও হজরত শাইখুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহ তার যে জবাব দিয়েছেন তা দাড়ির দর্শনের ওপর একটি অনুসন্ধানী পর্যালোচনা। আমরা একে পাঠকের সামনে হাজির করছি।

মিরাঠ থেকে প্রেরিত চিঠি

জনাব হজরত মাওলানা সাহেব! শান্তি ও যথাবিহীত সম্মান-প্রদর্শনের পর আরজ এই যে, আমি আপনাকে কিছু কষ্ট দিতে চাচ্ছি। আশা করি, আপনি আপনার অধিক ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও আমার ওপর দয়াকরতঃ উত্তর প্রদান করে বাধিত করবেন। আমি মিরাঠ কলেজে অধ্যয়ণরত, আমি হক শরিয়তের পাবন্দি করতে চাই। দাড়িও ঐ শরয়ি পাবন্দির মধ্য থেকে, যা আল্লাহর শোকর অদ্যাবধি রেখে আসছি। কিন্তু মাওলানা সাহেব! আমি দাড়ি রেখে খুবই পেরেশানিতে আছি, কেননা কলেজের পরিবেশে দাড়ি রাখা মানে সকল বন্ধুদের মশকারি ও তিরষ্কারের পাত্র হওয়া। বন্ধুরা বলে থাকে: (১) দাড়ি দ্বারা মানুষকে মন্দ ও জংলি মনে হয়। (২) আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়ি রেখেছেন ঠিক, তবে তখনকার আরবের প্রচলন হিসাবে। কিন্তু এখন প্রচলন না থাকায় দাড়ি রাখা জরুরি কিছু নয়। (৩) বর্তমানের প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরীক্ষায় দাড়ির কারণে বিফলতা আসে। পরীক্ষক মনে করে, তার বয়স বেশি অথবা সে ফ্যাশনহীন লোক। যাহোক, এগুলো অভিযোগ করা হয়। এই অভিযোগকারীদেরকে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়ি রেখেছিলেন এ কথা বলা যথেষ্ট হয় না। তাই

(১) মাআরিফুর হাদিস, ৩/৬২।

আপনার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি, আপনি দীন-দুনিয়া সম্পর্কে দক্ষ। দাড়ির শরয়ি দৃষ্টিকোণ এবং এর দর্শনসমূহ বলুন, যাতে অন্যদেরকেও বলতে পারি। মূলত একজন মৌলভি সাহেবেকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ, দাড়ি রাখা সুন্নাত; জরুরি কিছু নয়। এ কারণেও আপনার ফতোয়ার অপেক্ষায় আছি এবং এর ওপরই আমল করব।

মাওলানা হুসাইন আহমাদ আহমাদ মাদানি কুদ্দিসা সিররুহুর উত্তর

সম্মানিত, আপনার সম্মান বৃদ্ধি হোক! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ! আপনার পত্রনামা পৌঁছেছে। আমি একেবারেই অবসরহীন, সাথে কিছু রোগেও আক্রান্ত। আজ মেজাজ একটু সুস্থ বলে সংক্ষিপ্ত কিছু আরজ করছি, তবে অভীষ্ট বলার আগে একটি ভূমিকায় আপনাকে চিন্তা করা আবশ্যক।

ইউনিফার্মের রাজনৈতিক পারগতা

ক. প্রত্যেক রাষ্ট্রের বিভিন্ন শাখার জন্য কোনো না কোনো ইউনিফার্ম নির্দিষ্ট থাকে। পুলিশের ইউনিফার্ম ভিন্ন, আরোহীর ভিন্ন, পদাতিকের ভিন্ন, স্থলবাহিনীর ভিন্ন, নৌবাহিনীর ভিন্ন, পোস্টম্যানের ভিন্ন, রেল বিভাগের ভিন্ন। অতঃপর অফিসারদের ভিন্ন, অধিনস্থদেরও ভিন্ন। তারপর এর ওপর আরো তাগিদ ও কঠোরতা যে, কর্তব্য আদায়কালীন সময়ে কোনো চাকুরিজীবীকে নিজের ইউনিফার্মে না পাওয়া গেলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। রাষ্ট্রপ্রতির বিশেষ ফোর্সের ইউনিফার্ম ভিন্ন ধরনের, এমপি ও নিকটবর্তী মন্ত্রীদেরও ভিন্ন ধরনের। এ তো স্রেফ একই রাষ্ট্রের অবস্থা যে, রাষ্ট্রের বিভিন্ন শাখায় পৃথক পৃথক ইউনিফার্ম নির্ধারিত। ইউনিফার্মহীন দায়িত্ব আদায়কারীকে যেভাবে অপরাধী আখ্যা দেওয়া হয়, এমনি কেউ যদি অন্য শাখার ইউনিফার্ম পরে আসে এবং অফিসারগণ অবহিত হয় তাহলে তাকেও এর ন্যায় অথবা এরচেয়ে বড় অপরাধী আখ্যায়িত করা হয়।

যেভাবে ইউনিফার্ম ছাড়া আসা চাকুরিজীবীকে অপরাধী আখ্যা দেওয়া হয় এবং যেভাবে এই নীতিকে রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থার শৃঙ্খলার জন্য আবশ্যক মনে করা হয়, তেমনিভাবে প্রত্যেক সমপ্রদায় ও ধর্মেও এর প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখা হয়। যদি আপনি অনুসন্ধান করেন তাহলে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি, অস্ট্রেলীয়া এবং আমেরিকা ইত্যাদিতে পাবেন যে, তারা নিজেদের পৃথক পৃথক প্রতীক, পতাকা এবং ইউনিফার্ম বানিয়ে রেখেছেন। এ বিষয়ে অবগত ব্যক্তি প্রত্যেকের সৈন্যকে অন্যদের সৈন্য থেকে আলাদা করতে সক্ষম। এ দ্বারাই রণক্ষেত্রে কিংবা রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক স্থানে পার্থক্য করা সম্ভব। প্রত্যেক জাতি ও ধর্ম নিজেদের ইউনিফার্ম ও প্রতীকের সংরক্ষণ করাকে অতিব জরুরি মনে করে, বরং কোনো সময় এতে গাফলতি হলে বড় থেকে বড় ক্ষতিও হতে পারে। আপনি কোনো রাষ্ট্রের পতাকা নামিয়ে ফেলুন, কোনো ধরনের অপমান করে দেখুন কিংবা কোথাও থেকে উচ্ছেদ করে দেখুন, কীভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। এই ইউনিফার্ম শুধু পোশাকে হয় না, বরং কখনো কখনো শরীরেও কিছু আলামত স্থাপন করা হয়। কোনো কোনো জাতির হাতে অথবা শরীরে দাগ দেওয়া হয়, কোনো জাতির মাঝে কানে অথবা নাকে ছিদ্র করে বৃত্ত দেওয়া হয়। কেউ তো চুল লম্বা করে, আবার কেউ মাথায় খোঁপা বাঁধে।

প্রতীক ত্যাগের পরিণতি

মোটকথা, পার্থক্যকরণের এই পদ্ধতি বিভিন্ন শাখায় এবং বিভিন্ন জাতি, রাষ্ট্র, সমস্ত ধর্ম ও বিশ্বের বিভিন্ন সমপ্রদায়ের মাঝে চলে আসছে। যদি এটা না হলে কোনো আদালত, কোনো জাতি ও রাষ্ট্র অন্যদের থেকে পৃথক হতে পারত না। আমরা কেমনে জানতে পারতাম যে, সে সৈন্য না সাধারণ মানুষ, পোস্টম্যান না পিওন, রেলের কর্মকর্তা না জাহাজের আফিসার, অধিনস্থ জেনারেল না ম্যনাজার? এমনিভাবে আমরা কিভাবে জানতাম যে, সে রাশিয়ান না ফ্রান্সিসি, আমেরিকান না অস্ট্রেলিয়ান ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রত্যেক যুগে এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রে এর প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক মনে করা হয়েছে।

খ. যে জাতি কিংবা রাষ্ট্র নিজস্ব ইউনিফার্মের সংরক্ষণ করেনি, তারা অতি দ্রুত অন্য জাতির প্রতি বিমোহিত হয়ে পড়েছে। এমনকি তাদের নাম-নিশানাও অবশিষ্ট থাকেনি। এই হিন্দুস্তানে গ্রীক, সাধু, আফগানি, আরিয়া, তাতারি, তুরকি, মিশরি এবং সুদানিরা এসেছিল। কিন্তু মুসলমানদের আগে যেসব জাতি এসেছিল, আজ তাদের কোনো জাতি অথবা ধর্ম বাকি আছে? কি আলগা করে কারো অস্তিত্ব বলা যাবে? সবাই হিন্দু ধর্মে ঝুঁকে পড়েছে। কারণ শুধু এটাই ছিল যে, তারা সংখ্যাগরিষ্ঠদের ইউনিফার্ম গ্রহণ করেছিল। ধূতি, খোঁপা, শাড়ি এবং রীতিনীতি ইত্যাদিতে তাদেরই অনুগামী হয়েছিল, তাই তাদের

অস্তিত্ব মোচন হয়ে গেছে। বিশ্বাসের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও সবাইকে হিন্দু জাতি বলা হয়। কারো জাতিগত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বাকি থাকেনি।

হ্যাঁ, যেসব জাতি স্বতন্ত্র ইউনিফার্ম ধরে রেখেছে, আজও তারা নিজেদের জাতীয়তা ও ধর্মের সংরক্ষণ ও স্বাতন্ত্র্য ধরে রেখেছে। পারশিন জাতি হিন্দুস্তানে এসেছিল। হিন্দু জাতি ও রাজারা তাদেরকে হজম করতে চেয়েছিল। তাই তারা তাদের নারীদের ইউনিফার্ম পরিবর্তন করেছিল। জীবিকা ও ভাষা পরিবর্তন করেছিল। কিন্তু পুরুষদের টুপি পবির্তন করা হয়নি বলে অদ্যাবধি তারা জীবন্ত সমপ্রদায় এবং বিদ্যমান ও স্বতন্ত্র ধর্মের অধিকারী।

শিখরা নিজেদের পৃথক পোশাক ধরে রেখেছিল। মাথা ও দাড়ির পশমের সংরক্ষণ করেছিল, তাই আজও তাদের সমপ্রদায় স্বতন্ত্র মর্যাদা রাখে এবং জীবন্ত জাতি হিসাবে গণ্য। বৃটিশরা এসেছিল ষোলতম শতাব্দির শেষদিকে। তারা শাসন করেছিল আড়াইশত বছরের কাছাকাছি। তারা অত্যন্ত ঠাণ্ডা দেশের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও এই গরম রাষ্ট্রেও নিজেদের ইউনিফার্ম কোট, ট্রাউজার, ইংরেজি টুপি, কলার, ট্রাই ইত্যাদি ত্যাগ করেনি। এ কারণেই পয়ত্রিশ কোটি মনুষের দেশ তাদেরকে নিজেদের মাঝে হজম করতে পারেনি। তাদের সমপ্রদায় ও ধর্ম ছিল পৃথক এবং তাদের শক্তি ছিল পৃথিবীতে স্বীকৃত।

মুসলমানগণ এ দেশে আগমন করেছেন এবং অনুমানিক এক হাজার বছরের বেশি সময় পার হচ্ছে। যদি আসার পর তারা নিজস্ব ইউনিফার্মের সংরক্ষণ না করতেন, তাহলে তারাও হিন্দু সমপ্রদায়ের মাঝে দৃষ্টিগোচর হতেন। যেমনটা মুসলমানদের পূর্বে আসা জাতিসমূহ হজম হয়ে নিজেদের নাম-নিশানা পর্যন্ত বিলুপ্ত করে দিয়েছে। আজ ইতিহাসের পাতা ব্যতিত তাদের নিশানা জমিনের গোলাকৃতিতে দৃষ্টিগোচর হয় না। মুসলমানরা শুধু নিজেদের ইউনিফার্মের সংরক্ষণ করেননি, বরং সংখ্যাগরিষ্ঠদের ইউনিফার্ম মোচন করে নিজেদের ইউনিফার্ম পরিধান করাতে চেয়েছেন। ফলে তারা ছিলেন কয়েক হাজার এখন হয়ে গেলেন কয়েক কোটি। শুধু তাই না যে, পাজামা, পাþাবি, ঢিলা জামা, আলখিল্লা এবং পাগড়ি সংরক্ষিত আছে, বরং নারী-পুরুষের নাম, সভ্যতা, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, ভাষা, অট্টালিকাসহ সমস্ত বস্তু সুরক্ষিত আছে। তাই তাদের অস্তিত্ব একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হিসাবে হিন্দুস্তানে বিদ্যমান। যতক্ষণ এগুলোর যত্ন থাকবে ততক্ষণ তাদের অস্তিত্ব থাকবে। যখন ছেড়ে দিবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

জাতিগত ও ধর্মীয় উন্নতির রহস্য

গ. কোনো জাতি যখনই উন্নতি সাধন করেছে, তারা চেষ্টা করেছে যে, তাদের ইউনিফার্ম, কালচার, ধর্ম, ভাষা অন্যদের ওপর বিজয়ী হোক এবং অন্যান্য দেশ ও সমপ্রদায়ে ছড়িয়ে যাক। আরিয়া জাতির ইতিহাস পাঠ করুন! পারসিদের কৃতিত্ব দেখুন, কালদানি ও হিব্রুদের জীবনচরিত পড়ুন। ইহুদি-নাসারাদের বিপ্লব গভির নজরে দেখুন। দূরে যাবেন কেন? আরববাসী ও মুসলমানদের সুদৃঢ় কর্মসমূহ আপনার সামনে তো বিদ্যমান। আরবি ভাষা শুধু আরবের ভাষা ছিল। ইরাক, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিশর, সুদান, আলজেরিয়া, তিউনিস, মারাকিশ, পারস্য ইত্যাদির কেউই আরবি ভাষার সাথে পরিচিত ছিল না, না ইসলামের সাথে এবং না ইসলামিক সভ্যতার সাথে। কিন্তু আরবিরা এসব দেশে নিজেদের ভাষা, কালচার, সংস্কৃতি এমনভাবে চালু করেছে যে, আজও সেখানকার অমুসলিমরাও ইসলামিক ইউনিফার্ম, ইসলামিক কালচার, ইসলামিক সংস্কৃকি এবং আরবি ভাষাকে নিজেদের ঐতিহ্য মনে করে। এসব রাষ্ট্রে ইসরায়িলি সমপ্রদায়, কালদানি বংশধর, আরব জাতি, তুরকি ভাইয়েরা, বড় বড় সমপ্রদায়সমূহ ছিল, তারা আজ মোচন হয়ে গেছে। যদি কারো নিজের বংশ ও সমপ্রদায় সম্পর্কে নূন্যতম ধারণাও থাকে তাহলে তা হবে স্বপ্ন। সবাইই নিজেকে আরবিই মনে করে এবং তারা আরাবিয়াতেরই দাবিদার। ইংল্যাণ্ডকে দেখুন! তা নিজ দ্বীপ থেকে নির্গত হয়ে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, নিউজিল্যাণ্ড সাউথ আফ্রিকা ইত্যাদিতে পূর্ণ চেষ্ট-সাধনা করে নিজেদের ভাষা, কালচার, সভ্যতা, ধর্ম, পোশাকাশাক ইত্যাদি ছড়িয়ে দিয়েছে। যে ব্যক্তি তাদের ধর্মে প্রবেশ করেনি সেও তাদের সংস্কৃতি ও ফ্যাশনে মুগ্ধ। এই অবস্থাই হিন্দুস্তানে দিন দিন উন্নতির পথে।

হিন্দু সমপ্রদায় এই প্রবণতা দেখে নিজেদের ঐ মৃত সংস্কৃত ভাষা, যাকে ইতিহাস কোনভাবেই হিন্দুস্তান অথবা নিতান্তপক্ষে আরিয়া সমাজের সাধারণ ভাষা বলতে পারে না। আজ এটা প্রসারের চেষ্টা চলছে। এর লেকচারার তৈরি করা হচ্ছে এবং শতকে পঞ্চাশ ভাগ অথবা এরচেয়ে বেশি শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে গাদাগাদি করে বক্তব্যকে অবোধগম্য বানিয়ে দিচ্ছে, যা স্বয়ং তাদের সমপ্রদায়ও এই শব্দগুলো উপলব্ধি

করতে অক্ষম। বিশেষভাবে তাদের ধর্মীয় বক্তাগণ তো শতকে আশি-নব্বই ভাগ শব্দ সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার করে থাকে, কিন্তু কথা হল, তাদের জাতি একে উত্তমই বিবেচনা করছে। এই মৃত ভাষাকে জীবিতকরণের লক্ষ্যে বড় বড় গ্রসেল স্কুল ও বিদ্যাপিঠ বানানো হচ্ছে। অথচ এই ভাষায় কথা বলে ভূপৃষ্ঠে এমন কোনো জাতি অথবা রাষ্ট্র নেই। আর যথাসম্ভব ইতিপূর্বে তা সাধারণ মানুষের ভাষাও ছিল না। তারা পুরো হিন্দুস্তানে এরই পুরাতন হস্তলিপি চালু করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে, অথচ তা বিলকুল অসম্পূর্ণ হস্তলিপি। তারা ধূতি বাঁধাও না ছাড়তে চূড়ান্ত চেষ্টা করে যাচ্ছে। তাদের এম. এল. সি., এম. এম. এ., সংসদের স্পীকার, কাউন্সিলের স্পীকার, সমপ্রদায়ের বিচারক, ডেপুটি কালেক্ট্যার প্রমুখরা ধূতি বেঁধে খোলো মাথায় এবং পাnাবি পরে উন্মুক্ত সভায় এসে থাকে। অথচ ধূতিতে পাজামা থেকে অনেক গুণ বেশি কাপড় ব্যয় হয়, পরিপূর্ণ পর্দাও হয় না। গ্রীষ্মকালে কিংবা শীতকালে পূর্ণ সংরক্ষণও হয় না। এতদসত্ত্বেও তারা পাজামা গ্রহণ করে না। তারা মাথায় খোঁপা রাখা এবং পৈতা বাঁধাকে অপরিহার্য মনে করে। এসব কী? এগুলো কি জাতিগত প্রতীক ও ইউনিফার্ম না? এগুলো দিয়ে তারা নিজেদের জাতীয়তার আকৃতি প্রকাশ করছে না? গুরুনানক ও তার অনুসারীরা নিজেদের অনুগতদের স্বনির্ভর অস্তিত্ব কায়েম করতে চায়। তাই তারা মাথার চুল না মুণ্ডানো, দাড়ি না কাটা কিংবা না মুণ্ডানো এবং লোহার অলঙ্কার বিশেষ পরিধান করাকে: জাতিগত ইউনিফার্ম হিসাবে নির্ধারণ করে দিয়েছে। আজ এই প্রতীকের ওপর শিখ সমপ্রদায় প্রাণ দিতেও রাজি। এই গরম রাষ্ট্রেও নানা রকম কষ্ট সহ্য করে, তবুও পশম কর্তন করতে কিংবা মুণ্ডাতে রাজি হয় না। যদি তারা এসব বস্তু ছেড়ে দেয় তাহলে পৃথিবী থেকে তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও জাতিগত উপস্থিতি ধ্বংসের ঘাটে অবতীর্ণ হবে।

দাড়ি মুসলমানদের ইউনিফার্ম

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা খুবই স্পষ্ট হয়েছে যে, কোনো জাতি অথবা ধর্ম দুনিয়ায় তখনই নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কায়েম করতে সক্ষম, যখন নিজেদের বিশেষ আকৃতি, সংস্কৃতি, সভ্যতা, বাসস্থান, ভাষা এবং কর্ম গ্রহণ করবে। এজন্য আবশ্যক ছিল যে, ইসলাম ধর্ম যেহেতু নিজের আকিদা, চরিত্র এবং আমল ইত্যদির দিক থেকে দুনিয়ার সমস্ত ধর্ম থেকে এবং বিশ্বের সকল জাতি থেকে শ্রেষ্ঠ, তাই নিজের বিশিষ্টতা ও ইউনিফার্ম নিযুক্ত করবে। আর এর সংরক্ষণ করাকে জাতি ও ধর্মের সংরক্ষণ মনে করবে। এর জন্য তারা আত্মোৎসর্গ করবে। ইসলামের সমস্ত বিশিষ্টতা ও ইউনিফার্ম হবে আল্লাহর অনুগত ও আল্লাহওয়ালাদের ইউনিফার্ম, যদ্দারা তারা আল্লাহর দুশমন ও শত্রুদের থেকে পৃথক ও আলগা হবে। এরই ভিত্তিতে বিদ্রোহীরা আল্লাহর দরবারে পৃথক হবে। সুতরাং হাদিস: "যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাদৃশ্যতা গ্রহণ করবে সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে" এর রহস্যকথা এটাই।(১)

কখনো যুবকদের অনেক গোসসা এসে যায়, এরই কারণে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের অনুসারীদের জন্য বিশেষ ইউনিফার্ম প্রস্তাব করেছেন। তিনি বলেছেন: আমাদের এবং মুশরিকদের মাঝে পার্থক্য হল, টুপির উপর পাগড়ি বাঁধা।(২) এরই ভিত্তিতে আহলে কিতাবের বিরোধিতায় সিঁথি বের করা গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ভিত্তিতে লুঙ্গি ও পাজামায় গিঁঠ উন্মুক্ত রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে করে অহঙ্কারীর সাথে পার্থক্য সৃষ্টি হয়।

ইসলামে এরকম আরো আহকাম পাওয়া যায়, যার আলোচনা অনেক দীর্ঘ, যাতে ইহুদি, নাসারা, অগ্নিপূজক এবং মুশরিকদের থেকে স্বতন্ত্র ও আলগা থাকার হুকুম দেওয়া হয়েছে। এগুলোকে স্বাতন্ত্র্যের মাধ্যম বানানো হয়েছে। এ কারণেই নারীকে পুরুষ থেকে এবং পুরুষকে নারী থেকে ভিন্ন ইউনিফার্মে দেখা জরুরি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। নারীর পোশাকে থাকা পুরুষ এবং পুরুষের পোশাকে থাকা নারীর ওপর অভিসম্পাত করা হয়েছে। এসব বস্তুর মধ্যে আরবি ভাষায় খুতবা প্রদান করাও রয়েছে, মোচ কর্তন করা এবং দাড়ি বৃদ্ধি করাও আছে।

১. *সহিহ বুখারি* ও *সহিহ মুসলিমে* আছে: "তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা কর।" "দাড়ি বর্ধন কর এবং গোঁফ ছেঁটে দাও।"(৩) "তোমরা মোচ কর্তন করে এবং দাড়ি ঢিল দিয়ে অগ্নিপূজকদের বিরোধিতা কর।"(৪) "যে ব্যক্তি মোচ কর্তন করে না সে আমার দলের না।"(৫) এসব রেওয়ায়েত ছাড়াও আরো

(১) সুনানে আবু দাউদ: ৪০৩১, মুসনাদে আহমাদ: ৫১১৪।– অনুবাদক
(২) সুনানে আবু দাউদ: ৪০৭৮, সুনানে তিরমিজি: ১৭৮৪।– অনুবাদক
(৩) সহিহ মুসলিম।
(৪) সহিহ বুখারি।
(৫) সুনানে তিরমিজি, সুনানে নাসাই।

অনেক রেওয়ায়েত হাদিসের কিতাবসমূহে বিদ্যমান, যদ্দারা বোধদয় যে, ঐ যুগে মুশরিক ও অগ্নিপূজকরা দাড়ি মুণ্ডাত এবং মোচ বৃদ্ধি করত। যেমনটা বর্তমানে খ্রীস্টান ও হিন্দু জাতি করে থাকে। এগুলো তাদের নির্দিষ্ট প্রতীকের অন্তর্ভুক্ত। এসব কিছুর ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্যও ভিন্ন ইউনিফার্মের নির্দেশনা আবশ্যক ছিল, যা হবে তাদের থেকে ভিন্ন ধরনের। এছাড়া আরো বুঝা গেল যে, দাড়ি বর্ধন করা সম্পর্কে মানুষের বক্তব্য: "এই আমল তখনকার আরববাসীর চলমান প্রথার কারণে ছিল। তারা দাড়ি বৃদ্ধি করত এবং মোচ কর্তন করত" ভুল, বরং সে যুগেও ইসলাম বিরোধিদের এই প্রতীক ছিল।
যেভাবে উল্লিখিত বর্ণনাসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, এই ইউনিফার্ম (দাড়ি কর্তন করা ও মোচ লম্বা করা) মুশরিক ও অগ্নিপূজকদের ইউনিফার্ম ছিল। এজন্য মুসলমানদেরকে এর বিপরীত ইউনিফার্ম দেওয়া আবশ্যক হয়েছে, যাতে পরিপূর্ণরূপে তারতম্য সৃষ্টি হয়। তেমনিভাবে হাদিস: "দশ বস্তু ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত। মোচ কর্তন করা, দাড়ি ছেড়ে দেওয়া..."(১) ইত্যাদি নির্দেশ করছে যে, আল্লাহর বিশিষ্ট ঘনিষ্ঠজন ও অন্তরঙ্গ বন্ধুদের (নবি-রাসুল আলাইহিমুস সালাম) ইউনিফার্মের মাঝে মোচ কর্তন করা ও দাড়ি বর্ধন করাও ছিল। কেননা এখানে ঐ সব বস্তুকে ফিতরাত বলা হয়েছে, যা আমবিয়া আলাইহিমুস সালামের প্রতীক ছিল। এজন্য কিছু রেওয়ায়েতে 'ফিতরাত' শব্দের স্থলে 'মিন সুনানি' (রাসুলদের রীতির মধ্য থেকে) অথবা এর সমার্থক শব্দ এসেছে। সারসংক্ষেপ এই যে, এটা নির্দিষ্ট ইউনিফার্ম ও প্রতীক, যা সর্বকালে আল্লাহর দরবারের ঘনিষ্ঠদের জন্য ইউনিফার্ম ছিল। অন্য জাতি (আল্লাহর আইন ভঙ্গকারী ও বিদ্রোহী) এর খেলাপ ইউনিফার্ম বানিয়ে রেখেছে। অতএব, দুই কারণে এই ইউনিফার্মকে গ্রহণ করা আবশ্যক হয়েছে।(২)

২. এছাড়া একজন মুহাম্মাদিকে নিজের স্বভাব ও বুদ্ধির চাহিদা অনুযায়ী আবশ্যক এই যে, সে নিজের মনীবের রঙ-ঢং, চাল-চলন, সুরত-সিরাত, ফ্যাশন-সভ্যতা ইত্যাদি গ্রহণ করবে এবং নিজের মাহবুব ও মনীবের শত্রুদের ফ্যাশন ও সভ্যতা থেকে বেঁচে থাকবে। সর্বদা বুদ্ধি ও স্বভাবের চাহিদা এটাই। এটাই প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক দেশে পাওয়া যায়। বর্তমানে পৃথিবীতে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুসলমানদের শত্রু ইউরোপ থেকে বড় আর কে হতে পারে? ঘটনাবলী দেখুন!

এ কারণেও তাদের বিশেষ প্রতীক ও ফ্যাশনের প্রতি আমাদেরকে চূড়ান্ত পর্যায়ের ঘৃণা থাকা উচিত। তা কর্জন ফ্যাশন হোক কিংবা গ্লেডাস্টিয়ান, ফ্রান্সিস কিংবা আমেরিকান। পোশাকের সাথে সম্পৃক্ত হোক কিংবা শরীরের সাথে। ভাষার সাথে কিংবা সভ্যতা ও অভ্যাসের সাথে। প্রত্যেক জায়গায় এবং প্রত্যেক দেশে এটাই স্বভাবগত ও মজ্জাগত বস্তু গণ্য করা হয়েছে যে, বন্ধুর সকল বস্তুই প্রিয় এবং দুশমনের সব কিছুই ঘৃণিত ও অপছন্দনীয়। বিশেষ করে যে বস্তু শত্রুদলের প্রতীক হয়ে যাবে সেটার ক্ষেত্রে। এজন্য আমাদের চেষ্ট-সাধনা এই হওয়া উচিত যে, আমরা হব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলাম এবং তার জন্য আত্মোৎসর্গকারী। কর্জন, হারডঙ, ফ্রান্স কিংবা আমেরিকা ইত্যাদির গোলাম নয়।

বাকি রইল প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা কিংবা চাকুরি অথবা অফিসের কর্মচারীদের ভর্ৎসনা ইত্যাদি। তো, এটা নিতান্ত দুর্বল একটি ব্যাপার। শিখরা তো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং ছোট-বড় পদে তারা নিযুক্ত হয়। তারপরও তারা নিজেদের বিশেষ পোশাকের ওপর শক্তভাবে অবিচল আছে। কেউ তো তাদেরকে বাঁকা চোখে দেখে না। তারা নিজেদের সংখ্যালঘুতা সত্ত্বেও সবচেয়ে বেশি চাকুরি ও পদ জুড়ে মনোত্তীর্ণ হয়ে আছে। হিন্দুদের মাঝেও এমন অনেক ব্যক্তি ও সমপ্রদায় পাওয়া যায়। পাটিলদের দাড়ি দেখুন, ব্রাহ্মণসমাজ প্রমুখদের অনেক বাঙালি-গুজরাটিদেরকে দেখুন। এসব তো আমাদেরই দুর্বলতার কথা।['দাড়ির দর্শন' পুস্তিকা পূর্ণ হল] (৩)

দাড়ি মুণ্ডিয়ে আল্লাহ ও তার রাসুলকে কষ্ট দিবেন না

---

(১) সুনানে আবু দাউদ, পৃ. ৮।

(২) উভয় কারণই এই সারসংক্ষেপে বলা হয়েছে: (এক) অন্যদের বিরোধিতার প্রতি না তাকিয়ে দাড়ি সর্বদাই আল্লাহর দরবারের ঘনিষ্ঠদের ইউনিফার্ম ছিল। (দুই) যেহেতু অন্যান্য জাতি এর বিপরীতটাকে অর্থাৎ দাড়ি মুণ্ডানোকে নিজেদের ইউনিফার্ম বানিয়ে নিয়েছে, তাই তাদের প্রতীকের বিপরীতটাকে অর্থাৎ দাড়ি রাখাকে মুসলমানদের ইউনিফার্ম বানানো হয়েছে।– সাঈদ আহমাদ পালনপুরি (কুদ্দিসা সিররুহু)

(৩) গৃহীত: ইমদাদুল ফাতাওয়া, ৪/২৩১-২৩৮।

একজন মুসলমানের জন্য এ থেকে হতভাগ্যের কিছুই হতে পারে না যে, তার কোনো কথা অথবা কর্মে আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট হবেন অথবা তার প্রেরিত সত্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কষ্ট পাবেন। অন্যথায় সে ইহকালে-পরকালে আল্লাহ পাকের রহমত থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং অবমাননাকর শাস্তিযোগ্য হবে। আল্লাহ পাকের ইরশাদ: (اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا): নিশ্চয় যারা আল্লাহ তাআলা এবং তার রাসুলকে কষ্টপ্রদান করে, তাদের ওপর আল্লাহ তাআলা দুনিয়া-আখেরাতে অভিসম্পাত করেন। আর তাদের জন্য অসম্মানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।(১) হজরত থানভি রাহিমাহুল্লাহ লিখেন: আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করাকে রূপক অর্থে 'কষ্টপ্রদান' বলা হয়েছে। হজরত থানভি রাহিমাহুল্লাহুর এই উক্তি দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্টপ্রদান করা মূল অর্থে ব্যবহৃত।

এখন আপনি সামনের ঘটনা দ্বারা অনুমান করুন যে, এই নোংরা কাজ অর্থাৎ দাড়ি কর্তন করা সম্পর্কে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কী পরিমাণ ঘৃণা ছিল, এর কারণে তিনি কি পরিমাণ কষ্ট পেতেন এবং কি পর্যন্ত অসন্তুষ্ট হতেন? যখন ইরানের বাদশা খসরু পারভেজের কাছে হজরত আবদুল্লাহ বিন হুজাফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতনামা পৌঁছল। শুরুতেই নবিজির নাম মোবারক দেখে সে গোসসায় দাওয়াতনামা টুকরো টুকরো করে ফেলল। অতঃপর বলল, "আমার অতি সাধারণ প্রজা আমাকে চিঠি লিখতে নিজের নাম আমার নামের আগে লিখল!" অতঃপর বাজানকে নির্দেশ পাঠাল (সে তার তরফে ইয়েমেনের গভর্ণর ছিল এবং সমস্ত আরবরাষ্ট্র তার ক্ষমতাধীন মনে করা হত) দুইজন শক্তিশালী মানুষ প্রেরণ কর, যারা নবুওয়াতের দাবিদার এই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসবে। বাজান একটি সৈন্যদল নিযুক্ত করল, যার অফিসার ছিল খার খসরু। এছাড়া মুহাম্মাদ (তার ওপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক) এর অবস্থাসমূহে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের জন্য রাষ্ট্রীয় একজন অফিসার নিযুক্ত করল, যার নাম ছিল বানুইয়া। এই দুই অফিসার যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হল, তখন তার ভয়ে তাদের ঘাড়ের রগও থরথরে কাঁপছিল। তারা যেহেতু অগ্নিপূজক পারসিক, তাই তাদের দাড়ি মুণ্ডানো ও মোচ বড় ছিল। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করে কষ্টবোধ করলেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সর্বপ্রথম প্রশ্ন করলেন: এমন আকৃতি বানাতে তোমাদেরকে কে নির্দেশ দিয়েছে? তারা বলল, আমাদের রব খসরু (তারা তাদের বাদশা খসরুকে রব বলে ডাকত) তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার রব আমাকে দাড়ি বর্ধন করতে ও গোঁফ কর্তন করতে আদেশ দিয়েছেন।(২)

ঘটনাটি অনেক দীর্ঘ। এখানে শুধু এ কথা দেখানো উদ্দিষ্ট যে, অমুসলিম দূতদের অবয়ব দেখে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বভাবগত কষ্ট হয়েছে। এখন আপনি চিন্তা করুন! দাড়িহীন কয়েক বছর অভ্যস্ত থাকার পর দাড়িওয়ালা আকৃতি দেখতে আপনার কি পরিমাণ কষ্ট হয়? যদি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা জীবনের অভ্যস্ততার কারণে মুণ্ডিত দাড়িওয়ালার অবয়ব দেখে এমন কষ্টবোধ করেন তাহলে (তোমার জন্য) কোন কারণ বাঁধাদানকারী? আল্লাহর কাছে পানা চাই! তাকে কষ্ট দেওয়া থেকে এবং তার রাসুলকে।

খসখসে দাড়ি রাখার বিধান

হাদিস শরিফে এসেছে: আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকহারে মাথায় তেল মালিশ ও দাড়ি বিন্যাস করতেন।(৩) এ কথা সুস্পষ্ট যে, খসখসে দাড়িতে না চিরুনি করা যায় এবং না তা বিন্যাসের প্রয়োজন পড়ে। ছোট দাড়ির অবস্থাও এমনই। এছাড়া যেসব হাদিস আমরা কিতাবের শুরুতে উল্লেখ করেছি সেগুলোতে দৃষ্টিপাত করলে বোধগম্য হয় যে, যেসব হাদিসে মুশরিকদের বিরোধিতার নির্দেশ এসেছে সেখানে মোচ ছোট রাখতে এবং দাড়িকে অব্যাহতির (হাত না লাগানোর) নির্দেশ এসেছে। এ দ্বারা দাড়ি খসখসে করার নিষেধাজ্ঞা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। এমনিভাবে যেসব হাদিসে অগ্নিপূজকদের বিরোধিতার কথা এসেছে, সেখানে মোচ কর্তন ও দাড়ি ঝুলানোর নির্দেশ এসেছে। প্রকাশ থাকে যে, খসখসে দাড়িতে ঝুলানো পাওয়া যায় না বলে তাও নিষিদ্ধ।

---

(১) সুরা আহজাব: ৫৭।

(২) আলওয়াফা বি আহওয়ালিল মোস্তাফা, ২/৭৩৩, ইবনুল জাওজি, আততাবাকাতুল কুবরা, ১ম খণ্ড, ইবনে সাদ, আলমুসান্নাফ লিবনি আবি শাইবা, মুসনাদু হারিসিবনি উসামা, ইনসানুল উয়ুন ফি সিরাতিল আমিনিল মামুন, নুরুদ্দিন হালবি। আলমুসান্নাফ লিবনি আবি শাইবায় বিবৃত হয়েছে যে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কিন্তু আমাদের ধর্মে মোচ ছোট করা এবং দাড়ি বৃদ্ধি করা রয়েছে।

(৩) মিশকাতুল মাসাবিহ: ৪৪৪৫, শরহুস সুন্নাহ।– অনুবাদক

দাড়ি খসখসকারীকে ইমাম বানানো

ইমামতি অনেক বড় একটি পদ। দাড়ির মতো মর্যাদাবান সুন্নাত আদায়ে শিথিলতা ও সুন্নাহ পরিমাণের যত্ন না করা ইমামতি পদের বিলকুল বিপরীত। দাড়ি মুণ্ডানো অথবা খসখস করা প্রকাশ্য পাপের আলামত। এমন ব্যক্তি ঘোষণাকারী পাপী। এজন্য এই ইমামের জন্য এমন কাজ থেকে তওবা করা এবং সুন্নাহ পরিমাণ দাড়ি রাখা আবশ্যক। তারপরও এই পাপকর্ম থেকে বিরত না থাকলে তার ইমামতি মাকরুহ হবে। এমন ব্যক্তিকে ইমামতির বিশাল পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত। *রাদ্দুল মুহতারে* এসেছে: উলামায়ে কেরাম ফাসিককে নামাজে ইমাম না বানানোর দলিল বয়ান করেছেন যে, যে দীনি বিষয়সমূহের যত্ন করে না, এমন ব্যক্তিকে ইমাম বানালে তার প্রতি সম্মান-প্রদর্শন আবশ্যক হয়। অথচ শরিয়তের দৃষ্টিতে সে হেয়যোগ্য।(১) *ফাতাওয়া রহিমিয়ায়* এসেছে: ইমাম: মুত্তাকি, পরহেযগার, প্রকাশ্য পাপাচার ও মন্দকাজ সম্পাদন থেকে মুক্ত হওয়া উচিত। হাদিস শরিফে এসেছে: যদি তোমরা চাও যে, তোমাদের নামাজ গ্রহণীয়তার স্তরে পৌঁছুক, তাহলে তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি আল্লাহকে অধিক ভয়কারী ও পরহেযগার হবে তাকে ইমাম বানাবে। ইমাম তো তোমাদের ও তোমাদের রবের মধ্যকার প্রতিনিধি।(২) অন্য বর্ণনায় এসেছে: তোমরা যদি নিজেদের নামাজ কবুল হতে পছন্দ কর তাহলে উলামায়ে কেরাম যেন তোমাদের ইমামতি করেন। কেননা তারা তোমাদের এবং রবের মধ্যখানে তোমাদের প্রতিনিধি।(৩) অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে: তোমাদের সৎ লোকেরা যেন তোমাদের ইমামতি করেন।(৪) অন্য হাদিসে আছে: পাপী ও ফাসিক ব্যক্তি যেন কোনো মুমিনের ইমাম না হয়।(৫) এমন ইমামের পিছনে নামাজ পড়া মাকরুহ, আর তাকে ইমাম বানানো গুনা। *কাবিরিতে* বিবৃত হয়েছে: তারা ফাসিককে ইমাম বানালে পাপী হবে।(৬) দাড়ি এক মুষ্টি পরিমাণ রাখা আবশ্যক। মিশকাতের ব্যাখ্যাকারী হজরত শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: দাড়ি এক মুষ্টি পরিমাণ রাখা ওয়াজিব।(৭) কাজি সানাউল্লাহ পানিপতি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: দাড়ি এমনভাবে মুণ্ডানো অথবা কর্তন করা যে, এক মুষ্টি থেকে কমে যায়, হারাম।(৮) অতএব, দাড়ি এমনভাবে মুণ্ডানো অথবা কর্তন করা যে, এক মুষ্টি থেকে কমে যায় এই দৃষ্টিতেও এই ইমাম ফাসিক। আর ফাসিকের ইমামতি মাকরুহ। সুতরাং এমন ফাসিক ইমামকে প্রত্যাহার করা জরুরি। এমন ইমামকে মুতাওয়াল্লি বিদায় না করলে অন্য মসজিদে নামাজ আদায় করবে। অন্য কোনো মসজিদ না থাকলে তার পিছনেই নামাজ পড়ে নিবে। হাদিসে এসেছে: প্রত্যেক নেককার ও পাপিষ্ট ইমামের পিছনে নামাজ আদায় কর।(৯) কেননা জামাত ত্যাগ করাও বৈধ নয়, জামাতের অনেক গুরুত্ব ও ফজিলত রয়েছে। সুতরাং জামাত ত্যাগ করবে না। অবশ্য এই ইমাম বিদায় দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকবে।(১০) ফাতাওয়া দারুল উলুমে আছে:

প্রশ্ন: যায়েদের দাড়ি কাটা। এক-দুই আঙ্গুল পরিমাণ বাকি আছে, পুরো চার আঙ্গুল নেই। তার পিছনে নামাজ বৈধ কিনা?

উত্তর: *আদ্দুররুল মুখতারে* এসেছে: চার আঙ্গুল থেকে কমে দাড়ি কর্তন করা হারাম। আরো আছে: পুরুষের জন্য দাড়ি কাটা হারাম। সুতরাং উল্লিখিত ব্যক্তির পিছনে নামাজ পড়া মাকরুহ হবে। যদিও "প্রত্যেক নেককার ও পাপিষ্ট ইমামের পিছনে নামাজ আদায় কর" এর দৃষ্টিকোণে নামাজ হয়ে যাবে। এতদসত্ত্বেও এমন ব্যক্তিকে ইমাম না বানানো উচিত। কেননা এতে তার প্রতি সম্মান-প্রদর্শন হয়, অথচ ফাসিককে সম্মান-প্রদর্শন করা হারাম।(১১)

সুন্নাহর খেলাপ দাড়িওয়ালা হাফেজের ইমামতি

---

(১) রাদ্দুল মুহতার আলাদ্দুররিল মুখতার, ১/৫২৩।

(২) ইমাম বাইহাকি তার সুনানে দুর্বল সনদের সাথে একে নকল করেছেন।

(৩) আলমুজামুল কাবির লিততবারানি।

(৪) আলমুসতাদরাক আলাস সাহিহাইন। হাকেম এই হাদিস সম্পর্কে কিছুই বলেননি। (শারহুন নুকায়া, ১/১৮৬)

(৫) সুনানে ইবনে মাজা: ১০৮১।– অনুবাদক

(৬) গুনয়াতুল মুতামাল্লি শরহু মুনইয়াতুল মুসাল্লি, পৃ. ৪৭৯।

(৭) আশআতুল লুমআত, ১/২৮৮।

(৮) মালাবুদ্দা মিনহু, পৃ. ১৩০।

(৯) হেদায়া, ১/১০১। (লেখক) হাদিসটি ভিন্ন শব্দে সুনানে দারাকুতনি, মুসনাদে আহমাদ এবং সুনানে আবু দাউদে এসেছে। হাদিসের সনদ বিলকুল দুর্বল। ফাসিকের পিছনে নামাজ পড়া জায়েজ, তবে অনুত্তম। (অনুবাদক)

(১০) ফাতাওয়া রহিমিয়া, ১/১৭৫-১৭৬, ৪/৩৫০।

(১১) রাদ্দুল মুহতার, ফাতাওয়া দারুল উলুম, ৩/১৮১, মুকাম্মাল ওয়া মুদাল্লাল সংস্করণ, ফাতাওয়া রহিমিয়া, ৭/২৭৩-২৭৫।

প্রশ্ন: দাড়ি কর্তনকারী হাফেজের পিছনে নামাজের (তারাবিও হোক না কেন) বিধান কী? কিছু লোক বলে, দাড়ির বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই।

উত্তর: দাড়ি রাখা ওয়াজিব। দাড়ি মুণ্ডানো কিংবা এক মুষ্টি থেকে কম করা অবৈধ ও হারাম। নিঃসন্দেহে দাড়ি কর্তনকারী হাফেজে কুরআন ফাসিক ও পাপিষ্ঠ, যতক্ষণ না সে এই কর্ম থেকে তওবা করবে। এছাড়া আমলের দৃষ্টিকোণে মাকরুহে তাহরিমির ওপর আমল করা হারামই। যে ব্যক্তি দাড়ি এক মুষ্টি থেকে কম করে তার পিছনে নামাজ পড়া মাকরুহে তাহরিমি। দাড়ি এক মুষ্টি রাখার ব্যাপারে চার মাজহাবের মতৈক্য রয়েছে। রাদ্দুল মুহতার, ফাতাওয়া আলমগিরিয়া এবং ফিকহের অন্যান্য কিতাবে এই মাসআলা বিবৃত হয়েছে।(১)

দাড়ি কর্তন করা থেকে তওবা করলেও এক মুষ্টি হওয়া পর্যন্ত ইমামতি মাকরুহ

প্রশ্ন: এক ব্যক্তি দাড়ি মুণ্ডাত, এখন সে খাঁটি দিলে তওবা করেছে এবং দাড়িও লম্বা করার দৃঢ় নিয়ত করেছে। কী এই অবস্থায় যখন তওবা করেছে, কিন্তু দাড়ি এখনো লম্বা হয়নি, দ্রুত দাড়ি গজানোও তার আয়ত্তাধীন নয়, তার ইমামতি মাকরুহ হবে?

উত্তর: তওবা করা সত্ত্বেও এমন ব্যক্তির ইমামতি দুই কারণে মাকরুহ হবে: প্রথম কারণ এই যে, তার মাঝে এখনো শুদ্ধির লক্ষণ স্পষ্ট হয়নি। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাচ্ছে না যে, ভবিষ্যতে এই কাবিরা গুনা পরিহার করার যত্ন করবে কিনা? দ্বিতীয় কারণ এই যে, তার তওবা সম্পর্কে যাদের জানা নেই, তারা বিভ্রান্ত হবে। তারা এটাই মনে করবে যে, ফাসিক ব্যক্তি নামাজ পড়াচ্ছে।(২)

শুধু রমজানে দাড়ি রাখা হাফেজের ইমামতির হুকুম

যে হাফেজ দাড়ি মুণ্ডন করে অথবা কর্তন করে সে কাবিরা গুনা সাধনকারী ও ফাসিক। তারাবিতেও তার ইমামতি জায়েজ নয়। তার অনুসরণে নামাজ মাকরুহে তাহরিমি (অর্থাৎ আমলের দৃষ্টিকোণে হারাম) আর যে হাফেজ শুধু রমজানুল মোবারকে দাড়ি রাখে, রমজান গেলে মুণ্ডিয়ে ফেলে তারও এই হুকুম। এমন ব্যক্তিকে ফরজ নামাজ এবং তারাবির ইমাম নিযুক্তকারীরাও ফাসিক ও পাপিষ্ঠ।(৩)

হজের সময় দাড়ি রাখা এবং পরে কেটে ফেলা!

যারা হজ চলাকালীন সময়ে অথবা প্রত্যাবর্তন করে দাড়ি মুণ্ডন করেন অথবা কর্তন করেন তাদের অবস্থা সাধারণ মানুষের চেয়ে অধিক দুঃখজনক! এজন্য যে, তারা আল্লাহর ঘরেও কাবিরা গুনা থেকে বিরত থাকেনি। অথচ আল্লাহর দরবারে তারই হজ কবুল হয় যে গুনা থেকে পবিত্র থাকে। কিছু আকাবির কবুল হজের নিদর্শন এটা লিখেছেন যে, হজের দ্বারা মানুষের জীবনে দীনি পরিবর্তন এসে যাওয়া, অর্থাৎ হজের পরে সে আত্মসমর্পনের পাবন্দি ও পাপকাজ থেকে বিরত থাকার যত্ন করতে লাগবে।

হজের দ্বারা যার জীবনে কোনো পরিবর্তন আসে না: ইতিপূর্বে ফরজ ত্যাগকারী হলে এখনো এমনই, আগে কাবিরা গুনায় লিপ্ত থাকলে হজ থেকে প্রত্যাবর্তনের পরও এতে কলুষযুক্ত। এমন ব্যক্তির হজ বাস্তবতায় হজ নয়, স্রেফ ভ্রমণ, বিনোদন ও ঘুরাফেরা। ফিকহের দৃষ্টিকোণে যদিও তার হজ আদায় হয়ে যাবে, কিন্তু সে হজের প্রতিদান, বরকত ও উপকারিতা থেকে নিঃস্ব থাকবে। কতই-না আফসোস ও হতাশার যে, মানুষ হাজার টাকার ব্যয়ভারও সহন করল এবং ভ্রমণের কষ্টও সহ্য করল, তারপরও পাপ থেকে তওবার তওফিকপ্রাপ্ত হল না। যেমন শূন্য হাতে গিয়েছিল, তেমনই ফিরে এল। যদি কেউ হজের সফরকালে ব্যভিচার ও চুরির অপরাধ করে এবং না এই কর্মের ওপর অনুতপ্তও হল এবং না এ থেকে তওবাও করল, তাহলে সবাই অনুধাবন করতে সক্ষম যে, তার হজ কেমন হয়েছে? দাড়ি মুণ্ডানোর কাবিরা গুনা এক হিসাবে চুরি ও ব্যভিচারের চেয়েও নিকৃষ্ট। কেননা তা সাময়িক পাপ, কিন্তু দাড়ি মুণ্ডানোর পাপ চব্বিশ ঘণ্টার পাপ। মানুষ দাড়ি মুণ্ডিয়ে নামাজ আদায় করে, রোজা রাখে এবং হজের ইহরাম বাঁধে। কিন্তু নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষ্য অনুযায়ী তার এই নামাজ, রোজা এবং হজের অবস্থায়ও মুণ্ডিত দাড়ি তার ওপর অভিসম্পাত করে। ফলে সে ইবাদতকালীন মুহূর্তেও হারাম সম্পাদনকারী। হজরত শাইখ কুতবুল আলম মাওলানা মুহাম্মাদ জাকারিয়া সাহেব কান্ধালভি মাদানি রাহিমাহুল্লাহ তার *দাড়হি কা উজুব* পুস্তিকায় লিখেন: এমন ব্যক্তিদেরকে (যারা দাড়ি মুণ্ডন করে) দেখে আমার ধারণা হয় যে, মৃত্যুর কোনো সময় নির্দিষ্ট নেই! এ অবস্থায় (যখন দাড়ি মুণ্ডানো হবে) যদি মৃত্যু এসে যায় তাহলে কবরে

---

(১) ফাতাওয়া রহিমিয়া, ১০/১২৩।

(২) আহসানুল ফাতাওয়া, ৩/২৬২।

(৩) আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল, ৭/৯৮।

সর্বপ্রথম সাইয়েদুর রুসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক অবয়বের জিয়ারত হবে, তখন কোন মুখে সে মোবারক চেহারার সম্মুখীন হবে। পাশাপাশি অন্তরে বারবার এও উদগ্রীব হয় যে, কাবিরা গুনা: ব্যভিচার, সমকামিতা, মদপান, সুদগ্রহণসহ আরো অনেক আছে, কিন্তু তা সবই সাময়িক। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ: যখন যৌনাচারী ব্যভিচার করে তখন সে মুসলমান থাকে না।(১) উলামায়ে কেরাম এই হাদিসেরে মতলব এই লিখেছেন যে, ব্যভিচারের সময় ঈমানের আলো তার থেকে পৃথক হয়ে যায়। কিন্তু যৌনাচারের পরে ঈমানের নুর মুসলমানের কাছে পুনরায় ফিরে আসে।(২) কিন্তু দাড়ি কর্তন করা (দাড়ি মুণ্ডানো অথবা কর্তন করা) এমন একটি গুনা, যা সর্বদা তার সঙ্গী হয়ে থাকে। নামাজরত অবস্থায়ও এই গুনা সঙ্গে থাকে। রোজা ও হজের অবস্থায়ও। মোটকথা, সকল ইবাদতের সময় এই গুনা তার সঙ্গে লেগে থাকে।(৩)

সুতরাং যেসব মানুষ হজ অথবা উমরার জন্য গমন করেন তাদের জন্য আবশ্যক হল, আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দরবারে উপস্থিত হওয়ার আগে আগে নিজেদের বিকৃত আকৃতি ঠিকঠাক করে নেওয়া। এই পাপ থেকে সত্য অন্তরে তওবা করা এবং ভবিষ্যতে এই হারাম কর্ম থেকে বেঁচে থাকার দৃঢ় ইচ্ছা করা। অন্যথায় আল্লাহ না করুক! যদি শাইখ সাদি রাহিমাহুল্লাহুর এই কবিতার প্রতিপাদন হয়ে যায়:

خر عیسی اگر بہ مکہ رود* چو بیاید ہنوز خر باشد

ঈসার গাধা মক্কায়ও চলে গেলে ফিরে আসলে গাধাই থাকবে।(৪)

তাদেরক এও চিন্তা করা উচিত যে, কোন অবয়বে পবিত্র রওজায় সালাম পেশ করার জন্য উপস্থিত হবে এবং তার বিকৃত অবয়ব দেখে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি পরিমাণ কষ্টবোধ করবেন?(৫)

স্বাধীন চলাফেরা দীনের পথে অন্তরায়

এখন শেষ আবেদন এই যে, অভিজ্ঞতা সাক্ষী যে, স্বাধীন মেজাজসমূহ যে কোনো ফ্যাশন গ্রহণ করে ফেললে। শরিয়ত অথবা যুক্তিযুক্তের নিরিখে তা যতই মন্দ হোক না কেন, তা ছাড়তে পছন্দ করে না, বরং এর উৎকর্ষ প্রমাণে এত জোর প্রদান করে যে, বিরোধিদের যবান বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আমি আমার ভাইদেরকে সদুপদেশ দিচ্ছি যে, এই মুক্তমনা আপনাদের জন্য প্রাণনাশক হয়ে দাঁড়াবে, সময় হাতছানি হলে আফসোস করবেন এবং বলবেন:

اے روشنئ طبع تو برمن بلا شدی!

ওহে মেজাজের উগ্রতা, তুই আমার জন্য মুসিবত হয়ে দাঁড়ালে!

আল্লাহর ওয়াস্তে, একটু সময়ের জন্য অস্থায়ী চিন্তা-ফিকির থেকে শূন্যমনা হয়ে নিজেদের জীবনব্যবস্থায় চিন্তা করুন! আল্লাহ পাক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলেছেন। মুমিন যতই বড় পাপিষ্ঠ ও অন্যায়কারী হোক না কেন, অবশ্যই সে আল্লাহর রাসুলের মহব্বতের কিছু না কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে। আশা করি, দীন ও আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনীত জীবনব্যবস্থার মূল্য ও গুরুত্ব আপনাদের বুঝে আসবে। আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে নিরক্ষর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীনের ওপর আমল করার তওফিক দান করুন।

এ কথা আপনাদের জন্য ব্যক্তি ও জাতিগত দৃষ্টিকোণে উপকারীই প্রমাণিত হবে। কেননা আল্লাহ পাক জাল্লা শানহু এবং রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ব্যতিরেকে বিক্ষিপ্ত উম্মতের ঐক্যের আর কোনো পদ্ধতি সম্ভব নয়। (আল্লামা ইকবালের ভাষায়):

طاعتے سرمایہ جمعیتے
ربط اوراق کتاب ملتے

(হজ) হচ্ছে আল্লাহ তাআলা ও রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য এবং ঐক্য হল উম্মতের পুঁজি ও মূলধন।

আর কিতাব হল ধর্মের বিক্ষিপ্ত পাতার (উম্মতের) বাঁধাইকারী।

---

(১) সহিহ বুখারি: ২৪৭৫, সহিহ মুসলিম: ৫৭।

(২) হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদিসেও এ কথা এসেছে।

(৩) দাড়হি কা উজুব, পৃ. ৪।

(৪) গুলিস্তাঁ।

(৫) আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল, ৭/১০০।

[আলহামদুল্লিাহ, কিতাব সমাপ্ত হল]